বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১২-২০১৩

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Railways
Bangladesh Railway

RAILWAY MASTER PLAN
(July 2010 to June 2030)

In collaboration with
Transport Sector Coordination (TSC) Wing
Bangladesh Planning Commission
June, 2013

রেলপথ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.mor.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১২-২০১৩

রেলপথ মন্ত্রণালয়

মন্ত্রী
রেলপথ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

রেলপথ মন্ত্রণালয় থেকে প্রথমবারের মত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী সিদ্ধান্তে ৪ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে নবগঠিত এ মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি এবং রেল সেক্টরের উন্নয়নে বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বিষয়ে জনগণ সম্যক অবহিত হবেন। বার্ষিক প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশে মন্ত্রণালয় আগামীতেও যথাযথ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করছি।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে উপেক্ষিত রেল সেক্টরের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেলপরিবহনের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) এবং রূপকল্প-২০২১ এর আওতায় স্থল পরিবহনসমূহের মধ্যে রেলওয়েকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার এবং রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী রেলওয়ের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর হতে এযাবৎ প্রায় ১৮৩১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৮টি নতুন প্রকল্প এবং ৭৭০২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৬টি সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদন করেছে।

এছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়েকে আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বর্তমান সরকার ২০ বছর মেয়াদী একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করেছে। গত ৩০ জুন ২০১৩ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত মাস্টার প্ল্যানে ৪টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ২৩৩৯৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩৫টি প্রকল্প অর্ন্তভুক্ত আছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত এ সমস্ত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সমাপ্ত হলে রেলওয়ের সেবার মান বৃদ্ধিসহ আয় আরও বৃদ্ধি পাবে এবং রেলওয়ে একটি গণমুখী, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী গণপরিবহন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

দেশের যে কোন নাগরিক যেন বাংলাদেশের রেল সেক্টরের উন্নয়নে এ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের কার্যক্রম বিষয়ে অবহিত হতে পারেন সে লক্ষ্যে বার্ষিক প্রতিবেদনে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের যে সমস্ত কর্মকর্তা নিরলস পরিশ্রম করেছেন আমি তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

(মোঃ মুজিবুল হক এমপি)

সচিব
রেলপথ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমি আনন্দিত। একটি গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিতামূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণের স্বার্থ ও অধিকার সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের তথ্য সরবরাহ ও প্রাপ্তির অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত।

উন্নত, আরামদায়ক ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি আধুনিক ও জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। ভৌত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন একটি জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের মত একটি জনবহুল দেশে সুষ্ঠু, পরিকল্পিত, নিরাপদ ও টেকসই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অত্যাবশ্যক।

গণপরিবহন মাধ্যমসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রীয় পরিবহন খাত। ১৮৬২ সালের ১৫ নভেম্বর দর্শনা-জগতি রেল লাইন নির্মাণের মাধ্যমে এ অঞ্চলে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। সময়ের পরিক্রমায় এ খাতটি অনেক পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিশোধনের মাধ্যমে আজকের কাঠামোতে এসে পৌঁছেছে। গণমানুষের চাহিদা ও সময়ের দাবীতে বর্তমান সরকার কর্তৃক ২০১১ সালের ২৮ এপ্রিল রেলপথ বিভাগ ও একই বছরের ৪ ডিসেম্বর রেলপথ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। সরকারের এ গণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণমূলক সিদ্ধান্ত সর্বমহলে বহুল প্রশংসিত হয়েছে এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে কর্মস্পৃহা ও পেশাদারিত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০১০-২০২১) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশ রেলওয়েকে একটি অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে যা ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দে প্রতিফলিত হয়েছে।

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি, চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের তথ্যাবেশ ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার একটি রূপরেখা বর্তমান প্রতিবেদনটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ বার্ষিক প্রতিবেদনটি সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং সকল নাগরিকের জন্য একটি তথ্য কণিকা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বাংলাদেশ রেলওয়ে অনেক তথ্য সরবরাহ করে প্রতিবেদনটি প্রণয়নে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করায় বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবু তাহেরসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি অকৃত্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটির আহ্বায়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব শশী কুমার সিংহসহ কমিটির সকল সদস্যদের প্রতি আমার ভালবাসা মিশ্রিত স্নেহাশীষ। সর্বোপরি সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে মাননীয় মন্ত্রী আমাকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট এ প্রতিবেদনটি কর্মস্পৃহা সৃজনে উদ্দীপক হিসেবে ভূমিকা রাখবে- এ প্রত্যাশা আমার সার্বক্ষণিক অনুষঙ্গ।

(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)

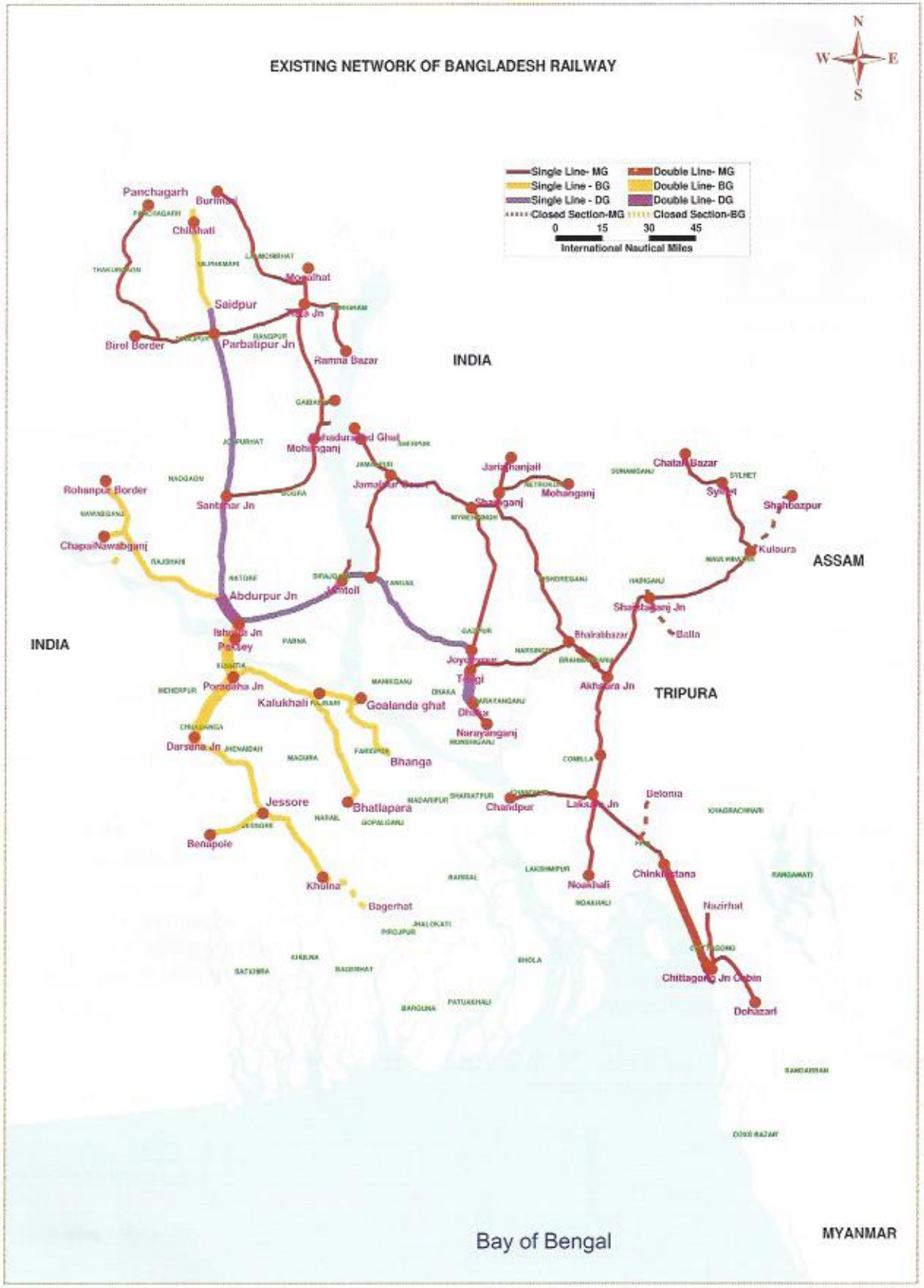

EXISTING NETWORK OF BANGLADESH RAILWAY
N
W
E
S
Single Line- MG
Single Line - BG
Single Line - DG
Closed Section-MG
Double Line- MG
Double Line- BG
Double Line- DG
Closed Section-BG
0
15
30
45
International Nautical Miles
Panchagarh
Chilahati
Saidpur
Biral Border
Parbatipur Jn
Ramna Bazar
INDIA
Rohanpur Border
Chapai Nawabganj
Santahar Jn
Abdurpur Jn
Ishurdi Jn
Paksey
INDIA
Poradaha Jn
Kalukhali
Goalanda ghat
Darsana Jn
Bhanga
Jessore
Bhatiapara
Benapole
Khulna
Bagerhat
Jamalpur
Mohanganj
Joydebpur
Tongi
Dhaka
Narayanganj
Chatak Bazar
Sylhet
Shahbazpur
Kuloura
ASSAM
Balla
Bhairabbazar
Akhaura Jn
TRIPURA
Chandpur
Laksam Jn
Belonia
Noakhali
Chinkiastana
Nazirhat
Dohazari
Bay of Bengal
MYANMAR

সূচিপত্র

● রেলপথ মন্ত্রণালয়

ভূমিকা	০১
কর্মপরিধি	০৩
রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো	০৪
রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ডিপার্টমেন্ট সমূহ	০৫
বাংলাদেশ রেলওয়ে	
সরকারী রেল পরিদর্শন অধিদপ্তর	
কর্মবন্টন ও কর্মসম্পাদন (প্রশাসন অনুবিভাগ-প্রশাসন অধিশাখা-প্রশাসন-১)	০৬
প্রশাসন-২	০৭
ভূমি ও অডিট অধিশাখা	০৮
উন্নয়ন ও পরিকল্পনা অনুবিভাগ (উন্নয়ন অধিশাখা)	০৯
পরিকল্পনা অধিশাখা	১০
ডিজিটাল কার্যক্রম	১১
● সরকারী রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর	১২
● বাংলাদেশ রেলওয়ে	
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১৫
বাংলাদেশ রেলওয়ের সাংগঠনিক কাঠামো	১৬
বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল কাঠামো	১৭
২০১২-১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	১৮
২০১২-১৩ অর্থবছরে চলমান প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি	৩৩
বর্তমান সরকারের আমলে অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ	৩৯
রেলওয়ের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম	৪৩
বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য উন্নয়ন সহযোগী/দাতা সংস্থার অর্থায়ন	৪৭
আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ রেল যোগাযোগ	৪৮
বাংলাদেশ রেলওয়ের ডিজিটাল কার্যক্রম	৫৫
ঢাকা-কলকাতার মধ্যে চলাচলরত মৈত্রী এক্সপ্রেসের তথ্যাদি	৫৭
বাংলাদেশ রেলওয়ের মাস্টার প্ল্যান	৫৯

পৃষ্ঠপোষকতায়

জনাব মোঃ মুজিবুল হক এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয়

সার্বিক নির্দেশনায়

জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩ প্রকাশনা কমিটি

জনাব শশী কুমার সিংহ, যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
জনাব মুহাম্মদ আকবর হুসাইন, যুগ্ম-সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়	সদস্য
জনাব ফরিদ আজিজ, উপ-প্রধান, রেলপথ মন্ত্রণালয়	সদস্য
জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন মিয়া, অর্থনীতিবিদ, বাংলাদেশ রেলওয়ে	সদস্য
সৈয়দ জহুরুল ইসলাম, পরিচালক (ট্রাফিক), বাংলাদেশ রেলওয়ে	সদস্য
মীর তায়েফা সিদ্দিকা, সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

প্রকাশনা কমিটিকে সহায়তা করেছেন

জনাব মোঃ আবু তাহের, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে
জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো) বাংলাদেশ রেলওয়ে
জনাব সাগর কৃষ্ণ চক্রবর্তী, মহাব্যবস্থাপক, টঙ্গী-ভৈরববাজার ডাবল লাইন প্রকল্প, বাংলাদেশ রেলওয়ে
জনাব মোঃ মনজুরুল ইসলাম, প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে
জনাব এ কে এম জি কিবরিয়া মজুমদার, মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
জনাব আব্দুল জলিল, সিনিয়র সহকারী সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তাহমিনা জাকারিয়া, সহকারী সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
নাজনীন আরা কেয়া, উপ-পরিচালক/সদর, সিগন্যালিংসহ টঙ্গী-ভৈরববাজার ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্প
জনাব আবু ইউসুফ মোঃ শামীম, উর্ধ্বতন পরিকল্পনা কর্মকর্তা-২, বাংলাদেশ রেলওয়ে
জনাব আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, উর্ধ্বতন পরিকল্পনা কর্মকর্তা-৩, বাংলাদেশ রেলওয়ে
আলোকচিত্র সাংবাদিক এস.এন. ইউসুফ

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০১৩

ডিজাইন ও মুদ্রণ

মেঘমালা ৮৫, আরামবাগ, ঢাকা।

রেলপথ মন্ত্রণালয়

ভূমিকা

পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ, আরামদায়ক ও সাশ্রয়ী হিসেবে স্থল যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেল পরিবহন খুবই জনপ্রিয় এবং কার্যকর মাধ্যম। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল জনবহুল রাষ্ট্রে অপেক্ষাকৃত কম খরচে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের সুযোগ থাকায় রেলপথের গুরুত্ব অনেক বেশী। বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেল পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে রূপকল্প-২০২১ এবং ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় রেলওয়েকে স্থল-পরিবহন মাধ্যমসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে জনসাধারণের যাতায়াত সহজ হবে ও পরিবহন ব্যয় বহুলাংশে হ্রাস পাবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে, কর্মসংস্থানের আরো সুযোগ সৃষ্টি হবে, শিল্পায়নের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটবে এবং দারিদ্র্য হ্রাসসহ জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

রেলপথ মন্ত্রণালয় ৪ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে স্বতন্ত্র একটি মন্ত্রণালয় হিসেবে গঠন করা হলেও বাংলাদেশে রেল পরিবহনের ইতিহাস অত্যন্ত পুরনো। কালের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কার ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বাংলাদেশের রেলওয়ে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। এদেশে প্রথম রেলওয়ের সূচনা হয় ১৮৬২ সালের ১৫ নভেম্বর দর্শনা-জগতি রেললাইন নির্মাণের মাধ্যমে। তারপর ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের মাধ্যমে ১৮৭১ সালে এ রেললাইন গোয়ালন্দ পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রেল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত হতে থাকে। ১৯৪৭ সালের পূর্বে অবিভক্ত ভারতবর্ষে রেলওয়ে বোর্ডের অধীনে তৎকালীন রেলওয়ে পরিচালিত হতো। ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তান রেলওয়ে বোর্ড-এর নিয়ন্ত্রণে তৎকালীন পাকিস্তানের দুই বিচ্ছিন্ন এলাকায় দুটি স্বতন্ত্র রেলওয়ে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। ১৯৬২ সালে পাকিস্তান রেলওয়ে বোর্ড বিভক্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে একটি বোর্ড এবং পশ্চিম পাকিস্তানে একটি বোর্ড গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে তিন সদস্যের রেলওয়ে বোর্ড চট্টগ্রামে দফতর স্থাপন করে এবং ঢাকায় একটি নবগঠিত যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে অধীনে রেলওয়ের কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয়। রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান রেলওয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে এবং একইসাথে রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। ১৯৭৩ সালে বোর্ডের কার্যক্রম বিলুপ্ত করে একে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত করা হয় এবং এর কার্যক্রম একজন জেনারেল ম্যানেজার-এর অধীনে পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৭৬ সালে রেলওয়ে পরিচালনার দায়িত্ব পুনরায় বোর্ডের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে "রেলপথ বিভাগ" গঠন করা হয়। উক্ত রেলপথ বিভাগের সচিব ডিজি-কাম-সেক্রেটারী হিসেবে জুলাই ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৯৫ সালে ৯ সদস্যের সমন্বয়ে "বাংলাদেশ রেলওয়ে অথরিটি (বিআরএ)" গঠিত হয়। পরবর্তীতে বিআরএ কার্যকর থাকেনি। তবে ১৯৯৬-২০০৩ সময়কালে এডিবি-এর অর্থায়নে বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়। এরপর যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সড়ক ও রেলপথ বিভাগ হতে বাংলাদেশ রেলওয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। সর্বশেষে ২০১১ সালের এপ্রিলে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে "রেলপথ বিভাগ" নামে একটি নতুন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়।

নবগঠিত রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ রেলওয়ে যাত্রীসেবা নিশ্চিতকরণসহ সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্বল্প ব্যয়ে ও নিরাপদে অধিক সংখ্যক যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মন্ত্রণালয় মূলত: বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং রেল পরিবহন ও নিরাপত্তা বিষয়ক নীতি নির্ধারণ ও কৌশল প্রণয়ন, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক রেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, এ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন ইত্যাদি প্রচেষ্টাও অব্যাহত আছে। ট্রান্স এশিয়ান রেল-রুট, সার্ক রুট, বিমসটেক রুটসহ ট্রানজিট রুটসমূহের

সাথে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বেশ কিছু কর্মসূচি চলমান রয়েছে এবং সম্প্রসারণের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৮৭৭ কিলোমিটার রেললাইন নেটওয়ার্ক দেশের ৪৪টি জেলাসহ প্রায় সব স্থানকেই সংযুক্ত করেছে, যা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তাছাড়া রেলওয়ের উন্নয়ন বর্তমানে ৪৪টি প্রকল্প চলমান আছে, যার মধ্যে ৪০টি বিনিয়োগ ও ৪টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। উক্ত প্রকল্পসমূহের আওতায় নতুন রেলপথ নির্মাণ, বিদ্যমান রেলপথ সংস্কার, কমিউটার ট্রেন, লোকোমোটিভ ও ওয়াগন সংগ্রহ, নতুন ট্রেন চালু করা, পার্টস ও মেশিনারী সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল কার্যক্রম রেল পরিবহন সেবার মানোন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রেল যোগাযোগ (ট্রান্স এশিয়ান রেল নেটওয়ার্ক, সার্ক নেটওয়ার্ক ইত্যাদি) এবং রেলওয়ের সামগ্রিক উন্নয়নসহ রাজধানী ঢাকার যানজট নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। দেশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার সমুন্নত রাখতে নিরাপদ ও সাশ্রয়ী যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসেবে রেলওয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রেল পরিসেবার মান কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় কাজ করে যাচ্ছে।

কর্মপরিধি

Allocation of Bussiness অনুসারে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি ঃ

- রেলওয়ে এবং রেল পরিবহন ও নিরাপত্তা বিষয়ক নীতি নির্ধারণ ও কৌশল প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ রেলওয়েসহ রেল সংক্রান্ত পরিবহন মাধ্যমসমূহের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রেলযোগাযোগ ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন;
- রেল পরিবহন সংক্রান্ত জরিপ ও পরিবীক্ষণ;
- রেল পরিবহনে নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- আন্তর্জাতিক রেলপরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও এ পরিবহন সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন;
- বাংলাদেশ রেলওয়ের ভাড়া ও টোল নির্ধারণ এবং পুনর্নির্ধারণ;
- বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন ও বিনিয়োগ প্রোগ্রামসমূহ এবং রাজস্ব বাজেট সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা;
- বিসিএস (রেলওয়ে: ইঞ্জিনিয়ারিং) এবং বিসিএস (রেলওয়ে: পরিবহন ও বাণিজ্যিক) ক্যাডার-এর প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড;
- মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল অফিস ও সংস্থার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ।

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

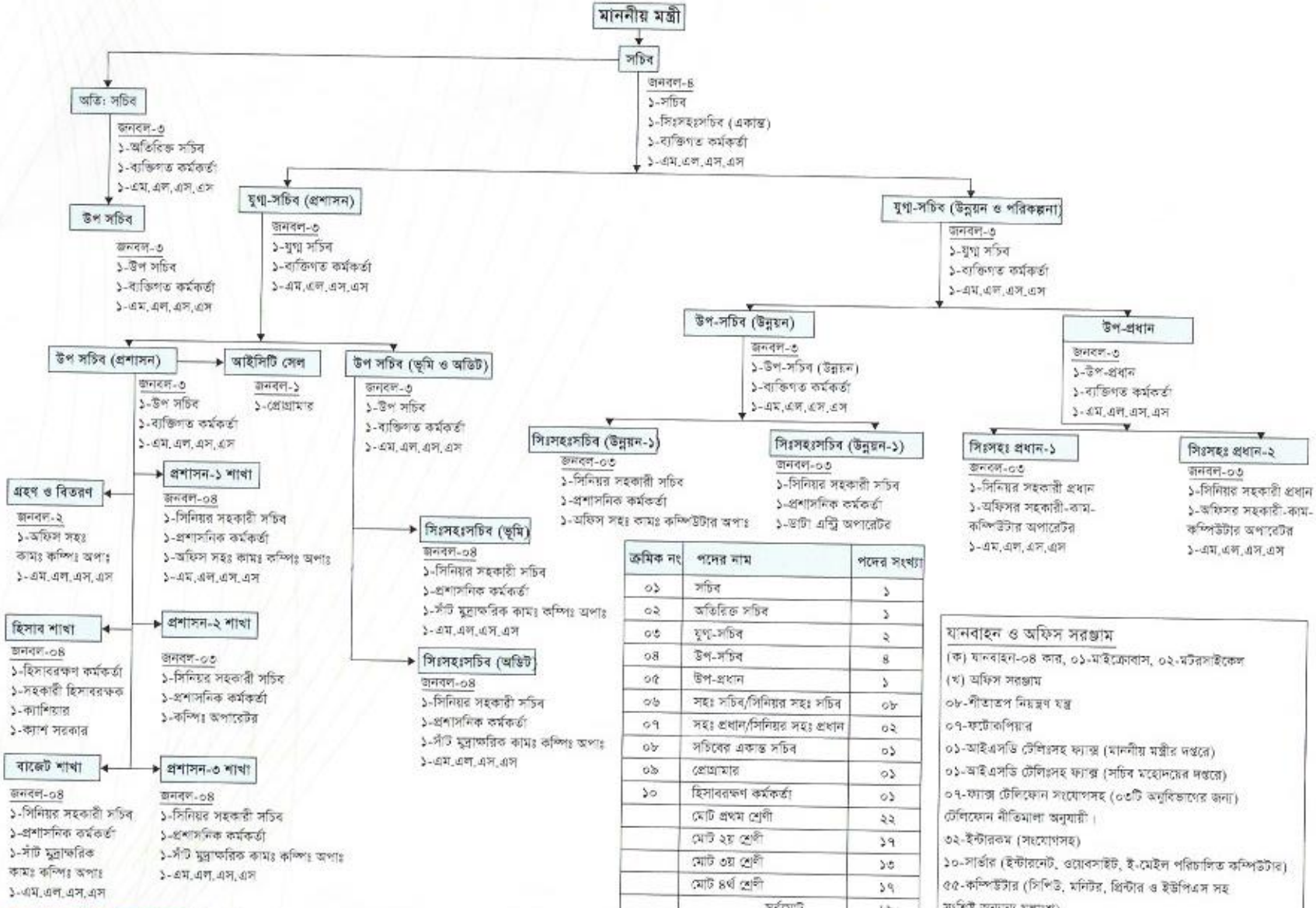

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
০১	সচিব	১
০২	অতিরিক্ত সচিব	১
০৩	যুগ্ম-সচিব	২
০৪	উপ-সচিব	৪
০৫	উপ-প্রধান	১
০৬	সহঃ সচিব/সিনিয়র সহঃ সচিব	০৮
০৭	সহঃ প্রধান/সিনিয়র সহঃ প্রধান	০২
০৮	সচিবের একান্ত সচিব	০১
০৯	প্রোগ্রামার	০১
১০	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১
	মোট প্রথম শ্রেণী	২২
	মোট ২য় শ্রেণী	১৭
	মোট ৩য় শ্রেণী	১৩
	মোট ৪র্থ শ্রেণী	১৭
	সর্বমোট	৬৯

যানবাহন ও অফিস সরঞ্জাম

(ক) যানবাহন-০৪ কার, ০১-মাইক্রোবাস, ০২-মটরসাইকেল
(খ) অফিস সরঞ্জাম
০৮-শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র
০৭-ফটোকপিয়ার
০১-আইএসডি টেলিঃসহ ফ্যাক্স (মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তরে)
০১-আইএসডি টেলিঃসহ ফ্যাক্স (সচিব মহোদয়ের দপ্তরে)
০৭-ফ্যাক্স টেলিফোন সংযোগসহ (০৩টি অনুবিভাগের জন্য)
টেলিফোন নীতিমালা অনুযায়ী।
৩২-ইন্টারকম (সংযোগসহ)
১০-সার্ভার (ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, ই-মেইল পরিচালিত কম্পিউটার)
৫৫-কম্পিউটার (সিপিউ, মনিটর, প্রিন্টার ও ইউপিএস সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যন্ত্রাংশ)

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ডিপার্টমেন্ট সমূহ

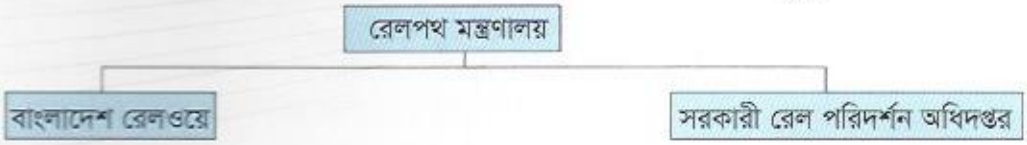

মন্ত্রণালয়ের জনবল

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
০১	সচিব	১
০২	অতিরিক্ত সচিব	১
০৩	যুগ্ম-সচিব	২
০৪	উপ-সচিব	৪
০৫	উপ-প্রধান	১
০৬	সহঃ সচিব/সিনিয়র সহঃ সচিব	০৮
০৭	সহঃ প্রধান/সিনিয়র সহঃ প্রধান	০২
০৮	সচিবের একান্ত সচিব	০১
০৯	প্রোগ্রামার	০১
১০	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১
১১	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৮
১২	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৯
১৩	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০৪
১৪	কম্পিউটার অপারেটর	০১
১৫	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০৫
১৬	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	০১
১৭	সহকারী হিসাব রক্ষক	০১
১৮	ক্যাশিয়ার	০১
১৯	ক্যাশ সরকার	০১
২০	এমএলএসএস	১৬
	সর্বমোট	৬৯

কর্মবণ্টন ও কর্মসম্পাদন
প্রশাসন অনুবিভাগ

প্রশাসন অধিশাখা
প্রশাসন - ১ শাখা:

১. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সংস্থাপন ও প্রশাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।
২. স্টোর এবং স্টেশনারী দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও সরবরাহ।
৩. নন-গেজেটেড কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংরক্ষণ ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাদি।
৪. কর্মচারীদের বেতন ভাতা নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাদি।
৫. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট বিভিন্ন সরকারী আদেশ, আইন, বিধি বিধান পুনঃপ্রচার।
৬. মন্ত্রণালয়ের যানবাহন মেরামত, সংরক্ষণ, সংগ্রহ ও সরকারী - বেসরকারী কাজের জন্য বরাদ্দ।
৭. বিধিবদ্ধ আদেশ, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ।
৮. চিঠিপত্র গ্রহণ প্রেরণ ইউনিট সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।
৯. মাননীয় মন্ত্রী / প্রতিমন্ত্রীর অফিস ও অন্যান্য অফিসে আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার সরবরাহ ও মেরামত সংক্রান্ত কাজ।
১০. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন আগাম মঞ্জুরী ও অধীনস্থ দপ্তরের কর্মকর্তা - কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ, মোটর সাইকেল ও সাইকেল ক্রয় অগ্রিম সংক্রান্ত কার্যাবলী।
১১. মন্ত্রণালয়ের অফিসস্থান ও নন গেজেটেড কর্মচারীদের (অধীনস্থ দপ্তরের নন গেজেটেড কর্মচারীসহ) বাসস্থান সংক্রান্ত কার্যাদি।
১২. মন্ত্রণালয়ের টেলিফোন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি।
১৩. মন্ত্রণালয়ের পদোন্নতি / নির্বাচিন কমিটি গঠন এবং কর্মকর্তাগণকে অধীনস্থ দপ্তরসমূহের বিভিন্ন কমিটিতে মনোনয়ন।
১৪. মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যাবলী।
১৫. জাতীয় সংসদের কার্যাবলী সংক্রান্ত বিষয়ে কাউন্সিল কর্মকর্তা ও কাউন্সিল সহকারী এবং অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়োগ।
১৬. মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ।
১৭. কমডেমনেশন কমিটি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি।
১৮. মন্ত্রণালয়ের কর্মবণ্টন এবং মন্ত্রণালয়ের অবশিষ্ট কার্যাদি।
১৯. বাংলাদেশ রেলওয়ের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের/ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, অবসর, ছুটি, গৃহ নির্মাণ ও মোটরযান অগ্রিম মঞ্জুর ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যাবলী।
২০. বাংলাদেশ রেলওয়ের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের / ক্যাডার কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ক কার্যাবলী।
২১. বাংলাদেশ রেলওয়ে / রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের সিলেকশন গ্রেড, টাইমস্কেল ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যাদি।
২২. মন্ত্রণালয়ের বাজেট প্রণয়ন এবং এমটিবিএফ সংক্রান্ত কার্যাদি।
২৩. যে সকল পত্রাদি কোন শাখার সাথে সম্পৃক্ত নয় সে সকল পত্রের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান।

প্রশাসন ২ শাখা

১. মন্ত্রিপরিষদে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।
২. জনসাধারণের নিকট হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন আবেদন, পেপার কাটিং এবং রাষ্ট্রপতির সচিবালয় / বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সাধারণ প্রশাসনিক বিষয়াদি।
৩. মন্ত্রণালয়ের বাৎসরিক তথ্য ও অগ্রগতি প্রতিবেদন সংগ্রহ, একত্রীকরণ ও প্রকাশ।
৪. মন্ত্রণালয়ের মাসিক / বাৎসরিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ।
৫. মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাদি।
৬. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং অধীনস্থ দপ্তর / সংস্থার কর্মকর্তা / কর্মচারীদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ।
৭. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা / অধীনস্থ দপ্তর / সংস্থার কর্মকর্তাদের বিদেশে চাকরী / প্রেষণে নিয়োগ ও দেশ / বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।
৮. কনফারেন্স, সেমিনার ও আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি আয়োজনের কার্যক্রম।
৯. আন্ত:মন্ত্রণালয় / বিভাগ / দপ্তর সংক্রান্ত কাজের সমন্বয়।
১০. আন্তর্জাতিক রেলপরিবহন সংক্রান্ত কার্যক্রম।
১১. বাংলাদেশ - ভারত, নেপালসহ অন্যান্য দেশের মধ্যে রেল চলাচল/ট্রানজিট সংক্রান্ত বিষয়াদি।
১২. বাংলাদেশ রেলওয়ে ও রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণীর (ক্যাডার ও নন ক্যাডার) কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উপর তদন্ত রিপোর্ট আনয়ন ও তা পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরত: তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা এবং শুনানী গ্রহণপূর্বক বিষয়টি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত নথি প্রক্রিয়াকরণ।
১৩. শাস্তিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা - কর্মচারীদের আপীলের উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান সংক্রান্ত কাজ।
১৪. অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিভাগীয় তদন্তের বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিস্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও বিধি মোতাবেক যাবতীয় কার্যাবলি প্রক্রিয়াকরণ।
১৫. বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তিকরণ সম্পর্কিত কমিটির ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এতদসংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১৬. বাংলাদেশ রেলওয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের টাইমস্কেল, সিলেকশনগ্রেড প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী।

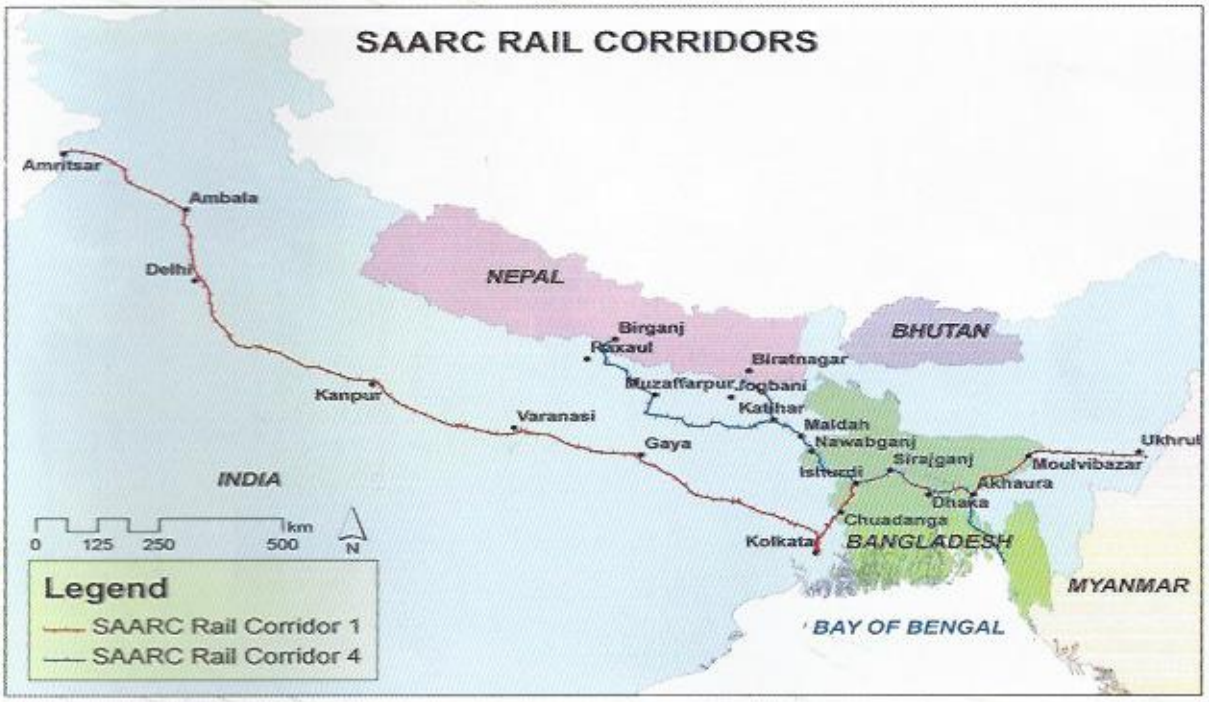

ভূমি ও অডিট অধিশাখা

ভূমি শাখা ঃ

১. বাংলাদেশ রেলওয়ে ভূ-সম্পত্তির হালনাগাদ সংরক্ষণ, উদ্ধার, ইজারা, বিক্রি ও বরাদ্দ সম্পর্কিত কার্যাদি।
২. বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমিতে সিএনজি স্টেশন ও কানভার্সন কারখানা স্থাপনের নিমিত্ত লীজ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি।
৩. রেলভূমির রক্ষণাবেক্ষণ এবং অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ সংক্রান্ত কার্যক্রম।
৪. সরকারি সংস্থার প্রয়োজনে রেলভূমি বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্যক্রম।
৫. রেলভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য নীতিমালা হালনাগাদকরণ ও প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম।
৬. রেল ভূমিতে বিজ্ঞাপন ও বিল বোর্ড লীজ সংক্রান্ত কার্যক্রম।
৭. রেল ভূমি সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমার মনিটরিং এবং এ্যাটর্নী জেনারেল-এর দপ্তরে যোগাযোগ রক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম।
৮. রেল ভূমি সংক্রান্ত মোকদ্দমায় বিভিন্ন আদালত-এর কনটেম্পট অব কোর্ট প্রসিডিং সংক্রান্ত কার্যক্রম।

অডিট শাখা ঃ

১. মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ রেলওয়ে ও রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তরের অডিট আপত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি।
২. মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর / সংস্থাসমূহের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ও সাব-কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কিত।
৩. দীর্ঘদিন ধরে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি সমূহের নিষ্পত্তিকরণ।
৪. প্রয়োজন অনুসারে ও নিয়মিতভাবে মন্ত্রণালয়ের ত্রি-পক্ষীয় অডিট কমিটির সভার আয়োজন ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণের সুপারিশ প্রণয়ন।
৫. মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির ত্রৈমাসিক /ষান্মাসিক / বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ।
৬. জাতীয় সংসদের পাবলিক একাউন্টস কমিটির কার্যক্রম সংক্রান্ত কার্যাদি।
৭. জাতীয় সংসদের কার্যাবলী (কাউন্সিল অফিসার)।
৮. জাতীয় সংসদের রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যাদি।

মাননীয় রেলমন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক এমপি ২২ জুন রাজবাড়ী জেলায় ১১শ কোটি টাকা ব্যয়ে সংস্কারাধীন কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া রেললাইন পুনর্বাসন কাজ পরিদর্শন করেন।

উন্নয়ন ও পরিকল্পনা অনুবিভাগ

উন্নয়ন অধিশাখা ঃ

উন্নয়ন-১ শাখা ঃ

১. এডিবি, বিশ্বব্যাংক, আইডিবি, জাপান, জাইকা, ডিএফআইডি, কানাডিয়ান সিডা, সুইডিশ সিডা, নোরাড, ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া ও কুয়েতসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থার অর্থায়নে সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশ রেলওয়ে বিনিয়োগ ও কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি।
২. প্রকল্পসমূহের পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়াবলি।
৩. প্রকল্পসমূহের আওতাধীন নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলি।
৪. উন্নয়নসহযোগী দেশ/সংস্থার অর্থায়নে গৃহীতব্য নতুন প্রকল্প গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়াবলি কার্যক্রম সমন্বয়সহ অন্যান্য কার্যাবলি।
৫. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ ছাড়করণ সংক্রান্ত বিষয়াদি।
৬. সালিশী ব্যতিরেকে শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন ঠিকাদারের যাবতীয় অমীমাংসিত বিষয়াদি নিষ্পত্তিকরণ কার্যাবলি।
৭. সংশ্লিষ্ট শাখার কার্যসমূহের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ, মন্ত্রিপরিষদ, একনেক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।
৮. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ও রেলওয়ের অন্যান্য বিষয়ে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত যাবতীয় কার্যক্রম।
৯. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ডিপিইসি, পিইসি ও একনেক বৈঠক সংক্রান্ত বিষয়াবলি।
১০. সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের পিপি অনুযায়ী পদ সৃষ্টি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন কালে পদসমূহের বাৎসরিক ভিত্তিতে সংরক্ষণের কার্যাবলি।

উন্নয়ন-২ শাখা ঃ

১. বাংলাদেশ রেলওয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত কাজসমূহ।
২. প্রকল্পেসমূহের আওতাধীন ক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলি।
৩. সংশ্লিষ্ট শাখার কার্যক্রমসমূহের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ, মন্ত্রিপরিষদ ও একনেক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।
৪. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ও রেলওয়ের অন্যান্য বিষয়ে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত যাবতীয় কার্যক্রম।
৫. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ডিপিইসি, পিইসি ও একনেক বৈঠক সংক্রান্ত বিষয়াবলি।
৬. প্রকল্পসমূহের জন্য জমি অধিগ্রহণ ও অব্যবহৃত জমি ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পর্কীয় কার্যাবলি।
৭. বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট এবং এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ডিপিপি, আরডিপিপি অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্তির পর প্রক্রিয়াকরণ।

৭ অক্টোবর ২০১২ বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ভারতীয় এলওসি'র অর্থায়নে ৫০টি ফ্ল্যাট কন্টেইনার ওয়াগন (বিএফসিটি) ও ৫টি ব্রেকভ্যান সংগ্রহের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

পরিকল্পনা অধিশাখা

পরিকল্পনা শাখা - ১

১. রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ রেলওয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িতব্য বৈদেশিক সহায়তা পুষ্ট বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, সংশোধন, প্রশাসনিক অনুমোদন, মেয়াদ বৃদ্ধি, বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মনিটরিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
২. উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ ও উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত চুক্তি প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধন ও প্রাথমিক কার্যাবলী সম্পাদন।
৩. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর সংস্থা হতে প্রাপ্ত ডিপিপি ও পিপিপি'র উপর মতামত প্রদান।
৪. এ শাখা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী ও Fllow up।
৫. এ শাখার আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, একনেক এবং এনইসি-এর চাহিদা মোতাবেক যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
৬. এ শাখার আওতাধীন প্রকল্পসমূহের ডিপিইসি, পিইসি, ডিএসপিইসি, এসপিইসি, স্টিয়ারিং কমিটির সভাসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্যাবলী।
৭. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত আইনানুগ দায়িত্ব/নির্দেশাবলী পালন।

পরিকল্পনা শাখা-২

১. রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ রেলওয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন / বাস্তবায়িতব্য সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নের বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, সংশোধন, প্রশাসনিক অনুমোদন, মেয়াদ বৃদ্ধি, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মনিটরিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
২. এ শাখার আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, একনেক এবং এনইসি-এর চাহিদা মোতাবেক যাবতীয় কার্যাবলী।
৩. মাসিক উন্নয়ন প্রকল্প পর্যালোচনা সভা আয়োজন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।
৪. এডিপিভুক্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের উপযোজন / পুনঃউপযোজন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।
৫. মন্ত্রণালয়ের এডিপি/সংশোধিত এডিপি ও এমটিবিএফ (উন্নয়ন অংশ) প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন ও সমন্বয় সাধন করা।
৬. দেশের দীর্ঘ, মধ্য ও স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনার আলোকে রেলপথের অগ্রাধিকারভুক্ত প্রকল্প সমীক্ষা সম্পন্ন করে বিনিয়োগযোগ্য প্রকল্প প্রণয়ন।
৭. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি/প্রতিবেদন প্রেরণ।
৮. এ শাখা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।
৯. এ শাখার আওতাধীন প্রকল্পসমূহের ডিপিইসি, পিইসি, ডিএসপিইসি, এসপিইসি, স্টিয়ারিং কমিটির সভাসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্যাবলী।
১০. উন্নয়ন পরিকল্পনা / প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় যোগদানের জন্য কর্মকর্তার মনোনয়ন প্রক্রিয়াকরণ।
১১. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত আইনানুগ দায়িত্ব/নির্দেশাবলী প্রণয়ন।

ডিজিটাল কার্যক্রম

১. নবগঠিত রেলপথ মন্ত্রণালয়ে একটি ওয়েবসাইট (www.mor.gov.bd) খোলা হয়েছে।

২. রেলপথ মন্ত্রণালয়ে ই-সেবা এবং ওয়েবসাইট ব্যবহার বান্ধবকরণ (User Friendly) করা হয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীগণ সহজেই রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট ভিজিট করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পেতে পারেন।

৩. মন্ত্রণালয়ের LAN (Local Area Network) -এর কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে - কাজটি সম্পন্ন হলে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা / কর্মচারী ইন্টারনেট/ই-মেইলের মাধ্যমে দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন।

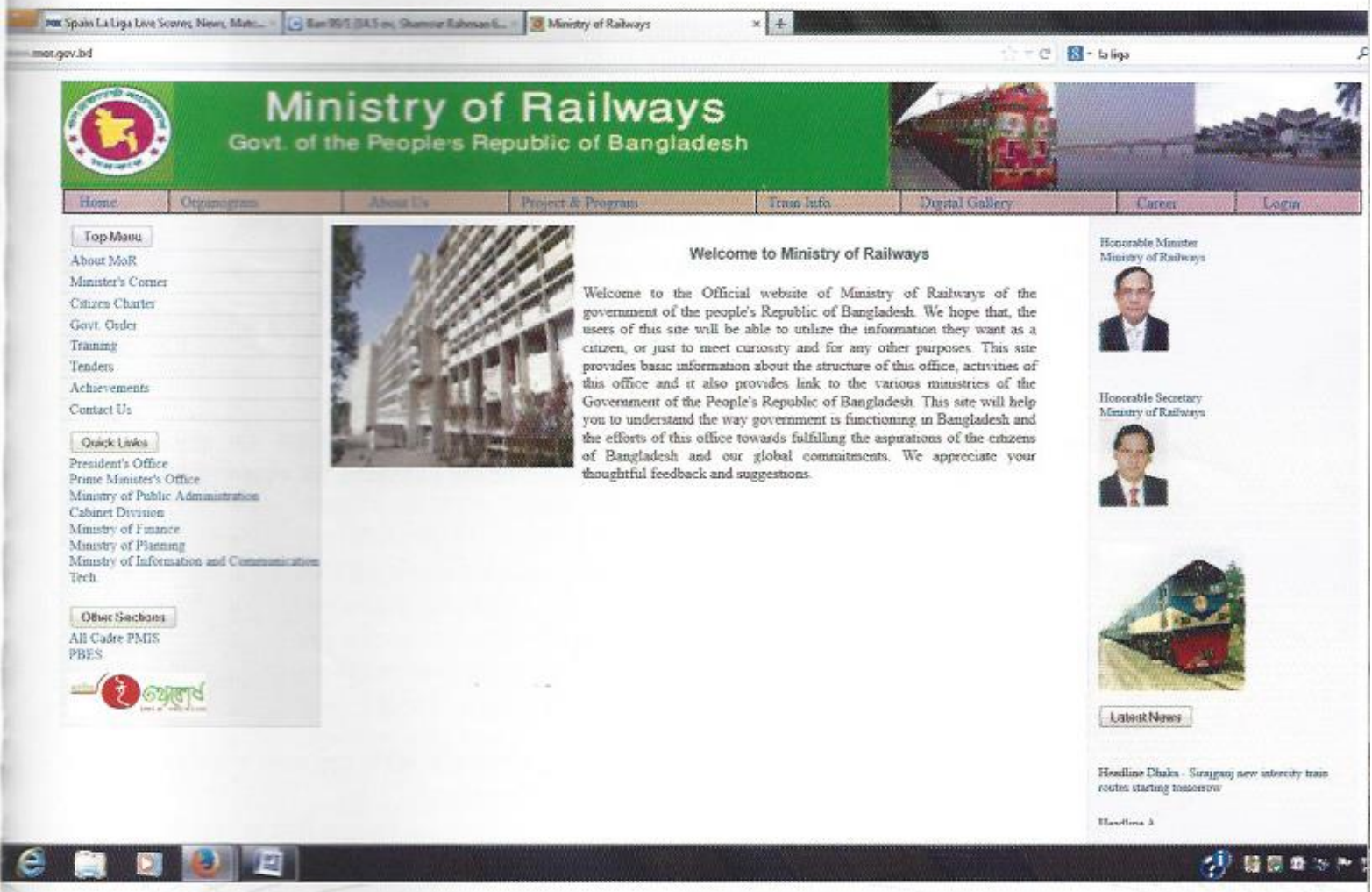

সরকারী রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর

রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর হলো রেলপথ মন্ত্রণালয়-এর সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংযুক্ত অধিদপ্তর (Attached Department)। ১৮৯০ ইং সালের রেলওয়ে এ্যাক্ট (ACT IX OF 1890)-এর মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যে ট্রেন চলাচলের লক্ষ্যে সরকারী রেল পরিদর্শক (GIBR) বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্র্যাক ও অন্যান্য স্থাপনা পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় মেরামত, ঘাটতি পূরণ এবং অনিয়ম সংশোধনের নিমিত্ত রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক করণীয় সম্পর্কে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিকট পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সুপারিশ প্রদান করে থাকেন। যে সমস্ত বিষয় রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন হয়, তা মন্ত্রণালয় হতে করা হয়। রেলপথ বিভাগের সংস্থাপন - ২ শাখার প্রজ্ঞাপন নং -ই-২/বিবিধ-৭/৮৯-৮৫ তারিখ ১৪-১১-৯৬ বাং/ ২৬-০২-৯০ ইং অনুযায়ী বার্ষিক পরিদর্শন কর্মসূচী এবং সাধারণ পরিদর্শন কর্মসূচীর মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশ রেলপথ পরিদর্শনকরণ ছাড়াও আকস্মিকভাবে রেলওয়ে, ট্র্যাক, ট্রেন ও গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশন ও স্থাপনাদি পরিদর্শন করতে হয়। তাছাড়া অতি উল্লেখযোগ্য ট্রেন দুর্ঘটনাসমূহের তদন্তও পরিচালনা করতে হয়।

সরকারী রেল পরিদর্শক অধিদপ্তরের জনবল নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	পদের শ্রেণী	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত	ঘাটতি
১।	১ম শ্রেণী	২টি	১ জন	১ জন
২।	২য় শ্রেণী	নাই	নাই	নাই
৩।	৩য় শ্রেণী	৫টি	৩ জন	২ জন
৪।	৪র্থ শ্রেণী	২টি	১ জন	১ জন
		মোট ৯টি	৫ জন	৪ জন

২০১২-১৩ অর্থ বছরে রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তরের সর্বমোট বাজেট ছিল ২০,০০,০০০/- টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৬,১৫,০০০/- টাকা। এই অধিদপ্তরের অধীনে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত কোন প্রকল্প নেই। ২০১৩-১৪ অর্থ বৎসর বাজেটের পরিমাণ ২০,০০,০০০/- টাকা।

সরকারী রেল পরিদর্শক-এর কর্মকাণ্ডের পরিধি ঃ

(১) বার্ষিক পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রকাশকরণ।

(২) যাত্রীবাহি ট্রেনের দুর্ঘটনায় ট্রেনের কোন ব্যক্তি নিহত অথবা গুরুতরভাবে আহত হলে অথবা আনুমানিক ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) বা তদূর্ধ্ব টাকার সম্পদ বিনষ্ট হলে তা তদন্তকরণ।

(৩) নবনির্মিত কোন রেল লাইন যাত্রী সাধারণের যাতায়াতের নিমিত্তে চালুকরণের উপযোগী কিনা তা পরিদর্শন এবং সরকার-এর নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ।

(৪) বাংলাদেশ রেল প্রশাসনের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ সনদপত্র প্রতিস্বাক্ষরকরণ।

(৫) নতুন রেল লাইন নির্মাণকালে মঞ্জুরীকৃত প্রাক্কলন মোতাবেক সঠিকভাবে কার্যসম্পাদন হচ্ছে কিনা তা বিশেষভাবে পরিদর্শন।

৬। রেল লাইন চালুকরণের পূর্বে সকল কাজ সমাপনী নকশা ও সিডিউল মোতাবেক সম্পাদিত হয়েছে কিনা সেই সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।

৭। নিম্নে উল্লেখিত কাজ চালুকরণের পূর্বে প্রচলিত বিধি মোতাবেক পরীক্ষার পর সরকারী রেল পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদন প্রদান।

- রেলওয়ে সাইডিং, গুডস সাইডিং, মিলিটারী সাইডিং, প্রাইভেট মিল সাইডিং, সেলুন সাইডিং, পেট্রোল সাইডিং, ইরিগেশন সাইডিং ও স্পি সাইডিং স্থাপন।
- বড় সেতু নির্মাণ।
- কালভার্ট, আরসিসি পাইপ সেতু, ওপেন টপ কালভার্টস, পাইপ সেতুসহ ৪০´-০´´ গার্ডার পর্যন্ত ছোট সেতু নির্মাণ।
- সেতুসমূহ পরীক্ষাকরণ।
- রেলওয়ের বিভিন্ন সেকশনে ট্রেনের গতিবেগ নির্ধারণ/বৃদ্ধিকরণ।
- ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ (সাইট প্ল্যান)
- সেতুর ওপর/নীচ দিয়ে রাস্তা নির্মাণ।
- সেতু উঁচুকরণ।
- সেতু পুন:নির্মাণ ও নতুন বড় সেতু নির্মাণকালে অস্থায়ী বিকল্প রেল লাইন নির্মাণ।
- জরুরী পরিস্থিতিতে যেমন বন্যা ও যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত রেল লাইনের পরিবর্তে অস্থায়ীভাবে বিকল্প রেল লাইন নির্মাণ।
- সেতু পুন:নির্মাণ ও নতুন বড় সেতু নির্মাণকালে অস্থায়ী বিকল্প রেল লাইন নির্মাণ।
- "সি" শ্রেণীর আনম্যান্ড লেভেল ক্রসিং গেইট নির্মাণ।
- "সি" শ্রেণীর ম্যান্ড লেভেল ক্রসিং গেইট নির্মাণ।
- নতুন "এ" ও "বি" এবং "বিশেষ" শ্রেণীর লেভেল ক্রসিং গেইট নির্মাণ।
- লেভেল ক্রসিং গেইটের শ্রেণী উন্নীতকরণ/অবনতিকরণ।
- প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফর্মে "আশ্রয়স্থল" স্থাপন।
- রেল লেভেল ও অন্যান্য নীচু লেভেলের প্ল্যাটফর্ম স্থাপন অথবা উচ্চ লেভেলে উন্নীতকরণ।
- রেল লাইনের নীচ দিয়ে পানির পাইপ লাইন অতিক্রম করণ।
- রেল লাইনের নীচ দিয়ে টেলিফোন ক্যাবল অতিক্রম করণ।
- রেল লাইনের নীচ দিয়ে গ্যাস পাইপ লাইন অতিক্রম করণ।
- রেল সেতুর পার্শ্বে এবং নীচ দিয়ে গ্যাস পাইপ লাইন অতিক্রম করণ।
- ওভারহেড এবং ভূগর্ভস্থ ইলেকট্রিক ক্যাবল ও তারের রেল লাইন অতিক্রম করণের আবেদন।
- রেল লাইনের নীচ দিয়ে পেট্রোল ও কেরোসিন তেলের পাইপ লাইন অতিক্রমের আবেদন।
- নদীর কূল ভাঙ্গনের দরুন এবং সেতুর উপর রেল লাইন উঁচুকরণ।
- রেল লাইনের গ্রেড পরিবর্তন।
- রেল লাইনের এলাইনমেন্ট পরিবর্তন।
- স্টেশন ইয়ার্ডের সংযুক্তি ও পরিবর্তন।
- রেলওয়ে ইয়ার্ড রি-মডেলিং।
- স্টেশন চালু ও বন্ধ করণ।
- স্টেশনের শ্রেণী পরিবর্তন করণ।
- বিদ্যমান সংকেত ব্যবস্থার সংযোগ/পরিবর্তন এবং রেলওয়েতে নতুন সংকেত ব্যবস্থা চালুকরণ।
- স্টেশনে স্ট্যান্ডার্ড-১ সংকেত ব্যবস্থা স্থাপন।
- স্টেশনে স্ট্যান্ডার্ড-২ সংকেত ব্যবস্থা স্থাপন।
- স্টেশনে স্ট্যান্ডার্ড-৩ সংকেত ব্যবস্থা স্থাপন।
- রেলওয়েতে অটোমেটিক ব্লক সংকেত ব্যবস্থা প্রবর্তন।

- রেলওয়েতে সিঙ্গেল লাইন ও ডবল লাইনে নতুন ধরনের ব্লক ইন্সট্রুমেন্ট প্রবর্তন।
- রেলওয়েতে এ্যাকসেল কাউন্টার প্রবর্তন।
- স্টেশন ও গেইট সিগনালের সংগে লেভেল ক্রসিং গেইট ইন্টারলকিং।
- রেলওয়ে জেনারেল রুলস, রুলস ফর ওপেনিং অব এ রেলওয়ে, ওয়ে এন্ড ওয়ার্কস ম্যানুয়াল, সিডিউল অব ডাইমেনশন এবং লেভেল ক্রসিং-এর স্পেসিফিকেশন সংশোধন সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন।
- স্টেশন কার্যবিধি অনুমোদন।
- স্টেশন কার্যবিধির শুদ্ধিপত্র বিশ্লেষণ।
- অস্থায়ী কার্য পরিদর্শন এবং অনুমোদন।

৮। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

জিআইবিআর কর্তৃক চট্টগ্রাম-দোহাজারী সেকশনের রেললাইন পরিদর্শন

বাংলাদেশ রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বাংলাদেশ রেলওয়ে সবচেয়ে নিরাপদ সাশ্রয়ী, আরামদায়ক ও পরিবেশ বান্ধব একটি সরকারী পরিবহন সংস্থা। ১৮৬২ সালের ১৫ নভেম্বর দর্শনা-জগতি সেকশনে ৫৩.১১ কিঃমিঃ ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণের মাধ্যমে দেশে প্রথম রেলওয়ের সূচনা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৮৭৭.১০ কিলোমিটার রেললাইন, ৪৪৪টি স্টেশন, ২৭৭টি লোকোমোটিভ (১৯৬টি মিটারগেজ ও ৮১টি ব্রডগেজ) ১৪৮৯টি যাত্রীবাহী কোচ (১১৬৫টি মিটারগেজ ও ৩২৪টি ব্রডগেজ) এবং ৯৮৭৯টি ওয়াগন আছে। এ রেলওয়ে নেটওয়ার্ক দেশের ৪৪টি জেলাসহ বাংলাদেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে সংযুক্ত করে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প-২০২১ তে দীর্ঘ দিনের অবহেলিত বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত বাংলাদেশ রেলওয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৬২.৫৯৭ মিলিয়ন যাত্রী ও ২.০১১ মিলিয়ন টন মালামাল পরিবহন করেছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে একজন মহাপরিচালকের অধীনে ২টি জোন ও ৪টি বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তাছাড়া উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ মহাপরিচালকের অধীনে বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালকের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

লাকসাম-চিনকি আস্তানা সেকশনে ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্পের কাজ

বাংলাদেশ রেলওয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল কাঠামো

ক্রমিক	শ্রেণী	অনুমোদিত সংখ্যা	কর্মরত সংখ্যা	শূন্য পদসংখ্যা
০১	১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	৫৪৮	৪৬৩	৮৫
০২	২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা	১৩৬৫	৯৫০	৪০৬
০৩	৩য় শ্রেণী	২১৮৭৬	১৪৮৪৫	৭০৩১
০৪	৪র্থ শ্রেণী	১৬৪৮৪	৮৮৩৪	৭৬৫০
০৫	মোট	**৪০২৬৪**	**২৫০৯২**	**১৫১৭২**

অন্তনগর ট্রেন

২০১২ -১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

পরিবেশ বান্ধব, সাশ্রয়ী, নিরাপদ ও আরামদায়ক স্থলপরিবহন মাধ্যম হিসেবে রেলওয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে বর্তমান সরকার ০৪.১২.২০১১ তারিখে পৃথক রেলপথ মন্ত্রণালয় গঠনের পর রেলওয়ের উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। গত অর্থবছরের চেয়ে এ অর্থবছরের অনুন্নয়ন বাজেটে ৮০ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন বাজেটে ৭৫৬ কোটি বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে রেলওয়েতে নিম্নোক্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে ঃ-

১. ভবিষ্যতে রেলওয়েকে একটি শক্তিশালী ও আধুনিক পরিবহন মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক বিভিন্ন বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সরকারের সকল অনুমোদিত পরিকল্পনা প্রতিফলিত করে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বাংলাদেশ রেলওয়ের ২০ বছর মেয়াদী মাস্টার প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে। এ মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত হলে রেলওয়ের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে অধিকতর নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব এবং সাশ্রয়ী পরিবহন ব্যবস্থা চালুসহ রেলওয়ের সেবার মান ও আয় বৃদ্ধি পাবে এবং রেলওয়ে একটি লাভজনক, গণমুখী, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী গণপরিবহন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

২. অনুমোদিত মাস্টার প্ল্যানের আওতায় পর্যায়ক্রমে সমগ্র নেটওয়ার্কে ব্রডগেজ স্টান্ডার্ড রেলপথ স্থাপন এবং গুরুত্বপূর্ণ সকল রুটে ডাবল লাইন নির্মাণের মাধ্যমে লাইন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

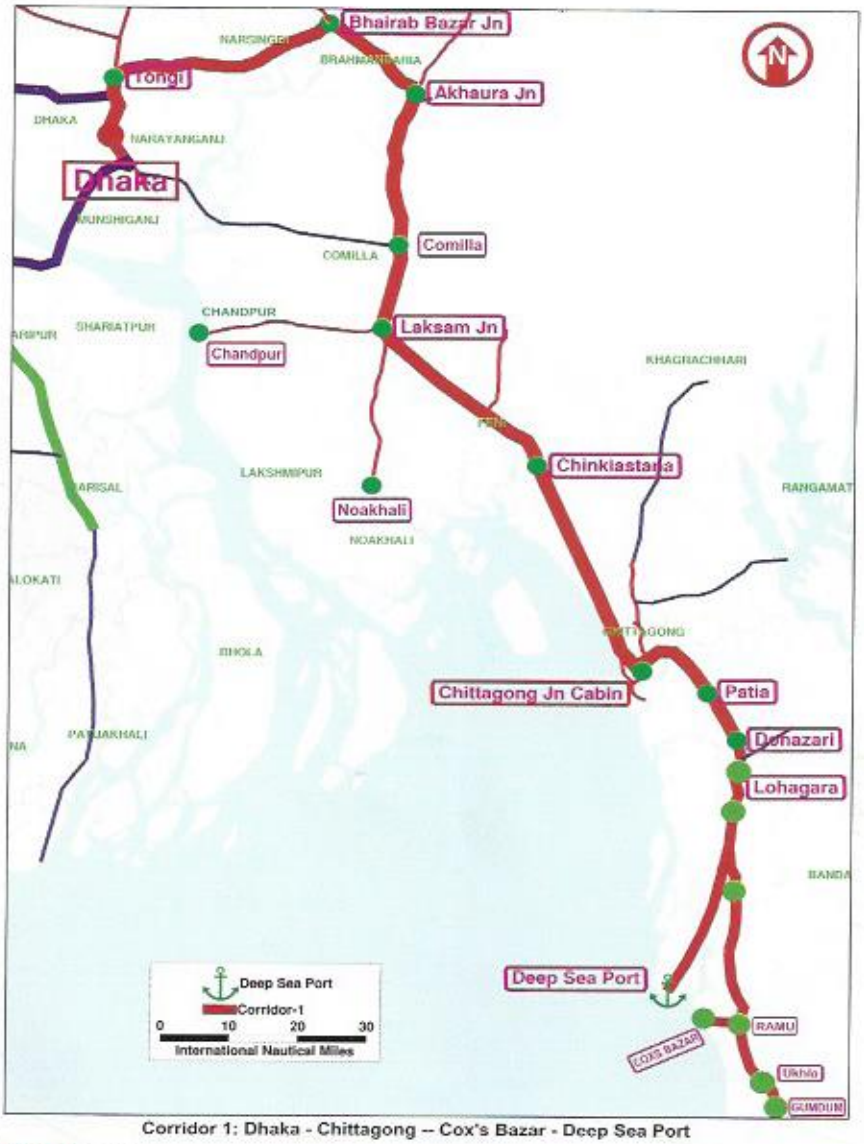

Corridor 1: Dhaka - Chittagong -- Cox's Bazar - Deep Sea Port

মাননীয় রেলমন্ত্রী জনাব মুজিবুল হক এমপি এর উপস্থিতিতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে আরসিআই প্রকল্পের পরামর্শক সংস্থা ক্যানারেলের সাথে বাংলাদেশ রেলওয়ের চুক্তি স্বাক্ষর। (১১ নভেম্বর, ২০১২)

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিনিধিদের সাথে মাননীয় রেলমন্ত্রী জনাব মুজিবুল হক এমপি এর উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা।

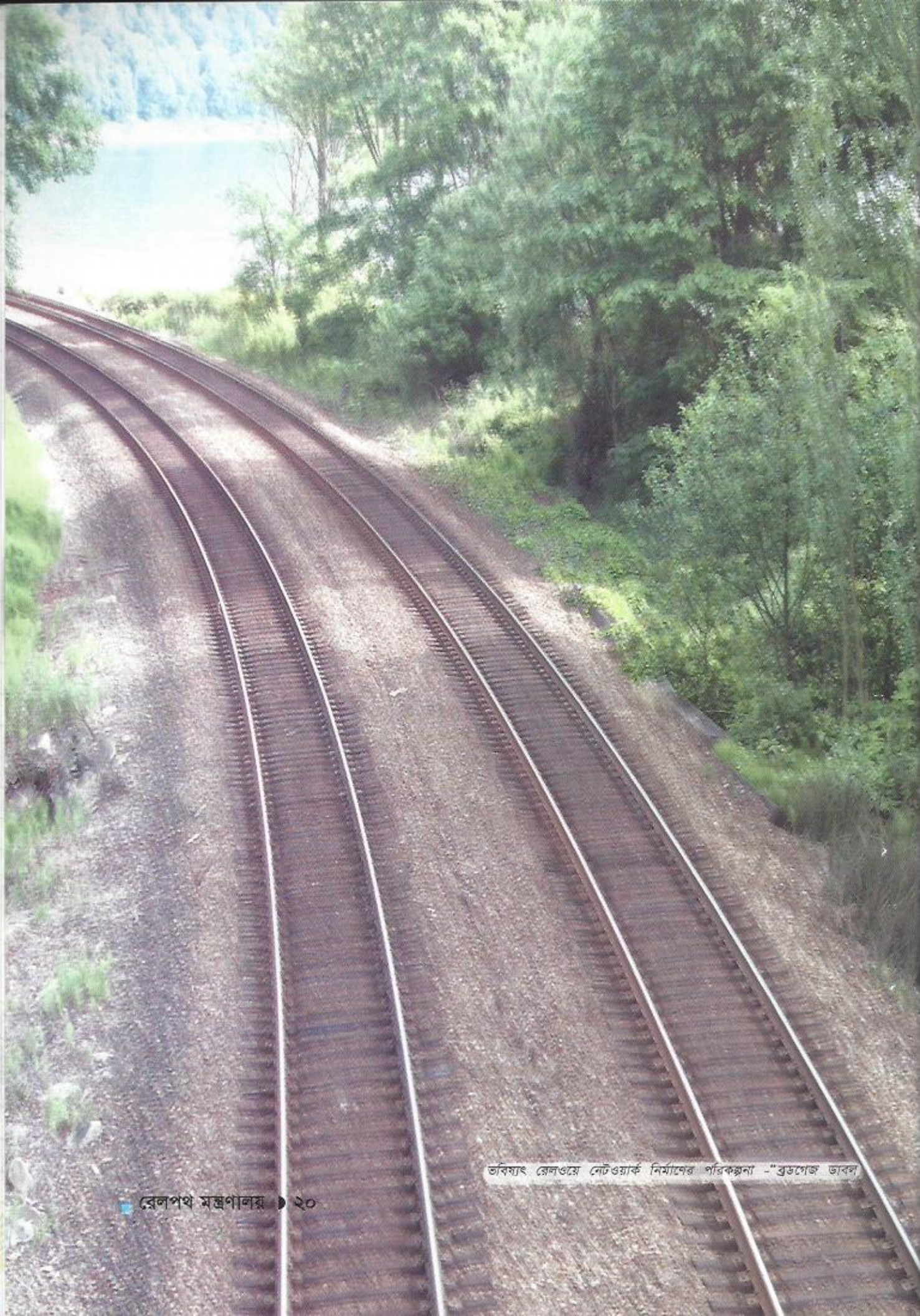

ভবিষ্যৎ রেলওয়ে নেটওয়ার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা -"ব্রডগেজ ডাবল

৩. ০৫ মার্চ ২০১৩ তারিখে ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী ও বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যৌথভাবে বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায় আমদানী করা ব্রডগেজ লোকোমোটিভ ও ট্যাঙ্ক ওয়াগন সমন্বয়ে একটি ট্রেনের উদ্বোধন করেন।

ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভারতীয় এলওসি'র আওতায় সংগৃহীত ব্রডগেজ লোকোমোটিভ ও ট্যাংক ওয়াগন যৌথভাবে উদ্বোধন। (ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন, ৫ মে, ২০১২)

৪. বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৪ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা রুটে ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডেমু) কমিউটার ট্রেনের শুভ উদ্বোধন করেন।

সরকারী অর্থায়নে সংগৃহীত ডিইএমইউ কোচ দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে কমিউটার ট্রেন সার্ভিস উদ্বোধন। (কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন, ২৪ এপ্রিল, ২০১৩)

৫. এছাড়া ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে অন্যান্য রুটে নতুন ট্রেন প্রবর্তন, ট্রেনের রুট বর্ধিতকরণ এবং নতুন রেলওয়ে সেকশন চালু করা হয়েছে। ০৬ জুলাই ২০১২ তারিখে ময়মনসিংহ-বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব সেকশনে একজোড়া নতুন ট্রেন "ধলেশ্বরী এক্সপ্রেস" চালু করা হয়েছে। ০৩ অক্টোবর ২০১২ তারিখে রাজশাহী-চাপাইনবাবগঞ্জ-রাজশাহী রুটে "রাজশাহী কমিউটার" ট্রেন চালু করা হয়েছে। ২৫ মে ২০১৩ তারিখে চট্টগ্রাম-লাকসাম সেকশনে ডেমু দিয়ে একজোড়া নতুন ট্রেন "লাকসাম কমিউটার" চালু করা হয়েছে। ২৫ মে ২০১৩ তারিখে ডেমু দিয়ে চট্টগ্রাম-সল্টগোলা-চট্টগ্রাম-জানালীহাট-চট্টগ্রাম রুটে একজোড়া নতুন ট্রেন "চট্টগ্রাম সার্কুলার ট্রেন" চালু করা হয়েছে। ২৭ জুন ২০১৩ তারিখে ঈশ্বরদী-সিরাজগঞ্জ বাজার-জামতৈল-ঢাকা-ঈশ্বরদী রুটে একজোড়া নতুন আন্তঃনগর ট্রেন "সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস" চালু করা হয়েছে। তাছাড়াও ঢাকা-মোহনগঞ্জ রুটে নতুন আন্তঃনগর ট্রেন "হাওর এক্সপ্রেস" চালু করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ডিইএমইউ ট্রেন সার্ভিস উদ্বোধন (কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন, ২৪ এপ্রিল, ২০১৩)।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ডিইএমইউ ট্রেন সার্ভিস উদ্বোধন (কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন, ২৪ এপ্রিল, ২০১৩)।

ঢাকা-মোহনগঞ্জ আন্তঃনগর "হাওড় এক্সপ্রেস" ট্রেনের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় রেলমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এমপি।

৬. জামালপুর জেলার তারাকান্দি হতে বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব পর্যন্ত নবনির্মিত ৩৫ কিঃ মিঃ রেলপথ ট্রেন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ১০.৫ কিঃ মিঃ রেলপথ পুনঃনির্মাণ, ২৪৪.৯ কিঃ মিঃ রেলপথ পুনর্বাসন এবং ৭০ কিঃ মিঃ মিটারগেজ রেলপথকে ডুয়েলগেজে রূপান্তরের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফলে এ সেকশনসমূহে পূর্ণগতিতে ট্রেন চলাচল করতে পারায় ট্রেনের যাত্রাসময় হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া ১০৪ টি সেতু পুনঃনির্মাণ, ১৫টি নতুন সেতু নির্মাণ এবং ২০টি সেতু পুনর্বাসন/মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১২৯ টি সেতুতে গতি নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়ার ফলে ট্রেনের যাত্রাসময় হ্রাস পেয়েছে।

তারাকান্দি হতে বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব স্টেশন পর্যন্ত নব নির্মিত রেল সংযোগ লাইনে ট্রেন চলাচল-এর শুভ উদ্বোধন। (৩০ জুন, ২০১২)

৭. নতুন ১০টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভ, ১৬৫টি ব্রডগেজ ট্যাংক ওয়াগন, ৬টি ব্রডগেজ ব্রেক ভ্যান এবং ২০টি মিটারগেজ ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) ট্রেন সংগ্রহীত হয়েছে।

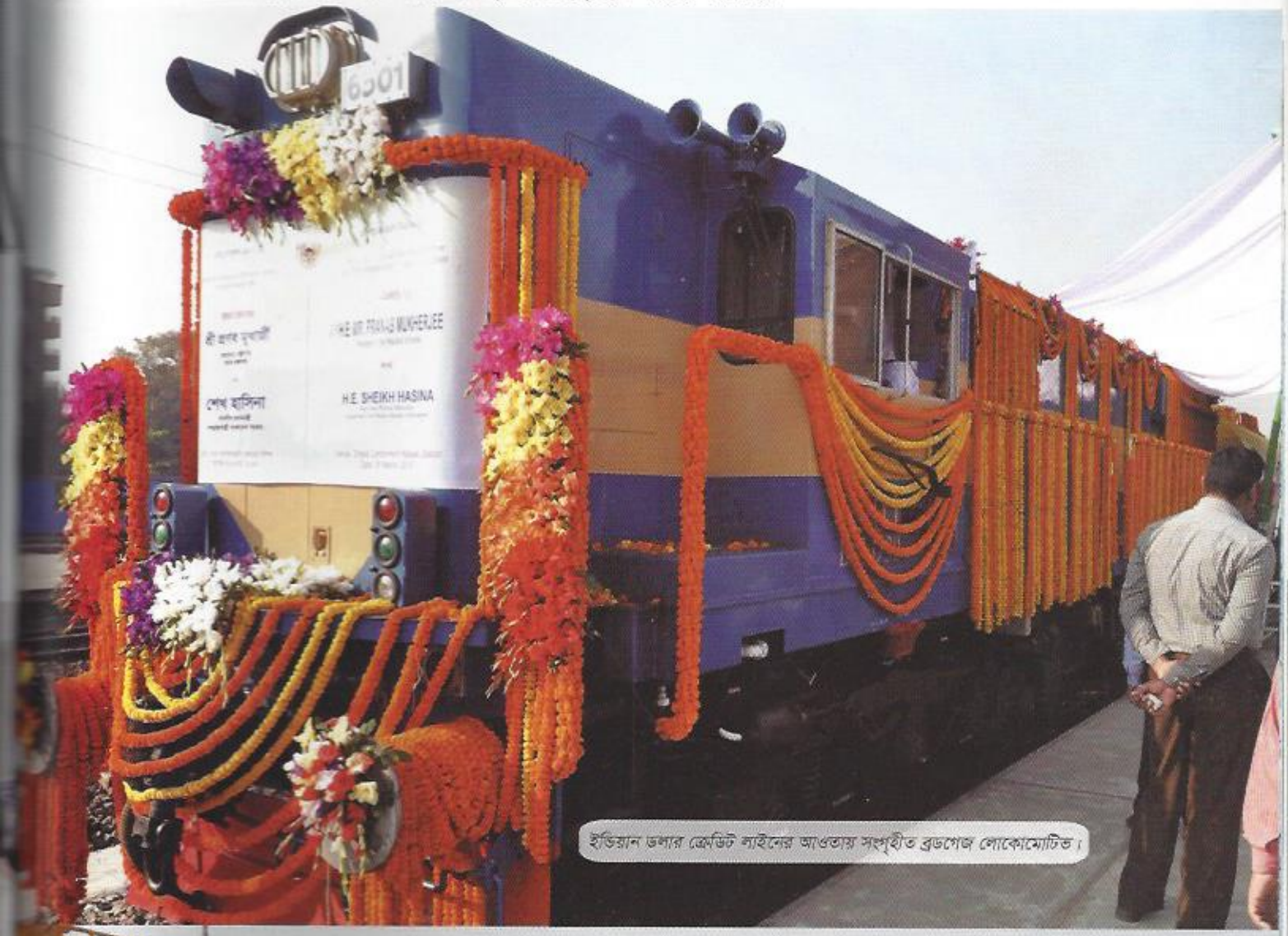

ইন্ডিয়ান ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায় সংগৃহীত ব্রডগেজ লোকোমোটিভ।

ইন্ডিয়ান ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায় সংগৃহীত তেলবাহী ব্রডগেজ ট্যাংক ওয়াগন।

৮. ৩৫টি মিটারগেজ এবং ২৩টি ব্রডগেজ যাত্রিবাহী গাড়ী পুনর্বাসন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে আরো অধিক সংখ্যক যাত্রী পরিবহন করা সম্ভব হচ্ছে। ১৫টি স্টেশনে কালার লাইট সিগন্যালিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

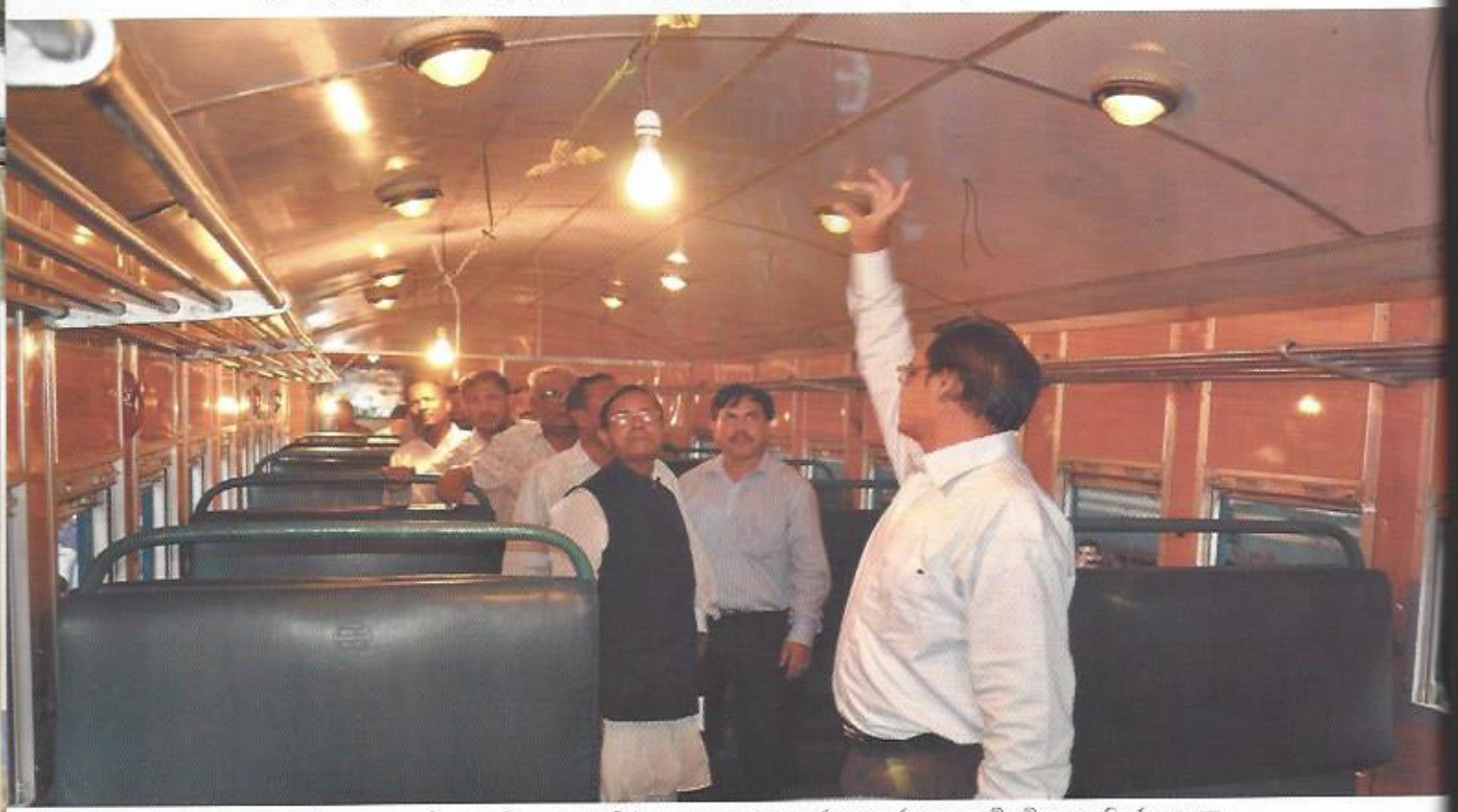

মাননীয় রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক এমপি সৈয়দপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপে পুনর্বাসনকৃত যাত্রীবাহী কোচ পরিদর্শন করছেন।

পার্বতীপুর কেন্দ্রীয় লোকোমোটিভ কারখানায় পুনর্বাসনকৃত লোকোমোটিভ মাননীয় রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক এমপি (২০ অক্টোবর, ২০১২) উদ্বোধন করেন।

৯. কাশিয়ানী থেকে গোপালগঞ্জ পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। কাশিয়ানী হতে গোপালগঞ্জ হয়ে টুঙ্গিপাড়া পর্যন্ত ৫৫ কিঃমিঃ নতুন রেলপথের সমীক্ষা ও বিস্তারিত ডিজাইনের জন্য নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেছে এবং প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলছে।

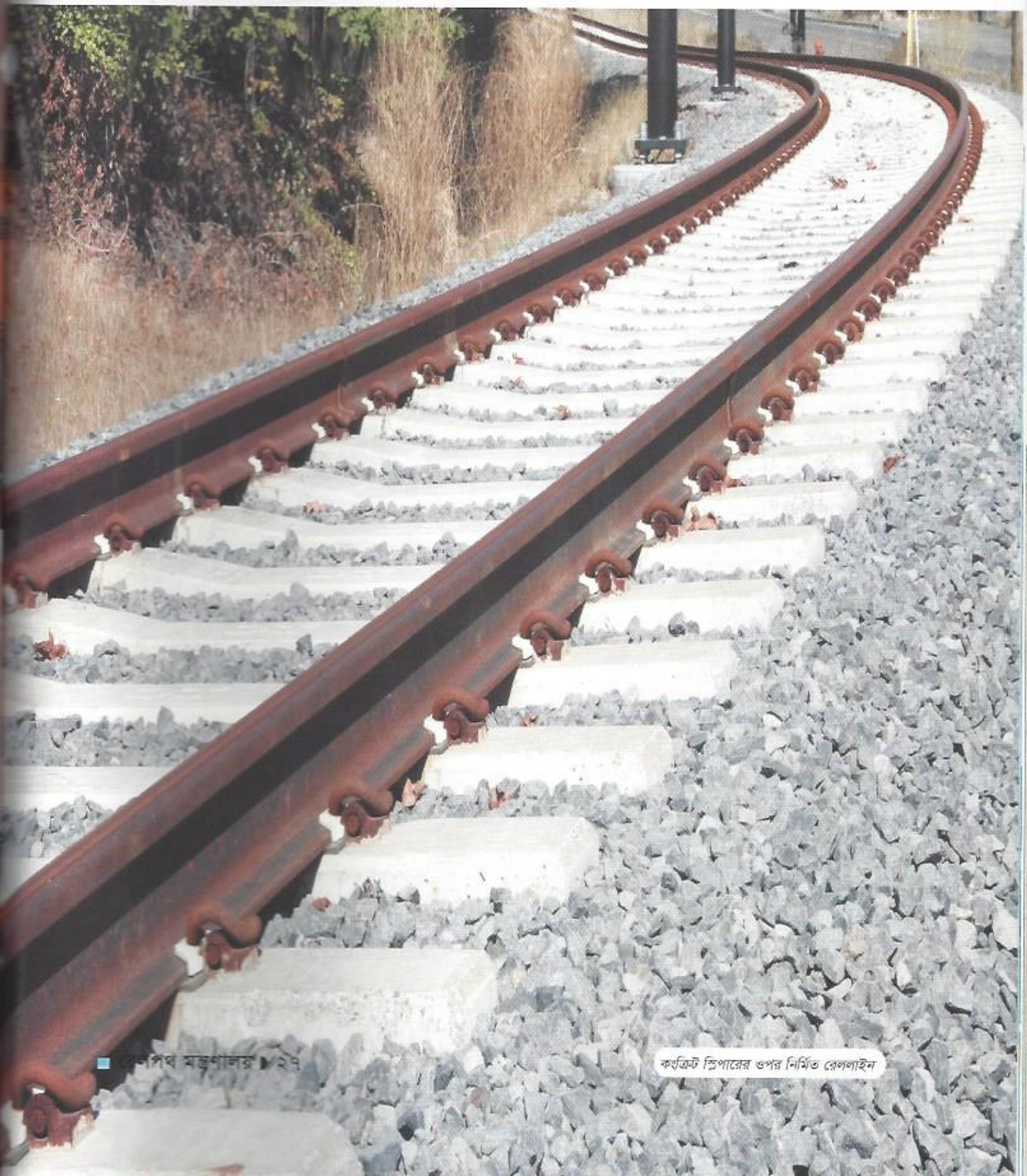

কংক্রিট স্লিপারের ওপর নির্মিত রেললাইন

১০. পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি)-এর আওতায় (১) বঙ্গবন্ধু সেতুর সমান্তরালে পৃথক রেলসেতু নির্মাণ, (২) বাহাদুরাবাদ-ফুলছড়িঘাটের মধ্যে রেলসেতু নির্মাণ, (৩) ধীরাশ্রমে আইসিডি নির্মাণ, (৪) ঢাকায় মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং ইন্সটিটিউট নির্মাণ ও বিদ্যমান রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ, (৫) খুলনায় নতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণ, (৬) চট্টগ্রামে মেডিকেল কলেজ নির্মাণ ও বিদ্যমান রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ, (৭) সৈয়দপুরে মেডিকেল কলেজ নির্মাণ ও বিদ্যমান রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ, এবং (৮) পাকশীতে মেডিকেল কলেজ নির্মাণ ও বিদ্যমান রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ। এই ৮টি প্রকল্প পিপিপি-এর আওতায় বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন পাওয়া গেছে।

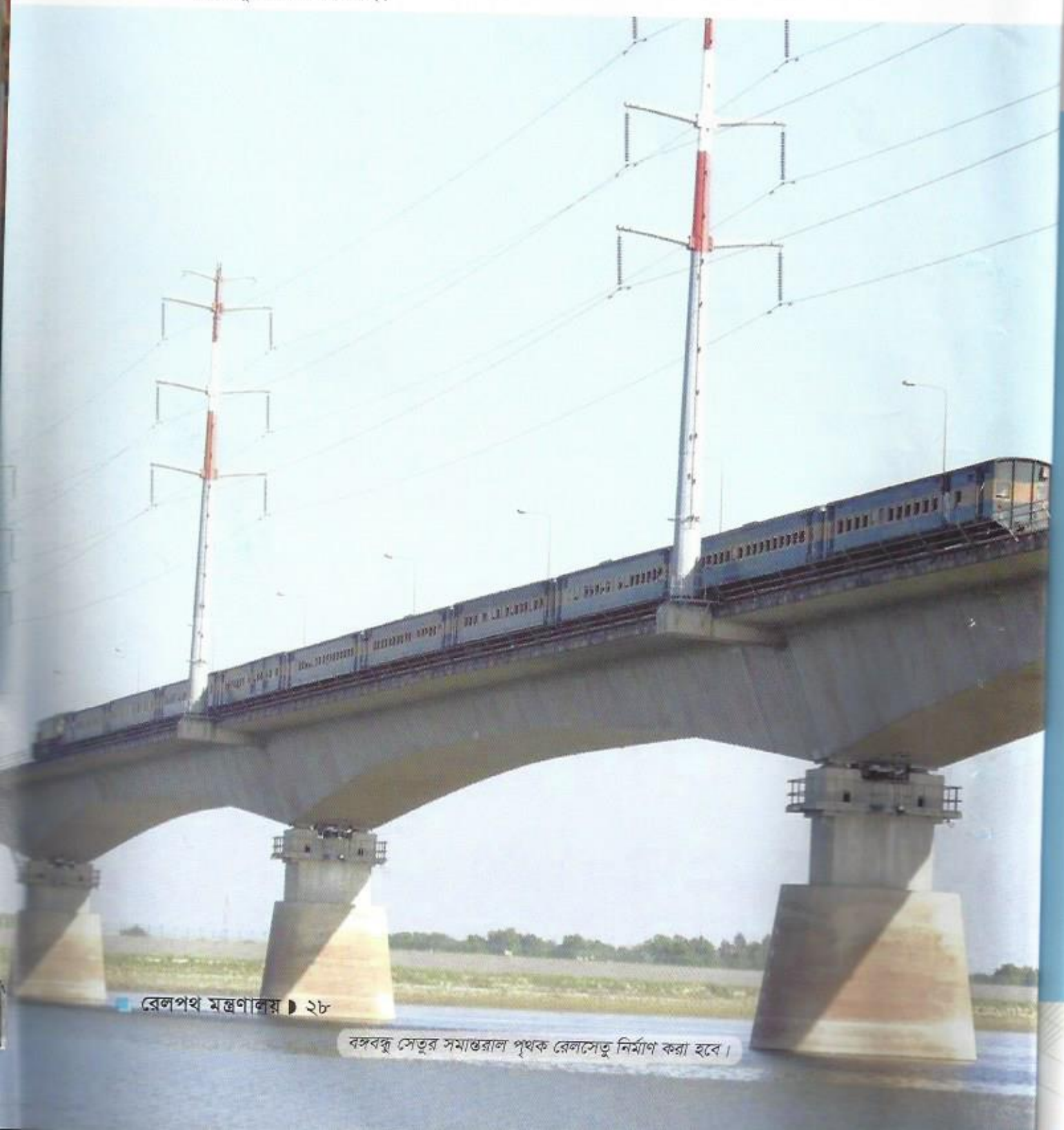

বঙ্গবন্ধু সেতুর সমান্তরাল পৃথক রেলসেতু নির্মাণ করা হবে।

১১. ঢাকা হতে জয়দেবপুর পর্যন্ত বিদ্যমান সেকশনের লাইন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায় টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন এবং ঢাকা-টঙ্গী সেশনকে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েলগেজ লাইন নির্মাণ প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

১২. দর্শনা হতে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত বিভিন্ন সেকশনের লুপ লাইন বর্ধিতকরণ এবং সিগন্যালিং ব্যবস্থা আধুনিকায়নের প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। তাছাড়া ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ ডাবল লাইন, কর্ণফুলী নদীর উপরে দ্বিতীয় রেল-কাম রোড সেতু, ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ওয়ার্কশপ, ঢাকা ও চট্টগ্রামের দু'টি ডিইএমইউ ইন্সপেকশন সেড নির্মাণ, বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলে একটি আধুনিক ট্র্যাক মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ শপ নির্মাণ এবং পূর্বাঞ্চলের সেতু ওয়ার্কশপটি একটি আধুনিক রক্ষণাবেক্ষণ শপে রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় লোকোমোটিভ কারখানা পরিদর্শন

ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ কাজ

১৩. দোহাজারী-কক্সবাজার রেললাইন ও পদ্মা সংযোগ রেললাইন নির্মাণসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের ৭টি প্রকল্পে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নে একটি টিএ প্রকল্পের আওতায় ৩টি প্রকল্পের সমীক্ষা, বিশদ ডিজাইন ও টেন্ডারিং সেবা এবং ৪টি প্রকল্পের শুধুমাত্র সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এডিবি কো-ফাইন্যান্সিংসহ ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন করার আশ্বাস প্রদান করেছে।

দোহাজারী-রামু-কক্সবাজার এবং রামু-গুনদুম মিটারগেজ রেলপথ নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। (৪ এপ্রিল, ২০১১)

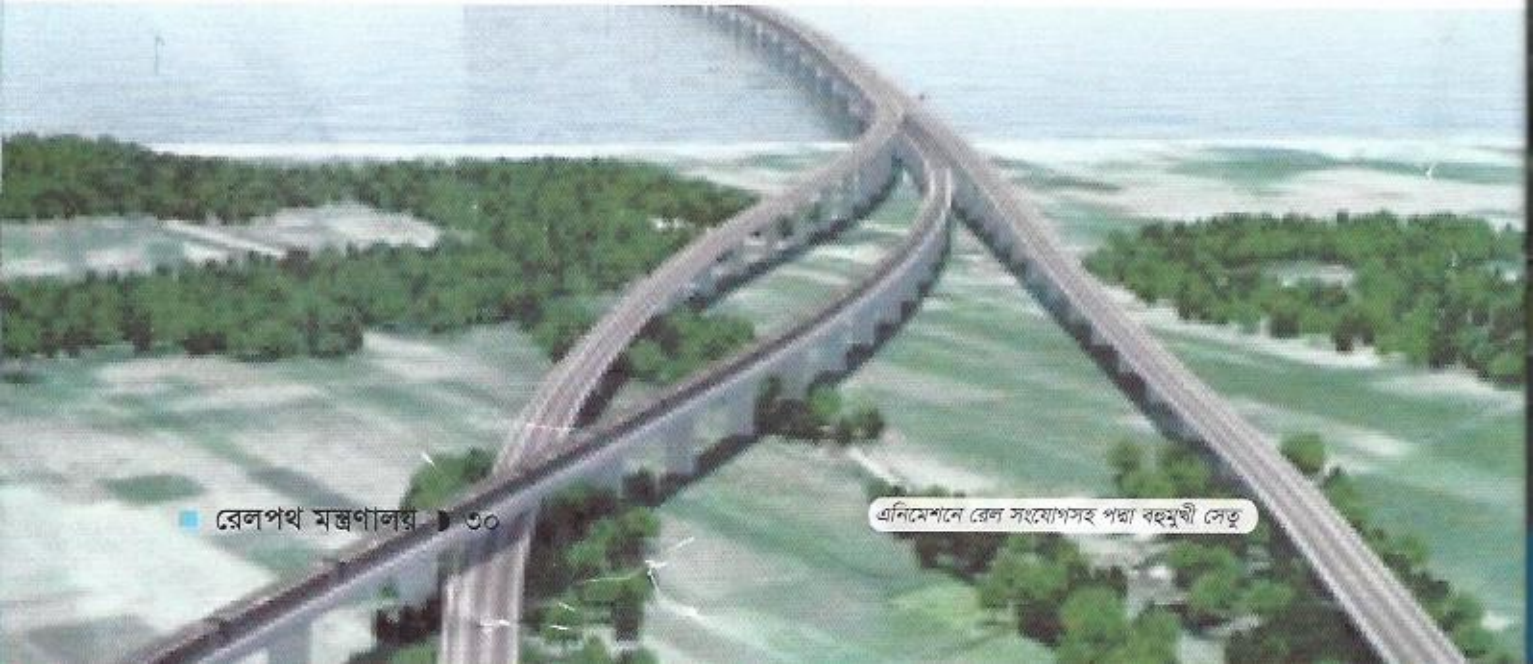

এনিমেশনে রেল সংযোগসহ পদ্মা বহুমুখী সেতু

রেল সংযোগসহ প্রস্তাবিত পদ্মা সেতু

দোহাজারী-কক্সবাজার সেকশনে প্রস্তাবিত রেলওয়ে স্টেশন

১৪. সরকার অবহেলিত রেলওয়েকে পুনরুজ্জীবিত করে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ভারত, নেপাল ও ভুটানের সাথে রেলযোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

২০১২-১৩ অর্থবছরে চলমান প্রকল্প সমূহের অগ্রগতি ঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অগ্রগতি
(ক)	বিনিয়োগ প্রকল্প (জিওবি)	
১।	১টি বিজি ও এমজি মিক্সড আন্ডার ফ্লোর হুইল লেদ মেশিন সংগ্রহ (০১/০৭/০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪)।	আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মেশিনটির Commissioning এর কাজ ১১/৭/২০১২ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে উক্ত মেশিনের মাধ্যমে লোকোমোটিভের চাকার টার্নিং-এর কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে।
২।	খুলনা রেলওয়ে স্টেশন ও ইয়ার্ড রিমডেলিং এবং বেনাপোল রেলওয়ে স্টেশনের অপারেশনাল সুবিধাদির উন্নয়ন (০১/০৭/০৭ হতে ৩০/৬/২০১৩)।	প্রকল্পটির আরডিপিপি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
৩।	বাংলাদেশ রেলওয়ের ২০০টি এমজি ও ৬০টি বিজি যাত্রীবাহী গাড়ী পুনর্বাসন (০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪)।	১৬২টি এমজি ও ৫৬টি বিজি যাত্রীবাহী গাড়ী ইতোমধ্যে পুনর্বাসন সম্পন্ন হয়েছে। বাকী কোচ মেরামতের কাজ চলমান আছে।
৪।	বাংলাদেশ রেলওয়ের মেইন লাইন সেকশনসমূহের পুনর্বাসন (পশ্চিমাঞ্চল) প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ। (০১/০৭/০৯ হতে ৩১/১২/২০১৩)। ২৪১.২৭ কিঃমিঃ লাইন পুনর্বাসন।	পুনর্বাসন কাজ চলমান আছে।
৫।	বাংলাদেশ রেলওয়ের সৈয়দপুর-চিলাহাটি সেকশনের পুনর্বাসন (০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/২০১৩)। ৫৯.৩৪ কিঃমিঃ লাইন পুনর্বাসন।	পুনর্বাসন কাজ চলমান আছে। বাস্তব অগ্রগতি ৮২.১৪%।
৬।	জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সেকশনের ১৩টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার পুনর্বাসন ও আধুনিকীকরণ (০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/৬/২০১৪)।	চুক্তি অনুযায়ী সিগন্যালিং কাজ ১৩-১১-২০১৪ তারিখের মধ্যে শেষ হবে। প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। বাস্তব অগ্রগতি ৪১.৫১%।
৭।	পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর-ভাঙ্গা রেলপথ পুনর্বাসন ও নির্মাণ (০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪)। ৬৭.২৬ কিঃমিঃ লাইন পুনর্বাসন।	প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। বাস্তব অগ্রগতি ৬৯.৭%।
৮।	বাংলাদেশ রেলওয়ের দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত মিটারগেজ সিঙ্গেল লাইন রেলওয়ে ট্র্যাক নির্মাণ (০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৩)। ১২৮ কিঃমিঃ লাইন নির্মাণ।	এডিবি অর্থায়নে আপডেটেড ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে। বিস্তারিত ডিজাইন এবং টেন্ডারিং-এর কাজ চলমান আছে। ২০১৪ সালের মধ্যে নির্মাণ কাজ শুরু হবে। এ প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য এডিবি'র সম্মতি পাওয়া গেছে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অগ্রগতি
৯।	বাংলাদেশ রেলওয়ের কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশনের পুনর্বাসন এবং কাশিয়ানী-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া নতুন রেলপথ নির্মাণ (০১/১০/২০১০ হতে ৩০/৬/২০১৫)। ৮০ কিঃমিঃ লাইন পুনর্বাসন এবং ৫৫ কিঃমিঃ লাইন নির্মাণ।	কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া পর্যন্ত ৮০ কি:মি: লিংকিং-এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কাশিয়ানী-গোপালগঞ্জ নতুন রেলপথ নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান আছে। ৩০ জুন ২০১৬ সালের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ হবে। বাস্তব অগ্রগতি ২৬.৩৯%।
১০।	ঈশ্বরদী থেকে পাবনা হয়ে ঢালারচর পর্যন্ত নতুন রেলওয়ে লাইন নির্মাণ (০১/১০/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬)। ৭৮.৪ কিঃ মিঃ লাইন নির্মাণ।	প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। বাস্তব অগ্রগতি ৩০.৪৫%।
১১।	বাংলাদেশ রেলওয়ের লাকসাম-চাঁদপুর সেকশনের পুনর্বাসন (০১/১০/২০১১ হতে ৩০/৬/২০১৫)। ৫৫ কিঃ মিঃ লাইন পুনর্বাসন।	প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। বাস্তব অগ্রগতি ৪৭.০০%।
১২।	বাংলাদেশ রেলওয়ের ষোলশহর-দোহাজারী এবং ফতেয়াবাদ-নাজিরহাট সেকশনের পুনর্বাসন (০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫)। ৬৭.৬০ কিঃমিঃ লাইন পুনর্বাসন।	প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। বাস্তব অগ্রগতি ৫৮.০০%।
১৩।	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০ সেট (তিন ইউনিট এক সেট) ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) সংগ্রহ (০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫)।	২০ (বিশ) সেট ডিইএমইউ সরবরাহ পাওয়া গেছে।
১৪।	নাজিরহাট হতে পানুয়া পর্যন্ত মিটারগেজ রেলওয়ে লাইন নির্মাণের সমীক্ষা (০১/০৪/২০১১ হতে ২৯/০২/২০১২)।	—
১৫।	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৭০টি মিটারগেজ ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ প্রকল্প (০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৭)।	দরপত্র মূল্যায়নাধীন আছে।
১৬।	নাভারন হতে সাতক্ষীরা হয়ে মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৩)।	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Inception রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্প সংশোধনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।
১৭।	বাংলাদেশ রেলওয়ের চিনকী আস্তানা-আশুগঞ্জ সেকশনের ক্ষয়প্রাপ্ত রেল সম্পূর্ণ নবায়ন এবং আনুষঙ্গিক কাজ (০১/০৭/২০১২ থেকে ৩১/১২/২০১৪)।	দরপত্র সিসিজিপি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের অপেক্ষায় আছে।
(খ)	জেডিসিএফ প্রকল্প	
১৮।	বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর-কাঞ্চন-পঞ্চগড় এবং কাঞ্চন-বিরল মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েলগেজ এবং বিরল-বিরল বর্ডার সেকশনকে বিজিতে রূপান্তর (০১/০২/০৯ হতে ৩০/০৬/১৫)।	৮৭ কি:মি: ট্র্যাক নবায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ৭৬.২%।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অগ্রগতি
১৯।	ময়মনসিংহ-জামালপুর-দেওয়ানগঞ্জ বাজার সেকশনের পুনর্বাসন (০১/০৩/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৩)। ১০৪.৮৪ কিঃমিঃ লাইন পুনর্বাসন।	সম্পূর্ণ রেলপথ পুনর্বাসনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
২০।	সৈয়দপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপ আধুনিকীকরণ (০১/০১/০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫)।	বাস্তব অগ্রগতি ৬৪.৯৫%।
২১।	দুর্ঘটনা রিলিফ ট্রেনের জন্য ৬০ মেঃ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি এমজি এবং ৮০ মেঃ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি বিজি ক্রেন সংগ্রহ (১৫/০৩/০৯ হতে ৩০/৯/২০১৩)।	২টি ক্রেন সরবরাহ পাওয়া গেছে।
(গ)	এডিবি সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প	
২২।	১) সিগন্যালিংসহ টঙ্গী-ভৈরব বাজার পর্যন্ত ডাবল লাইন নির্মাণ (০১/০৭/০৬ হতে ৩১/১২/২০১৪)। ৬৪ কিঃ মিঃ লাইন নির্মাণ।	বাস্তব অগ্রগতি ৫১.১৫%।
	২) বাংলাদেশ রেলওয়ের সংস্কার (০১/০৭/০৬ হতে ৩০/০৬/১৩)।	প্রকল্পের অনুকূলে বিভিন্ন মডিউলের কার্যাদি ইআরপি সফটওয়ার ব্যবহার করে কম্পিউটারাইজড করার কাজসহ সেফটি ইকুইপমেন্ট ক্রয়ের কাজ চলমান আছে। ৩০-০৬-১৫ মেয়াদে আরডিপিপি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
২৩।	এডিবি'র সেকেন্ড পিএফআর-এর আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের সেক্টর উন্নয়ন (০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫)।	
	ক) দর্শনা-ঈশ্বরদী-সিরাজগঞ্জ সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনের ইয়ার্ড পুনর্বাসন এবং লুপ লাইন বর্ধিতকরণ (০১/০৭/১২ হতে ৩০/০৬/১৫)।	চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের অপেক্ষায় আছে।
	খ) দর্শনা-ঈশ্বরদী সেকশনের ১১টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার মানোন্নয়ন। (০১/০৭/১২ হতে ৩০/০৬/১৫)।	প্রকল্পের কারিগরী মূল্যায়ন এডিবি'র অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
	গ) এডিবি'র সেকেন্ড পিএফআর-এর আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের সেক্টর উন্নয়ন প্রকল্পের সুপারভিশন পরামর্শক সেবার জন্য কারিগরী সহায়তা (০১/০৭/১২ হতে ৩০/০৬/১৫)।	দরপত্র সিসিজিপি'র অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
২৪	ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথ উন্নয়ন প্রকল্প (জাইকা)	
	১) পাহাড়তলী ওয়ার্কসপ উন্নয়ন (০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪)।	টেন্ডার ডকুমেন্ট জাইকা'তে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
	২) ১১টি মিটার গেজ লোকোমোটিভ সংগ্রহ (০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৬)।	১১টি লোকোমোটিভ ইতোমধ্যে পাওয়া গেছে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অগ্রগতি
	৩) কনসালটিং ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস ফর ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়ে ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এবং স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৩)।	নির্মাণ তদারকি কাজ চলমান আছে।
	৪) লাকসাম এবং চিনকী আস্তানার মধ্যে ডাবল লাইন ট্র্যাক নির্মাণ (০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৫) । ৭১ কিঃ মিঃ লাইন নির্মাণ।	বাস্তব অগ্রগতি ৫২%।
	৫) চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন ইয়ার্ড রি-মডেলিং (০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪)।	প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। বাস্তব অগ্রগতি ৪৩%
২৫।	রপ্তানী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৩)।	পিপিপি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য সরকারি অনুমোদন পাওয়া গেছে।
২৬।	বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের চিনকী আস্তানা চট্টগ্রাম সেকশনের ১১টি স্টেশনে বিদ্যমান সিগন্যালিং ব্যবস্থার ও আধুনিকীকরণ (০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫)।	ইডিসিএফ অর্থায়নে প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের কাজ প্রক্রিয়াধীন।
ঘ	LOC ভুক্ত প্রকল্পসমূহ	
২৭।	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১৮০টি (সংশোধিত ১৬৫ টি) বিজি বগি ওয়েল ট্যাংক ওয়াগন এবং ৬টি বিজি বগি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ (০১/০৮/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩)।	১৬৫টি বিজি বগি ওয়েল ট্যাংক ওয়াগন এবং ৬টি বিজি বগি ব্রেক ভ্যান সরবরাহ পাওয়া গেছে।
২৮।	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১২৫টি বিজি যাত্রীবাহী গাড়ি সংগ্রহ (০১/০৮/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩)।	আরডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।
২৯।	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১০টি ব্রডগেজ ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ। (০১/০৮/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩)।	ইতোমধ্যে ১০টি বিজি লোকোমোটিভ সরবরাহ পাওয়া গেছে।
৩০।	কন্টেইনার পরিবহনের জন্য এয়ার ব্রেক সম্বলিত ৫০টি এমজি ফ্ল্যাট ওয়াগন (বিএফসিটি) ও ৫টি এমজি ব্রেকভ্যান সংগ্রহ (০১/০৮/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৩)।	ফেব্রুয়ারি ২০১৪-এর মধ্যে সকল ফ্লাট ওয়াগন সরবরাহ পাওয়া যাবে। আরডিপিপি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
৩১।	বাংলাদেশ রেলওয়ের রেলওয়ে এপ্রোচসহ ২য় ভৈরব এবং ২য় তিতাস সেতু নির্মাণ (০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪)।	বাস্তব নির্মাণ কাজের চুক্তিপত্র ৭-৯-২০১৩ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে।
৩২।	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১৫০টি এমজি কোচ সংগ্রহ (০১/১২/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১২)।	অর্থায়নের উৎস পরিবর্তনের কারণে আরডিপিপি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অগ্রগতি
৩৩।	বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইনে এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ (০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫)।	পুনঃদরপত্র আহ্বানের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।
৩৪।	ফিজিবিলিটি স্টাডিসহ খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ (৩১/১২/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৩)।	ফিজিবিলিটি স্টাডির ভিত্তিতে এলাইনমেন্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে। বিস্তারিত ডিজাইন ও টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরীর কাজ চলছে।
৩৫।	কনটেইনার পরিবহনের জন্য ১৭০টি এমজি ফ্ল্যাট বগি ওয়াগন এবং ১১টি এমজি বগি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ (০১/১২/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৩)।	জানুয়ারি ২০১৪ হতে মার্চ ২০১৪-এর মধ্যে ১৭০টি এমজি বিএফসিটি ও ১১টি এমজি ব্রেকভ্যান পাওয়া যাবে। আরডিপিপি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
৩৬।	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২৬৪টি এমজি কোচ ও ২টি বিজি কোচ ইন্সপেকশন কার সংগ্রহ (২০/১০/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১২)।	প্রকল্পের আরডিপিপি প্রণয়ন কাজ প্রক্রিয়াধীন।
৩৭।	৩০টি (সংশোধিত ১৬) ব্রডগেজ ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ (০১/১২/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩)।	ইতোমধ্যে ৪টি লোকোমোটিভ সরবরাহ পাওয়া গেছে। এপ্রিল ২০১৪-এর মধ্যে আরও ১২টি লোকোমোটিভ সরবরাহ পাওয়া যাবে।
৩৮।	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১০সেট (তিন ইউনিটে এক সেট) {সংশোধিত ৫ সেট (৬ ইউনিটে ১ সেট)} ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) সংগ্রহ (০১/১২/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩)।	ডিপিপি সংশোধনের অপেক্ষায় আছে।
৩৯।	বিমানের জ্বালানী পরিবহনের জন্য ১০০টি (সংশোধিত ৮১টি) এমজি বগি ট্যাংক ওয়াগন এবং ৫টি (সংশোধিত ৩টি) এয়ারব্রেক সম্বলিত এমজি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ (০১/১২/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩)।	ইতোমধ্যে ৮১টি এমজি ট্যাংক ওয়াগন ও ৫টি ব্রেকভ্যান সরবরাহ পাওয়া গেছে।
৪০।	বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনের পুনর্বাসন (০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১২)।	আরডিপিপি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
(ঙ)	কারিগরী সহায়তা প্রকল্প	
৪১।	এডিবি'র অর্থায়নে বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার জন্য কারিগরী সহায়তা (০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৩)।	আরটিপিপি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
৪২।	বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প সমূহের সম্ভব্যতার সমীক্ষা, সেফগার্ড পলিসি সমীক্ষা, বিস্তারিত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন ও টেন্ডারিং সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে কারিগরী সহায়তা (০১/০৫/২০০৮ হতে ১০/০৮/২০১১)।	এডিবি'র অর্থায়নে আখাউড়া-লাকসাম সেকশনে বিদ্যমান ৭১ কিঃমিঃ রেলওয়ে ট্র্যাক পুনর্বাসনসহ ৭১ কিঃমিঃ নতুন ডাবল লাইন নির্মাণের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি, ডিটেইল্ড ডিজাইন এবং টেন্ডারিং-এর কাজ চলমান আছে। ২০১৪ মধ্যে নির্মাণ ও পুনর্বাসনের কাজ শুরু হবে। এডিবি এ প্রকল্পে অর্থায়ন করবে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অগ্রগতি
৪৩।	বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে "রপ্তানী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রস্তুতির জন্য কারিগরী সহায়তা (০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১২)।	পিপিপি'র আওতায় বাস্তবায়িত হবে।
৪৪।	টেকনিক্যাল এ্যাসিসট্যান্স ফর সাব-রিজিওনাল রেল ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি (০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৩)।	প্রকল্পের আওতায় ৪টি উপ-প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি এবং ৩টি প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি, ডিটেইল্ড ডিজাইন এবং টেন্ডারিং-এর কাজ চলমান আছে। ১০-১১-১২ হতে কাজ শুরু হয়েছে যা ১৮ মাসের মধ্যে শেষ হবে। ৩টি প্রকল্পে এডিবি অর্থায়ন করবে।

লাকসাম-চিনকীআস্তানা সেকশনে ডাবল লাইন নির্মাণ কাজ

টঙ্গী-ভৈরববাজার ডাবল লাইন নির্মাণ (৩৪নং সেতু)

বর্তমান সরকারের আমলে অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে পরিকল্পনা অনুযায়ী রেলপথ সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর হতে এ যাবৎ প্রায় ১৮৩১০.৭৬৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নিম্নোক্ত ৩৮টি নতুন প্রকল্প এবং ৭৭০২.৩৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৬টি সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদন করে ঃ

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে এ যাবৎ বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ ঃ

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্পের মেয়াদ)	প্রকল্পের অনুমোদনের তারিখ	পরিমাণ (কিঃমিঃ/সংখ্যা)	প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়		
				জিওবি	পিএ	মোট
১	বঙ্গবন্ধু সেতুর উভয় প্রান্তে লোড মনিটরিং ডিভাইস সরবরাহ ও স্থাপন। (০১-০১-০৯ হতে ৩১-১২-১০)	২৫-০১-২০০৯	২টি লোড মনিটরিং ডিভাইস	৮৮৮.৪০	০.০০	৮৮৮.৪০
২	বাংলাদেশ রেলওয়ের ময়মনসিংহ-জামালপুর-দেওয়ানগঞ্জ বাজার সেকশন পুনর্বাসন। (০১-০৩-০৯ হতে ৩০-০৬-১২)	১৫-০৪-২০০৯	(৮৭.৪৪ মেইন লাইন+ ১৭.৪০ লুপ লাইন)= ১০৪.৮৪ কিঃমিঃ	২১২৯৭.৮৭	০.০০	২১২৯৭.৮৭
৩	বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর-কাঞ্চন-পঞ্চগড় ও কাঞ্চন-বিরল মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েলগেজে এবং বিরল-বিরল বর্ডার সেকশনকে ব্রডগেজ রূপান্তর (০১-০২-০৯ হতে ৩০-০৬-১৩)	১৫-০৪-২০০৯	(১৪৮ মেইন লাইন+ ১৮.১০ লুপ লাইন)= ১৬৬.১০ কিঃমিঃ	৯৮১৭৯.৮৫	০.০০	৯৮১৭৯.৮৫
৪	সৈয়দপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপ আধুনিকীকরণ। (০১-০৩-০৯ হতে ৩০-০৬-১৩)	২৮-০৪-২০০৯	১টি ওয়ার্কশপ	১২২২২.০০	০.০০	১২২২২.০০
৫	দুর্ঘটনা রিলিফ ট্রেনের জন্য ৬০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি এমজি এবং ৮০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি বিজি ক্রেন সংগ্রহ। (১৫-০৩-০৯ হতে ৩০-০৯-১২)	২৮-০৪-২০০৯	২টি ক্রেন	১০৭১৫.৭০	০.০০	১০৭১৫.৭০
৬	২০০টি এমজি ও ৬০টি বিজি যাত্রিবাহী গাড়ী পুনর্বাসন (০১-০৭-০৯ হতে ৩০-০৬-১৩)	২৮-০৪-২০০৯	২৬০টি কোচ	১২২২৬.০০	০.০০	১২২২৬.০০
৭	রপ্তানী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (০১-০৭-০৯ হতে ৩১-১২-১৩)	১৬-০৬-২০০৯	১টি আইসিডি, ১০টি লোকোমোটিভ ও ১০২টি ফ্লাট ওয়াগন	২৮৯৮০.৪৩	৮৫০৬২.৯২	১১৪০৪৩.৩৫
৮	বাংলাদেশ রেলওয়ের সৈয়দপুর-চিলাহাটি সেকশনের পুনর্বাসন। (০১-০১-১০ হতে ৩১-১২-১২)	৭/১/২০১০	(৫২.২০ মেইন লাইন+ ৭.২০ লুপ লাইন)= ৫৯.৪০ কিঃমিঃ	১৮৫০৯.৩৫	০.০০	১৮৫০৯.৩৫
৯	জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সেকশনের ১৩টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার পুনর্বাসন ও আধুনিকীকরণ (০১-০৭-১০ হতে ৩০-০৬-১৩)	৪/৫/২০১০	১৩টি স্টেশন	১১৩৬২.৫৪	০.০০	১১৩৬২.৫৪
১০	দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকট গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন মিটারগেজ রেলওয়ে ট্র্যাক নির্মাণ। (০১-০৭-১০ হতে ৩১-১২-১৩)	৬-৭-২০১০	(১২৮ মেইন লাইন+ ২৬.১৪ লুপ লাইন)= ১৫৪.১৪ কিঃমিঃ	৬৭০০৬.৫২	১১৮২২.৩৫	১৮৫২৩৪.৯৭
১১	পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর-ভাঙ্গা রেলপথ পুনর্বাসন ও নির্মাণ। (০১-০৭-১০ হতে ৩০-০৬-১৩)	১৭-০৮-২০১০	(৬০.১০ মেইন লাইন+ ৭.১৬ লুপ লাইন)= ৬৭.২৬ কিঃমিঃ	২৬৭৪৭.৩৫	০.০০	২৬৭৪৭.৩৫
১২	১০টি ব্রডগেজ ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ (০১-০৮-১০ হতে ৩০-০৬-১৩)	০৯-০৯-২০১০	১০টি	৬০১৩.৩৯	১৪৮৪৭.৫৩	২০৮৬০.৯২
১৩	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১২৫টি ব্রডগেজ যাত্রীবাহী গাড়ী সংগ্রহ। (০১-০৮-১০ হতে ৩০-০৬-১৩)	০৯-০৯-২০১০	১২৫টি	১০৮১৩.৪৭	২৪৫১১.৮৫	৩৫৩২৫.৩২
১৪	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১৮০টি ব্রডগেজ বগি ট্যাংক ওয়াগন এবং ৬টি ব্রডগেজ বগি ব্রেকভ্যান সংগ্রহ। (০১-০৮-১০ হতে ৩০-০৬-১৩)	০৯-০৯-২০১০	১৮০+৬টি	৫৬৯৫.৯০	১২১২৩.১০	১৭৮১৯.০০
১৫	কন্টেইনার পরিবহনের জন্য ৫০টি মিটারগেজ ফ্লাট ওয়াগন এবং এয়ারব্রেক সম্বলিত ৫টি মিটারগেজ ব্রেকভ্যানসংগ্রহ। (০১-০৮-১০ হতে ৩১-১২-১২)	০৯-০৯-২০১০	৫০+৫টি	১১১৫.০০	২০২৩.০০	৩১৩৮.০০
১৬	বাংলাদেশ রেলওয়ের কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশনের পুনর্বাসন এবং কাশিয়ানী-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া নতুন রেলপথ নির্মাণ। (০১-১০-১০ হতে ৩০-০৬-১৩)	৫-১০-২০১০	(১৩৫.২৫ মেইন লাইন+ ১৩ লুপ লাইন)= ১৪৮.২৫ কিঃমিঃ	১১০১৩২.৮০	০.০০	১১০১৩২.৮০

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্পের মেয়াদ)	প্রকল্পের অনুমোদনের তারিখ	পরিমাণ (কিঃমিঃ/সংখ্যা)	প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়		
				জিওবি	পিএ	মোট
১৭	ঈশ্বরদী থেকে পাবনা হয়ে ঢালারচর পর্যন্ত নতুন রেল লাইন নির্মাণ। (০১-১০-১০ হতে ৩০-০৬-১৩)	৫-১০-২০১০	(৭৮.৪০ মেইন লাইন+ ১০.৮৭ লুপ লাইন)= ৮৯.২৭ কিঃমিঃ	৯৮২৮৬.৫৬	০.০০	৯৮২৮৬.৫৬
১৮	বাংলাদেশ রেলওয়ের লাকসাম-চাঁদপুর সেকশনের পুনর্বাসন। (০১-০১-১১ হতে ৩০-০৬-১৫)	২-১১-২০১০	(৫১.১২ মেইন লাইন+ ৩.৮৯ লুপ লাইন)= ৫৫.০১ কিঃমিঃ	১৬৮৬৭.৪৩	০.০০	১৬৮৬৭.৪৩
১৯	রেলওয়ে এপ্রোচসহ ২য় ভৈরব এবং ২য় তিতাস সেতু নির্মাণ। (০১-১১-১০ হতে ৩০-০৬-১৪)	৯-১১-২০১০	২টি সেতু (৯০৯+২২০ মিটার) এবং (৪+২.২৫) = ৬.২৫ কিঃমিঃ এপ্রোচ	১৩৩০০.৪৯	৮২৬২০	৯৫৯২০.৪৯
২০	খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ। (৩১/১২/১০ হতে ৩১/১২/২০১৩)	২১-১২-২০১০	৫৩ কিঃমিঃ বিজি রেললাইন নির্মাণ	৫১৯০৮.২২	১২০২৩১.১৪	১৭২১৩৯.৩৬৯
২১	১৫০ এমজি যাত্রীবাহী গাড়ী সংগ্রহ। (০১/১২/১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩)	২১-১২-২০১০	১৫০টি এমজি কোচ	১৫৮৬৫.০২	৩৯৭৬৬.১৩	৫৫৬৩১.১৫
২২	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২৬৪টি এমজি কোচ ও ২টি বিজি ইন্সপেকশন কার সংগ্রহ। (০১/১২/১০ হতে ৩১/১২/২০১২)	২৮-১২-২০১০	২৬৪টি এমজি কোচ ও ২টি বিজি ইন্সপেকশন কার	২৯৪৮৩.৩	৬৮৮৪১.৫	৯৮৩২৪.৮০
২৩	কনটেইনার পরিবহনের জন্য ১৭০টি এমজি ফ্ল্যাট বগি ওয়াগন এবং ১১টি বগি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ। (০১-১২-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১২)	২৮-১২-২০১০	১৭০টি এমজি বিএফসিটি এবং ১১টি বগি ব্রেক ভ্যান	৩০৩৯.১২	৬২২১.৮৭	৯২৬০.৯৯
২৪	বাংলাদেশ রেলওয়ের ফতেয়াবাদ-নাজিরহাট এবং ষোলশহর-দোহাজারী সেকশনের পুনর্বাসন। (০১-০৭-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	২৮-১২-২০১০	(৬০.৮০ মেইন লাইন+ ৬.৮০ লুপ লাইন)= ৬৭.৬০ কিঃমিঃ	২০৩৪৯.৭১	০.০০	২০৩৪৯.৭১
২৫	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৩০টি বিজি ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ। (০১-১২-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	৪/১/২০১১	৩০টি বিজি ডিই লোকোমোটিভ	১৮২৭৪.৫	৪২৫০৫.০১	৬০৭৭৯.৫১
২৬	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১০ সেট (তিন ইউনিটে এক সেট) ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) সংগ্রহ। (০১-১২-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১২)	৪/১/২০১১	১০ সেট ডিইএমইউ	১০০৪৬	২৩০৮৬.৪২	৩৩১৩২.৪২
২৭	বিমানের জ্বালানী পরিবহনের জন্য ১০০টি এমজি বগি ট্যাংক ওয়াগন এবং ৫টি এয়ারব্রেক সম্বলিত এমজি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ। (০১-১২-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	৪/১/২০১১	১০০ টি এমজি বগি ট্যাংক ওয়াগন এবং ৫টি এমজি ব্রেক ভ্যান	২৫২২.৪৭	৫১৮৫.০২	৭৭০৭.৪৯
২৮	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০ সেট (তিন ইউনিটে এক সেট) ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) সংগ্রহ। (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৪)	২৪-০২-২০১১	২০ সেট ডিইএমইউ	৬৫৪৪২.৯২	০.০০	৬৫৪৪২.৯২
২৯	নাজিরহাট হতে পানুয়া পর্যন্ত রেলওয়ে লাইন নির্মাণের সমীক্ষা। (০১-০৪-২০১১ হতে ২৯-০২-২০১২)	১১/০৪/২০১১	সমীক্ষা পরিচালনা করা	১৯৮.৫৮	০.০০	১৯৮.৫৮
৩০	Technical Assistance for Sub Regional Rail Transport Project Preparatory Facility (০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-১৩)	১১/০৪/২০১১	৭টি উপ-প্রকল্প	২৪৩৮.৪৫	৮৩১৯.৬২	১০৭৫৮.০৭
৩১	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৭০টি মিটারগেজ (এমজি) ডিজেল ইলেকট্রিক (ডিই) লোকোমোটিভ সংগ্রহ। (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	২৩-০৮-২০১১	৭০টি	১৯৪৫৮৯.৪৮	০.০০	১৯৪৫৮৯.৪৮
৩২	বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশন পুনর্বাসন। (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-১২-২০১২)	১৩-৯-২০১১	৫১.৫৩ কিঃমিঃ	১১৭৬৮.৬১	০.০০	১১৭৬৮.৬১
৩৩	নাভারন হতে সাতক্ষীরা হয়ে মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত রেলওয়ে লাইন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। (০১-০৪-২০১১ হতে ২৯-০২-২০১২)	২৮-০৯-২০১১	সমীক্ষা পরিচালনা করা	১১৫৬.৯৬	০.০০	১১৫৬.৯৬
৩৪	এডিবি'র 2nd PER এর আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের সেক্টর উন্নয়ন প্রকল্প। (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	১৯-০৬-২০১২	লুপ লাইন সম্প্রসারণ, ১১টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ কনসালটেন্সী।	৭৩১১.৬৯	৩২২৪০	৩৯৫৫১.৬৯

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্পের মেয়াদ)	প্রকল্পের অনুমোদনের তারিখ	পরিমাণ (কিঃমিঃ/সংখ্যা)	প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়		
				জিওবি	পিএ	মোট
৩৫	বাংলাদেশ রেলওয়ের চিনকী আস্তানা-চট্টগ্রাম সেকশনে ১১টি স্টেশনের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন ও আধুনিকীকরণ। (০১-০৭-২০১২ হতে ৩১-১২-২০১৫)	২৮-৮-২০১২	পূর্বাঞ্চলের ১১টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ।	৪৪২৮.০০	১৮০৪০.০০	২২৪৬৮.০০
৩৬	বাংলাদেশ রেলওয়ের মেইন লাইন সেকশনসমূহের পুনর্বাসন (পশ্চিমাঞ্চল) প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ। (০১-০২-২০০৯ হতে ৩১-১২-১৩)	২২-১২-২০০৯	রেল ট্র্যাক পুনর্বাসন কাজ	৯৬২৮.২০	০.০০	৯৬২৮.২০
৩৭	বাংলাদেশ রেলওয়ের সিগন্যালিংসহ ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ। (০১-০৭-২০১২ হতে ৩১-০৬-১৫)	১৩-১১-২০১২	ঢাকা-টঙ্গীর মধ্যে ৪৮.৫০ কিঃমিঃ ও টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ১২.২৮ কিঃমিঃ নতুন ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ	১৫২৭০.০২	৬৯৫৯০.১০	৮৪৮৬০.১২
৩৮	বাংলাদেশ রেলওয়ের চিনকী আস্তানা-আখাউড়া সেকশনের ক্ষয়প্রাপ্ত রেল সম্পূর্ণ নবায়ন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ (০১-০৭-২০১২ হতে ৩১-১২-১৪)	২০-১১-২০১২	ক্ষয়প্রাপ্ত রেল নবায়ন ও আনুসঙ্গিক কাজ	২৩৫৫১.০০	০.০০	২৩৫৫১.০০
মোট প্রকল্প ব্যয় :				১০৫৭৬৩৩.৩৯	৭৭৩৪৪৩.৫৬	১৮৩১০৭৬.৯৫

কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশনে রেললাইন পুনর্বাসন

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে এ যাবৎ বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুমোদিত সংশোধিত প্রকল্পসমূহ

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্পের মেয়াদ)	প্রকল্পের অনুমোদনের তারিখ	প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়		
			জিওবি	পিএ	মোট
১	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেলওয়ে লাইন পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০০৭ হতে ৩০-০৬-২০১১)	২০-১০-২০০৯	৪৩৪৩.২১	০.০০	৪৩৪৩.২১
২	জরুরী বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত পুনর্বাসন প্রকল্প, ২০০৭ (১ম সংশোধিত) (০১-১১-২০০৭ হতে ৩০-০৬-২০১০)	১৯-১১-২০০৯	৩৯৩৭.২৭	০.০০	৩৯৩৭.২৭
৩	বাংলাদেশ রেলওয়ের গৌরীপুর-জারিয়া ঝাঞ্জাইল এবং শ্যামগঞ্জ-মোহনগঞ্জ সেকশনের পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত)। (০১-০১-২০০৮ হতে ৩০-০৬-২০১২)	৯-১২-২০০৯	১৮০৯০.২২	০.০০	১৮০৯০.২২
৪	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য একটি বিজি ও এমজি মিক্সড আন্ডারফ্লোর হুইল লেদ মেশিন সংগ্রহ (১ম সংশোধিত) (০১-০১-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৪)	১৯-০১-২০১০	২০৩২.৬	০.০০	২০৩২.৬
৫	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৪৬টি (৪০টি এমজি ও ৬টি বিজি) ডি ই লোকোমোটিভ সংগ্রহ (২য় সংশোধিত)। (১৯৯৫-৯৬ হতে ৩০-০৬-২০১২)	২১-০১-২০১০	২৭৪৯৩.৬১	৬৬০৫৯.১৯	৯৩৫৫২.৮
৬	বাংলাদেশ রেলওয়ের লালমনিরহাট-বুড়িমারী সেকশন পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত)। (৩০-০৭-২০০৭ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	১৫-০৭-২০১০	১৭৪৭০.২৬	০.০০	১৭৪৭০.২৬
৭	সিগন্যালিংসহ টঙ্গী-ভৈরববাজার সেকশনে ডাবল লাইন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)। (০১-০৭-২০০৬ হতে ৩১-১২-২০১৪)	২১-০৬-২০১১	৬৩২০৩.৭	১৪০৪৭১.৯০	২০৩৬৭৫.৬
৮	চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন রিমডেলিং (১ম সংশোধিত) ০১-০৭-২০০৮ হতে ৩০-০৬-২০১৪)	৪-১০-২০১১	১৮৯৫২.২৩	৬২১৯.৭১	২৫১৭১.৯৪
৯	লাকসাম এবং চিনকী আস্তানার মধ্যে ডাবল লাইন ট্র্যাক নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০০৮ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	৪-১০-২০১১	৯২৮০৯.২৮	৫৯৭২২.৮০	১৫২৫৩২.০৮
১০	বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের ফৌজদারহাট-সিজিপিওয়াই-এসআরভি-চট্টগ্রাম সেকশন পুনর্বাসন (২য় সংশোধিত) (৩০-০৭-২০০৯ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	১৭-০৪-২০১২	৮৭২২.৪৯	০.০০	৮৭২২.৪৯
১১	বাংলাদেশ রেলওয়ের মেইন লাইন সেকশনসমূহের পুনর্বাসন (পশ্চিমাঞ্চল) প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ (১ম সংশোধিত) (০১-৭-২০০৯ হতে ৩১-১২-২০১৩)	১৯-০৬-২০১২	১৪৯৮৭.৩২	০.০০	১৪৯৮৭.৩২
১২	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১৮০টি ব্রডগেজ বগি ট্যাংক ওয়াগন এবং ৬টি ব্রডগেজ বগি ব্রেকভ্যান সংগ্রহ (সংশোধিত ১৬৫টি বিজি বগি ওয়েল ট্যাংক ওয়াগন এবং ৬টি বিজি বগি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ)" শীর্ষক প্রকল্প। (০১-০৮-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	০৫-০৭-২০১২	৫৭৫১.১০	১৩৭৮৯.৫৭	১৯৫৪০.৬৭
১৩	ঈশ্বরদী থেকে পাবনা হয়ে ঢালারচর পর্যন্ত নতুন রেলওয়ে লাইন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (০১-১০-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	০৪-০৬-২০১৩	১৪৩৬০.৬৭	০.০০	১৪৩৬০.৬৭
১৪	পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর-ভাঙ্গা রেলপথ পুনর্বাসন ও নির্মাণ (১ম সংশোধিত)। (১-৭-২০১০ হতে ৩০-৬-২০১৪)	১২-০৬-২০১৩	২৯২১৬.৩২	০.০০	২৯২১৬.৩২
১৫	বাংলাদেশ রেলওয়ের সৈয়দপুর-চিলাহাটি সেকশন পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত)। (১-১-২০১০ হতে ৩১-১২-২০১৩)	১৮-০৬-২০১৩	১৮১৬৩.৯৪	০.০০	১৮১৬৩.৯৪
১৬	বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজশাহী-রোহনপুর বর্ডার এবং আমনুরা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সেকশন পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। (০১-০৭-২০০৭ হতে ৩০-০৬-২০১৩)	৩০-০৬-২০১৩	১৫১৯৯.৭০	০.০০	১৫১৯৯.৭০
	মোট প্রকল্প ব্যয় ঃ		৪৮৩৯৭৫.৯	২৮৬২৬৩.২	৭৭০২৩৯.১

রেলওয়ের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম

রেলওয়ের লাইন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকরণ ঃ

বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়েতে নতুন ট্রেন চালু করার একটি বড় বাধা হল ডাবল লাইন না থাকা। বর্তমান সরকার এজন্য ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়ে করিডোরকে ডাবল লাইনে উন্নীত করার কাজ শুরু করেছে, যেমন ঃ

- এডিবি'র অর্থায়নে টঙ্গী-ভৈরববাজারে সেকশনে ৬৪ কিঃমিঃ ডাবল লাইন নির্মাণ কাজ বাস্তবে গত নভেম্বর ২০১১ থেকে শুরু হয়েছে যা ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে শেষ হবে।
- জাইকা-এর অর্থায়নে চিনকী আস্তানা-লাকসাম সেকশনে ৬১ কিঃমিঃ ডাবল লাইন-এর কাজ গত নভেম্বর ২০১১ থেকে শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি জুন ২০১৫ তে শেষ হবে।
- চট্টগ্রাম স্টেশন ইয়ার্ড রিমডেলিং-এর কাজ গত নভেম্বর ২০১১ থেকে শুরু হয়েছে এবং জুন ২০১৪ মাসে শেষ হবে।
- ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের বিপরীতে ২য় ভৈরব ও ২য় তিতাস সেতু নির্মাণের সমীক্ষা ও বিস্তারিত ডিজাইনের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। মূল কাজের গৃহীত দর প্রস্তাবের ওপর গত ১৪-০৮-২০১৩ তারিখে সিসিপিপি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১০-৯-২০১৩ ইং তারিখে ২য় ভৈরব সেতু নির্মাণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ২৬-০৯-১৩ তারিখে ২য় তিতাস সেতু নির্মাণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায় ঢাকা-টংগী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইনে এবং টংগী জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্প ১৩-১১-২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- লাকসাম-আখাউড়া সেকশনে ৭১ কিঃ মিঃ ডাবল লাইন নির্মাণের জন্য এডিবি অর্থায়নে ফিজিবিলিটি স্টাডি এবং বিশদ ডিজাইনের কাজ চলমান আছে।

রেলপথ সম্প্রসারণ ও নতুন রেলপথ নির্মাণ ঃ

- তারাকান্দি হতে যমুনা সেতু পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত ৩৫ কি:মিঃ রেললাইন স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- ভারতীয় ঋণের আওতায় খুলনা হতে মংলা পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি ও এ্যালাইনমেন্ট সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে বিশদ ডিজাইনের কাজ চলমান রয়েছে।
- বগুড়া হইতে সিরাজগঞ্জ রায়পুর হয়ে যমুনা সেতুর নিকট সদানন্দপুর পর্যন্ত মিটারগেজ রেললাইন স্থাপনের লক্ষ্যে বৈদেশিক সাহায্য অনুসন্ধানের জন্য একটি প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (পিডিপিপি) প্রণয়ন করে গত ১৮-০৬-২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৪-৮-২০১৩ইং তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে।
- ঈশ্বরদী হতে ঢালারচর পর্যন্ত নতুন রেলওয়ে লাইন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
- কাশিয়ানী-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া পর্যন্ত ৫৫ কিঃ মিঃ নতুন রেলপথ নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে।
- দর্শনা-মুজিবনগর রেললাইন নির্মাণ প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন।
- নাভারণ হতে সাতক্ষীরা হয়ে মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ চলমান রয়েছে।
- দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত ১২৮ কিঃমিঃ সিঙ্গেল মিটার গেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

বিদ্যমান ৯৪৮ কিলোমিটার রেলপথ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬৮৯.৪৪ কিলোমিটার রেললাইন (লালমনিরহাট-বুড়ীমারী ৯৫ কিলোমিটার, পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর ২৬.৫ কিলোমিটার, কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া ৮১ কিলোমিটার, রাজশাহী-রোহনপুর ৯২ কিলোমিটার, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ২০.৮ কিলোমিটার, গৌরিপুর-জারিয়া-ঝাঞ্জাইল ৭৮.৬৪ কিলোমিটার, ফৌজদারহাট-সিজিপিওয়াই ৩৭.৫ কিলোমিটার, ময়মনসিংহ-জামালপুর ৮৬ কিলোমিটার, ষোলশহর-নাজিরহাট ২৪ কিলোমিটার, লাকসাম-চাঁদপুর ৫ কিলোমিটার, তিস্তা-রমনাবাজার ৪৮ কিলোমিটার, পোড়াদহ-গোয়ালন্দ ২১ কিলোমিটার, সৈয়দপুর-চিলাহাটি ১৫ কিলোমিটার, পশ্চিমাঞ্চলের মেইন লাইনের অবশিষ্ট কাজ ৪১ কিলোমিটার, সৈয়দপুর

ওয়ার্কসপ ১৮ কিলোমিটার) পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, পার্বতীপুর-কাঞ্চন-পঞ্চগড় ও কাঞ্চন-বিরল পর্যন্ত (১৩৯ কিলোমিটার) মিটারগেজ রেললাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর এবং বিরল-বিরল বর্ডার (৯ কিঃমিঃ) সেকশনকে ব্রডগেজে রূপান্তরের কাজ চলমান আছে।

রোলিং স্টক সংকট নিরসনে কাযক্রম ঃ

বাংলাদেশ রেলওয়েতে বিশেষ করে লোকোমোটিভ ও যাত্রীবাহী কোচের তীব্র সংকট রয়েছে। অধিকাংশ লোকোমোটিভ ও যাত্রিবাহী কোচের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, যা সুষ্ঠু ও নিরাপদ ট্রেন চলাচলের অন্তরায়। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় রোলিং স্টক সংগ্রহকল্পে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

- ইডিসিএফ, দক্ষিণ কোরিয়া অর্থায়নে ৯টি লোকোমোটিভ সংগ্রহ করা হয়েছে।
- সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে চীন হতে ২০ সেট (৩ ইউনিটে ১ সেট) ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) বা ডেমু ইতোমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত ডেমু দ্বারা ইতোমধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেকশনে কমিউটার ট্রেন সার্ভিস চালু করা হয়েছে।
- জাইকা-এর অর্থায়নে ১১টি এমজি লোকোমোটিভ সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের বিপরীতে ২৬টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভ সংগ্রহ করা হচ্ছে। এ পর্যায়ে ১২টি লোকোমোটিভ বাংলাদেশ রেলওয়ে বহরে সংযুক্ত হয়েছে এবং বিভিন্ন ট্রেনে চলাচল করছে। অবশিষ্ট ১৪টি লোকোমোটিভ আগামী এপ্রিল ২০১৪-এর মধ্যে সরবরাহ পাওয়া যাবে।
- এছাড়া ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের বিপরীতে ১৬৫টি ব্রডগেজ ট্যাংক ওয়াগন এবং ৮১টি মিটার গেজ ট্যাংক ওয়াগন সংগ্রহ করা হয়েছে।
- কন্টেইনার পরিবহনের ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়নের জন্য ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায় ২২০টি ফ্ল্যাট ওয়াগন সংগ্রহ করা হচ্ছে। আগামী ৬ মাসের মধ্যে ওয়াগনগুলো সরবরাহ পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।
- সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটের আওতায় ৭০টি এমজি লোকোমোটিভ সংগ্রহের জন্য গত ০৪-০৭-২০১৩ তারিখে পুনঃ দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং ০৯-১০-২০১৩ তারিখে দরপত্র উন্মুক্ত করা হয়েছে।
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে ১০০টি এমজি ও ৫০টি বিজি কোচ সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- টেন্ডারার্স ফিন্যান্সিং-এর আওতায় ২০০টি এমজি কোচ সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- জিওবি অর্থায়নে ২০০টি এমজি এবং ৬০টি বিজি যাত্রীবাহী কোচ পুনর্বাসনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।
- জিওবি অর্থায়নে ৫০টি ওয়াগন ও ৫টি ব্রেকভ্যান ২০১০ সালে সংগ্রহ করা হয়েছে।

ক্রেন ও মেশিন সংগ্রহ ঃ

ঢাকা ডিজেল মেরামত কারখানার জন্য একটি ডুয়েলগেজ হুইল লেদ মেশিন ২০১২ সাল সংগ্রহ করা হয়েছে;
দুর্ঘটনায় ব্যবহারের জন্য ১টি বিজি ও ১টি এমজি ক্রেন সংগ্রহ করা হয়েছে।

পিপিপি'র আওতায় কার্যক্রম গ্রহণ ঃ

পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, পাকশী ও সৈয়দপুর মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বিদ্যমান রেলওয়ে হাসপাতালগুলোর আধুনিকায়ন, ঢাকা ও চট্টগ্রাম রেলওয়ের জমিতে ২টি ফাইভ স্টার হোটেল নির্মাণ এবং চট্টগ্রাম, খুলনা ও কুমিল্লায় হোটেল-কাম-গেস্ট হাউস নির্মাণ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়া ইতোমধ্যে নিম্নবর্ণিত ৮টি প্রস্তাব পিপিপি-এর আওতায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

- বঙ্গবন্ধু সেতুর সমান্তরাল পৃথক রেলসেতু নির্মাণ;
- বাহাদুরাবাদ-ফুলছড়িঘাটের মধ্যে রেলসেতু নির্মাণ;
- ধীরাশ্রমে আইসিডি নির্মাণ;
- ঢাকায় মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং ইন্সটিটিউট নির্মাণ ও বিদ্যমান রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ;

- খুলনায় নতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণ;
- চট্টগ্রামে মেডিকেল কলেজ নির্মাণ ও বিদ্যমান রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ;
- সৈয়দপুর মেডিকেল কলেজ নির্মাণ ও বিদ্যমান রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ; এবং
- পাকশীতে মেডিকেল কলেজ নির্মাণ ও বিদ্যমান রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ।

সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম ঃ

- বাংলাদেশ রেলওয়ের আখাউড়া হতে সিলেট সেকশনের ২৩টি স্টেশন, ঢাকা - জয়দেবপুর সেকশনের ৭টি স্টেশন এবং জয়দেবপুর-ঈশ্বরদী-আব্দুলপুর সেকশনের ১৭টি স্টেশনের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের আরো ৫৮টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে জিওবি অর্থায়নে জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সেকশনে ১৩টি স্টেশন, এডিবি অর্থায়নে টঙ্গী-ভৈরববাজার ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১১টি স্টেশন, জাইকা অর্থায়নে লাকসাম-চিনকী আস্তানা ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্পে ১১টি স্টেশন, ইডিসিএফ দক্ষিণ কোরিয়া'র অর্থায়নে চিনকি আস্তানা-চট্টগ্রাম সেকশনে ১১টি স্টেশন, এডিবি অর্থায়নে দর্শনা-ঈশ্বরদী সেকশনে ১১টি স্টেশন এবং জাইকা অর্থায়নে চট্টগ্রাম স্টেশন ইয়ার্ড রিমডেলিং প্রকল্পে সেকশনে ১টি স্টেশন।

যানজট নিরসনে বাংলাদেশ রেলওয়ে ঃ

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সিটিকে একুশ শতকের উপযোগী আধুনিক শহরে রূপান্তরসহ যানজট দূরীকরণের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

- ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে ১৬ জোড়া কমিউটার ট্রেন এবং জয়দেবপুর-ঢাকা সেকশনে ৪ জোড়া কমিউটার ট্রেন চালু করা হয়েছে। ভবিষ্যতে ঢাকার সাথে পার্শ্ববর্তী শহরে আরো কমিউটার ট্রেন সার্ভিস চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। ডেমু ট্রেন দ্বারা চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম শহরের চারিদিকে কমিউটার ট্রেন সার্ভিস চালু করা হয়েছে।
- অদূর ভবিষ্যতে রাজশাহী, খুলনা, রংপুরসহ দেশের উত্তরাঞ্চলে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সেকশনে কমিউটার ট্রেন সার্ভিস চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।
- ঢাকা-টঙ্গী এর মধ্যে লাইন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির জন্য ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের জন্য 'ঢাকা শহরের চারিদিকে সার্কুলার রেললাইন নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা' এর ১০.৪৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে একটি টেকনিক্যাল প্রজেক্ট প্রপোজাল (টিপিপি) পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পটি ২০১৩-১৪ অর্থ বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে (এডিপি) জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বরাদ্দবিহীনভাবে সংযুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হলে ঢাকার চারিদিকে ট্রেন পরিচালনার মাধ্যমে ঢাকা শহরের যানজট নিরসন করা অনেকাংশে সম্ভব হবে।

রেলওয়ের কার্যক্রম কম্পিউটারাইজেশন ঃ

এডিবি'র অর্থায়নে বাংলাদেশ রেলওয়ের রিফর্ম কার্যক্রমের আওতায় ৭টি মডিউলের মাধ্যমে রেলওয়ের সকল কার্যাদি কম্পিউটারাইজ করার কাজ চলছে। জানুয়ারি ২০১৪ নাগাদ এ কাজ সমাপ্ত হলে রেলওয়ের ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, ফিক্সড এসেট ম্যানেজমেন্ট, প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ওয়ার্কশপ ম্যানেজমেন্ট, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, পে-রোল ম্যানেজমেন্ট, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা যাবে।

- ২০০৯ সাল হতে অদ্যাবধি আন্তঃনগর ও মেইল ট্রেনসহ সর্বমোট ৮১টি নতুন ট্রেন বিভিন্ন রুটে চালু করা হয়েছে।
- ২৪টি ট্রেনের সার্ভিস বর্ধিত করা হয়েছে।

- মোবাইল / অন-লাইনে টিকিট কাটার সুবিধার্থে ই-টিকেটিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

২০১২-২০১৩ সালে সম্পাদিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৪৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্তে ২০১২-২০১৩ অর্থ-বৎসরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ৩০২১.৬৯ কোটি (জিওবি ১৬৭৫.৯০ কোটি টাকা, জেডিসিএফ ২১৫.৪৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১১৩০.৩২ কোটি টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে মোট ২৮৭৩.৮৬ কোটি টাকা (জিওবি ১৬৫৩.৯১ কোটি টাকা জেডিসিএফ ১৬৫.৭৮ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১০৫৪.১৭ কোটি টাকা) ব্যয় হয়েছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৫.১১%। ২০১২-১৩ সালে "রাজশাহী-রোহনপুর বর্ডার এবং আমনুরা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ" "লালমনিরহাট-বুড়িমারী", "গোরীপুর-জারিয়া ঝাঞ্জাইল এবং শ্যামগঞ্জ-মোহনগঞ্জ" এবং "ফৌজদারহাট-সিজিপিওয়াই-এসআরভি-চট্টগ্রাম" সেকশনের ৪ (চার) টি পুনর্বাসন প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

৩০.০৬.২০১৩ তারিখে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বাংলাদেশ রেলওয়ের ২০ বছর মেয়াদী মাস্টার প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে তারাকান্দি হতে বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব পর্যন্ত নবনির্মিত ৩৫ কিঃমিঃ রেলপথ ট্রেন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে; ১০.৫ কিঃমিঃ রেলপথ পুনঃনির্মাণ, ২৪৪.৯ কিঃমিঃ রেলপথ পুনর্বাসন এবং ৭০ কিঃমিঃ মিটারগেজ রেলপথকে ডুয়েলগেজে রূপান্তরের কাজ সম্পন্ন হয়েছে; ১০৪টি সেতু পুনঃনির্মাণ, ১৫টি নতুন সেতু নির্মাণ এবং ২৫টি সেতু পুনর্বাসন মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে; ১২৯টি সেতুতে গতি নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়ার ফলে ট্রেনের যাত্রাসময় হ্রাস পেয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে নতুন ১০টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভ, ১৬৫ টি ব্রডগেজ ট্যাংক ওয়াগন, ৬টি ব্রডগেজ ব্রেক ভ্যান এবং ২০ সেট মিটারগেজ ডিইএমইউ সংগৃহীত হয়েছে; ৩৫টি মিটারগেজ এবং ২৩টি ব্রডগেজ যাত্রিবাহী গাড়ী পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং ১৫টি স্টেশনে কালার লাইট সিগন্যালিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

২০১২-১৩ অর্থবছরে নতুন একজোড়া আন্তঃনগর ট্রেনসহ মোট (আট) জোড়া ট্রেন চালু করা হয়েছে। এর মধ্যে ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিট (এলওসি) অর্থায়নে সংগৃহীত ২টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভ এবং ২০টি ব্রডগেজ ট্যাংক ওয়াগন দিয়ে ০৫.০৩.২০১৩ তারিখে তেলবাহী গাড়ী উদ্বোধন করা হয়েছে।

কাশিয়ানী হতে বঙ্গবন্ধু জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়া পর্যন্ত ৫৫ কিঃমিঃ রেললাইন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণসহ ডিজাইনের কাজ চলছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথকে ডাবল লাইনে উন্নীত করার জন্য ৩টি প্রকল্প চলমান আছে। আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে রেলযোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। দোহাজারী-কক্সবাজার রেললাইন ও পদ্মা সংযোগ রেললাইন নির্মাণসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের ৭টি বিনিয়োগ প্রকল্পে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর অর্থায়নে একটি টিএ প্রকল্পের আওতায় ৩টি প্রকল্পের সমীক্ষা, বিশদ ডিজাইন ও টেন্ডারিং সেবা এবং ৪টি প্রকল্পের শুধুমাত্র সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এডিবি (কো-ফাইন্যান্সিংসহ) ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নের আশ্বাস প্রদান করেছে।

ঠাকুরগাঁও-পার্বতীপুর ও পার্বতীপুর-রংপুর-লালমনিরহাট-পার্বতীপুর রুটে আনুষ্ঠানিক ভাবে যাত্রা শুরু করেছে ডিইএমইউ ট্রেন। এক নজর দেখার জন্য উৎসুক জনতা এভাবেই দাড়িয়ে থাকে (২৭ আগষ্ট, ২০১৩)।

বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য উন্নয়ন সহযোগী/দাতা সংস্থার অর্থায়ন

বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী/দাতা সংস্থা কারিগরী ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেছে। এসকল সহযোগিতা মূলত: রেলওয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন/পুনর্বাসন, রোলিংস্টক ক্রয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। যে সকল উন্নয়ন সহযোগী/দাতা সংস্থা রেলওয়েতে অর্থায়ন করেছে (অর্থের পরিমাণসহ) তাদের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

১। ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইন - ১৩টি প্রকল্প - ৬৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
২। এডিবি - ৭টি প্রকল্প - ২৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
৩। ইডিসিএফ - ১টি প্রকল্প - ২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
৪। জাইকা - ৫টি প্রকল্প - ১১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

তাছাড়া এডিবি রেলওয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদানে সম্মত হয়েছে।

ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইন অর্থায়নে ২য় ভৈরব ও ২য় তিতাস সেতু নির্মাণ কাজের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর

জাইকা অর্থায়নে লকসাম-চিনকীআস্তানা সেকশনে ডাবল লাইন নির্মাণ

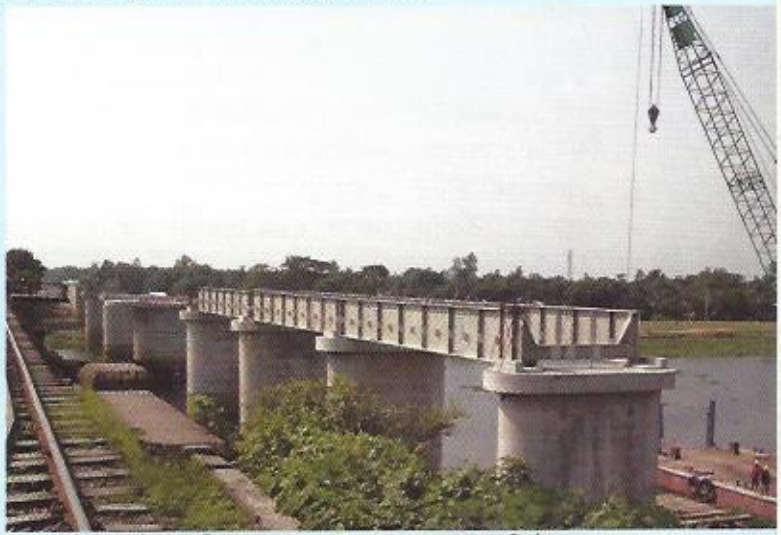

এডিবি অর্থায়নে টঙ্গী-ভৈরববাজার সেকশনে ডাবল লাইন নির্মাণ

আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ রেল যোগাযোগ

আঞ্চলিক উপ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রেল সংযোগ স্থাপন ঃ

রেলপথে কার্গো পরিবহনের ক্ষেত্রে দীর্ঘপথই বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হিসেবে বিবেচিত । ভৌগলিক সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশ রেলওয়ের দীর্ঘপথে কার্গো পরিবহনের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। এ সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে রেলপথে মালামাল পরিবহন লাভজনক করার জন্য আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রেল সংযোগ স্থাপনের বিকল্প নেই। ট্রান্সএশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্ক, সার্ক স্ট্যাডি রিপোর্ট, বিমসটেক রিপোর্ট, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ট্রানজিট রুট নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটির প্রস্তাবনা এবং অনুমোদিত রেলওয়ের মাস্টার প্ল্যানে প্রস্তাবিত করিডোরসমূহ পর্যালোচনা কালে দেখা যাবে যে, দক্ষিণ এশিয়াতে বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক Transport Hub হিসেবে গড়ে ওঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্য বাংলাদেশ রেলওয়েতে করিডোর অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

ট্রান্সএশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্ক ঃ

এশিয়া ও ইউরোপ-এর মধ্যে রেল সংযোগ তৈরীর লক্ষ্যে ট্রান্স এশিয়ান রেল নেটওয়ার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ নেটওয়ার্ক মায়ানমার-বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান-ইরান হয়ে তুরস্ক পর্যন্ত সংযুক্ত হবে। এতে কন্টেইনার যোগাযোগ বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে যা ব্যবসা-বাণিজ্যেও প্রসারসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সরকার বাংলাদেশকে এশীয় রেলওয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে "Intergovernmental Agreement on the Trans-Asian Railway Network" চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ট্রান্সএশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় চারটি করিডোর (নর্দান, সাউদার্ন, আসিয়ান এবং নর্থ-সাউথ) বিদ্যমান।

উক্ত চারটি করিডোর-এর মধ্যে বাংলাদেশ সাউদার্ন করিডোরের নিম্নলিখিত ৩টি রুট-এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঃ
রুট ১ ঃ গেদে (ভারত)-দর্শনা-ঈশ্বরদী-বঙ্গবন্ধু সেতু জয়দেবপুর-টঙ্গী-আখাউড়া-চট্টগ্রাম-দোহাজারী-গুনদুম-মায়ানমার বর্ডার;
- সাব-রুট ১ ঃ টঙ্গী-ঢাকা;
- সাব-রুট ২ ঃ আখাউড়া-কুলাউড়া-শাহবাজপুর;

রুট ২ ঃ সিঙ্গাবাদ (ভারত)-রোহনপুর-রাজশাহী-আব্দুলপুর-ঈশ্বরদী এবং এরপর রুট ১-এর অবশিষ্ট রুট/সাব-রুট;
রুট ৩ ঃ রাধিকারপুর (ভারত)-বিরল-দিনাজপুর-পার্বতীপুর-আব্দুলপুর-ঈশ্বরদী এবং এরপর রুট ১-এর অবশিষ্ট রুট/সাব-রুট।

সার্ক রুট

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর অর্থায়নে পরিচালিত SAARC Regional Multimodal Transport Study (SRMTS) শীর্ষক সমীক্ষার ভিত্তিতে ভারত কর্তৃক প্রস্তাবিত Negotiated Draft Regional Agreements on Railway এ বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে প্রস্তাবিত আঞ্চলিক রেলওয়ে রুটসমূহ নিম্নরূপ ঃ

রুট ১ ঃ লাহোর (পাকিস্তান)-দিল্লী/কলকাতা (ভারত)-ঢাকা (বাংলাদেশ)-মহিশাসন-ইমফাল (ভারত)
রুট ৪ ঃ বীরগঞ্জ (নেপাল)-রক্সল-কাটিহার (ভারত)-রোহনপুর-চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ) এবং এর সাথে যোগবানী (নেপাল) ও আগরতলা (ভারত) ও সংযোগ;
রুট ৬ ঃ বীরগঞ্জ (নেপাল)-রক্সল-সিঙ্গাবাদ (ভারত)-রোহনপুর-রাজশাহী-খুলনা-মংলা বন্দর (বাংলাদেশ) এবং এর সাথে বিরাটনগর (নেপাল)-এর সংযোগ।

উপরোক্ত প্রস্তাবিত রুটসমূহ ছাড়াও ভারতে অনুষ্ঠিত সার্ক সম্মেলন পাইলট প্রকল্প এবং উপ-আঞ্চলিক প্রকল্প হিসেবে নিম্নোক্ত রুটসমূহের প্রস্তাব করা হয়েছে ঃ

রুট ১ : বীরগঞ্জ (নেপাল)-রক্সল-কাটিহার (ভারত)-রোহনপুর-চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ) এবং এর সাথে যোগবানী (নেপাল) ও আগরতলা-এর সংযোগ (এবং সার্ক রুট-৪ এবং বিমসটেক রুট-৩)
রুট ২ : আগরতলা-আখাউড়া-চট্টগ্রাম পোর্ট।

বিমসটেক রুট ঃ

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নে ২০০৭ সালে পরিচালিত BIMSTEC Transport Infrastructure and Logistics Study (BTILS) শীর্ষক সমীক্ষায় নিম্নোক্ত আঞ্চলিক রেলওয়ে রুটসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে ঃ

রুট ১ : লাহোর (পাকিস্তান)-দিল্লী/কলকাতা (ভারত)-ঢাকা (বাংলাদেশ)-মহিশাসন-ইমফাল (ভারত);
রুট ২ : বীরগঞ্জ (নেপাল)-রক্সল-হলদিয়া/কলকাতা (ভারত);
রুট ৩ : বীরগঞ্জ (নেপাল)-রক্সল-কাটিহার (ভারত)-রোহনপুর-চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ) এবং এর সাথে যোগবানী (নেপাল) ও আগরতলা (ভারত)-এর সংযোগ;
রুট ৪ : কলম্বো (শ্রীলঙ্কা)-চেন্নাই (ভারত)

উপরোক্ত রুটসমূহের মধ্যে রুট - ১ এবং ৩ বাংলাদেশের ওপর দিয়ে গেছে।

ট্যারিফ কমিশনের কোর কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত ট্রানজিট রুট ঃ

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ট্রানজিট রুট নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটির প্রস্তাবিত ট্রানজিট রুটসমূহ নিম্নরূপ ঃ

ভারতের সাথে ট্রানজিট ঃ

রুট ১ : শিলচর-মহিশাসন/শাহবাজপুর-ঢাকা-বঙ্গবন্ধু সেতু-দর্শনা/গেদে-কলকাতা;
রুট ২ : শিলচর-মহিশাসন/শাহবাজপুর-চট্টগ্রাম পোর্ট;
রুট ৩ : আগরতলা-আখাউড়া-ঢাকা-বঙ্গবন্ধু সেতু-দর্শনা/গেদে-কলকাতা;
রুট ৪ : আগরতলা-আখাউড়া-চট্টগ্রাম পোর্ট;
রুট ৫ : আগরতলা-আখাউড়া-ঢাকা-পদ্মা সেতু-বেনাপোল/পেট্রাপোল-কলকাতা;
রুট ৬ : কলকাতা-পেট্রাপোল/বেনাপোল-খুলনা-মংলা পোর্ট

নেপালের সাথে ট্রানজিট ঃ

রুট ১ : রক্সল-বীরগঞ্জ-কাটিহার-সিঙ্গাবাদ/রোহনপুর-খুলনা-মংলা পোর্ট;
রুট ২ : যোগবানী, বিরাটনগর-রাধিকাপুর/বিরল-পার্বতীপুর-খুলনা-মংলা পোর্ট;

ভূটানের সাথে ট্রানজিট ঃ

রুট ১ : হাশিমারা-হলদিবাড়ী/চিলাহাটি-পার্বতীপুর-খুলনা-মংলাপোর্ট।

বর্ণিত দীর্ঘ রুটসমূহে রেলওয়েতে কার্গো পরিবহনের জন্য কারিগরি ও আর্থসামাজিক বিষয়াদির নিরিখে রেলওয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত বিষয় বিবেচনা করা হবে ঃ

- ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোর অপারেশনের ক্ষেত্রে কন্টেইনার পরিবহনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান;
- আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রুটগুলিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়ন;
- পর্যায়ক্রমে সমগ্র রেলওয়ে নেটওয়ার্ককে ডুয়েলগেজ স্ট্যান্ডার্ডে উন্নীতকরণ;
- গুরুত্বপূর্ণ করিডোরসমূহের দূরত্ব হ্রাসে ঢাকা-কুমিল্লা কর্ডলাইন, পদ্মা সেতু সংযোগ রেল লাইন, বগুড়া-জামতৈল ইত্যাদি রেলপথ নির্মাণ;
- নতুন লোকোমোটিভ ও অন্যান্য রোলিংস্টক সংগ্রহ করা ইত্যাদি।

লাকসাম হতে আখাউড়া এবং কুলাউড়া হয়ে শাহবাজপুর পর্যন্ত রেলপথ উন্নয়ন ও ডুয়েলগেজ স্থাপন

বাংলাদেশ ট্রান্সএশিয়ান রেলওয়ে ও আঞ্চলিক/উপ-আঞ্চলিক রেল যোগাযোগ স্থাপনের জন্য কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ নির্মাণ করে বন্ধ ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টটি পুনরায় চালু করা জরুরী। লাকসাম-আখাউড়া এবং কুলাউড়া-শাহবাজপুর-মহিশাসন সেকশন দুটি একাধারে ট্রান্সএশিয়ান রেলওয়ে রুট, সার্ক স্টাডি রিপোর্ট প্রস্তাবিত রুট, বিমসটেক কর্তৃক প্রস্তাবিত রুট এবং বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কোর কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত ট্রানজিট রুটের অন্তর্গত।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ দুটি সেকশনের উন্নয়নে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে আখাউড়া-লাকসাম সেকশনে ৭১ কিলোমিটার ডাবল লাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেকশনের মানোন্নয়নের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, বিশদ ডিজাইন ও টেন্ডারিং সেবা কার্যক্রম চলমান আছে। সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্নের পর ডাবল লাইন নির্মাণ কাজ শুরু করা হবে।

তাছাড়া ভারতীয় সীমান্ত সংলগ্ন কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনটি চালু করার লক্ষ্যে একনেক-এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক "বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনের পুনর্বাসন" শীর্ষক প্রকল্পটি ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কুমিল্লা-ঢাকা সেকশনে একটি নতুন সংযোগ স্থাপন

বন্দর নগরী চট্টগ্রামের সাথে ঢাকার বাণিজ্যিক যোগাযোগ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রেলপথের মাধ্যমে ঢাকার সাথে চট্টগ্রামের যোগাযোগ নিরাপদ, আরামদায়ক ও সাশ্রয়ী করার জন্য ঢাকা হতে কুমিল্লা পর্যন্ত কর্ড লাইন নির্মাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কর্ড লাইন নির্মাণ করা হলে ঢাকা হতে চট্টগ্রামের দূরত্ব প্রায় ৮০ কিলোমিটার কমবে এবং ভ্রমণ সময় প্রায় ৩ ঘন্টা হ্রাস পাবে। উক্ত কর্ড লাইন নির্মাণের আনুমানিক ব্যয় ১,৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বাস্তবায়নের মেয়াদ ৫ বছর ধরা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কার্যক্রমটি পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপের (পিপিপি) মাধ্যমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি বিকল্প হিসেবে বৈদেশিক সাহায্যের পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টাও চলমান রয়েছে।

ঢাকার সাথে দক্ষিণাঞ্চলের রেল সংযোগ স্থাপন

ঢাকা থেকে পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে জাজিরা হয়ে যশোর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণের জন্য এডিবি'র অর্থায়নে সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ঢাকা হতে পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে ভাঙ্গা পর্যন্ত ডিটেইল্ড ডিজাইন ও টেন্ডারিং সার্ভিসের কাজ সম্পন্ন হবে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ভাঙ্গা থেকে যশোর পর্যন্ত সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। এর অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে রাজবাড়ীর পাচুরিয়া থেকে ফরিদপুর হয়ে ভাঙ্গা পর্যন্ত রেলসংযোগ নির্মাণ প্রায় শেষ পর্যায়ে। পদ্মা সেতু রেললিংকের প্রথম পর্যায়ে প্রস্তাবিত ঢাকা-ভাঙ্গা সেকশনটি বিদ্যমান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হবে। পদ্মা সেতুর সাথে সম্পর্কিত নিম্নোক্ত নতুন রেললাইনগুলো নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে ঃ

ঢাকা-মাওয়া-পদ্মা সেতু-জাজিরা-ভাঙ্গা পর্যন্ত নতুন রেললাইন নির্মাণ

পদ্মা সেতু রেলসংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে ঢাকা-মাওয়া-পদ্মা সেতু-জাজিরা-ভাঙ্গা পর্যন্ত প্রায় ৮৩ কিলোমিটার নতুন রেল লাইন নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, বিশদ ডিজাইন ও টেন্ডারিং সেবা কার্যক্রম চলমান রয়েছে- যা নির্মাণাধীন পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর-ভাঙ্গা রেললাইনের সাথে ভাঙ্গা'তে মিলিত হবে। ভাঙ্গা হতে পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে মাওয়া পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণের মাধ্যমে পদ্মা সেতু চালুর দিন থেকেই রেল যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হবে। তাছাড়া ঢাকা-জাজিরা নতুন রেল লাইন নির্মিত হলে রেল লাইনটিকে জাজিরা থেকে গোয়ালন্দের সাথেও সংযোগ করা সম্ভব হবে। পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে ঢাকা-ভাঙ্গা-যশোর পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের দ্বিতীয় পর্যায়ে ভাঙ্গা-নড়াইল-যশোর রেললাইন নির্মাণের শুধুমাত্র সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে।

ভাঙ্গা-বরিশাল নতুন রেললাইন নির্মাণ

দেশের শস্য ভান্ডার নামে খ্যাত বরিশালে এ পর্যন্ত কোন রেলওয়ে সংযোগ নির্মিত হয়নি। ভাঙ্গা হতে মাদারীপুর হয়ে প্রায় ১০০ কিলোমিটার রেললাইন স্থাপন করা হলে বরিশালের সাথে ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক সহজতর হবে। তাছাড়া বিভিন্ন শস্য, কল-কারখানার উৎপাদিত মালামাল রেলপথে পরিবহন করা হলে পরিবহন ব্যয়ও হ্রাস পাবে। এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

ঢালারচর এবং রাজবাড়ী রেলসংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে পদ্মা নদীর ওপর রেল সেতু নির্মাণ

ঈশ্বরদী থেকে পাবনা হয়ে ঢালারচর পর্যন্ত প্রায় ৭৮ কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন রেলওয়ে লাইন নির্মাণ কার্যক্রম চলমান আছে। উক্ত কাযক্রমের অংশ হিসেবে এ লাইনের ঈশ্বরদী-পাবনা অংশে প্রায় ২৫ কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণ কাজের চুক্তিপত্র গত ০৬-১১-২০১২ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের পর পাবনা থেকে ঈশ্বরদী হয়ে চাটমোহর পর্যন্ত রেল যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে পদ্মা নদীর ওপর একটি রেল সেতু নির্মাণের মাধ্যমে ঢালারচর হতে রাজবাড়ী জেলায় বিদ্যমান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ করা সম্ভব হবে। উক্ত সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে একটি বিনিয়োগ প্রকল্প মোট প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তবে বৃহৎ প্রকল্প হিসাবে প্রথমে সম্ভাব্যতা যাচাই করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। প্রকল্পটি ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মংলা থেকে খুলনা-যশোর-দর্শনা-পোড়াদহ-ঈশ্বরদী-আব্দুলপুর-সান্তাহার-পার্বতীপুর-চিলাহাটি হয়ে হলদিবাড়ী পর্যন্ত ডাবল লাইন নির্মাণ

মংলা থেকে খুলনা রেল সংযোগ

খুলনা হতে মংলা সমুদ্র বন্দর পর্যন্ত প্রায় ৫৩ কিলোমিটার নতুন ব্রডগেজ সিঙ্গেল লাইন নির্মাণের লক্ষ্যে ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইন-এর আওতায় ফিজিবিলিটি স্টাডিসহ রেলপথ নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে বর্তমানে বিশদ ডিজাইনের কাজ চলমান আছে।

খুলনা-যশোর-দর্শনা

খুলনা-যশোর-দর্শনা পর্যন্ত ১২৬ কিলোমিটার ব্রডগেজ ডাবল নির্মাণের লক্ষ্যে প্রায় ১,৭০২ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে উক্ত সেকশনে অপারশেনাল ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিসহ অধিক সংখ্যক যাত্রী ও মালবাহী ট্রেন চালু করা সম্ভব হবে। তাছাড়া স্বল্প সময় ও নিরাপদে বিভিন্ন পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণসহ সাধারণ জনগণের নিরাপদ ও আরামদায়ক ভ্রমণ সহজতর হবে।

দর্শনা-পোড়াদহ-ঈশ্বরদী-আব্দুলপুর এবং আব্দুলপুর-সান্তাহার-পার্বতীপুর

দর্শনা-পোড়াদহ-ঈশ্বরদী-আব্দুলপুর পর্যন্ত ব্রডগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ বিদ্যমান রয়েছে। খুলনা-পাবতীপুর করিডোরের অবশিষ্ট সেকশনসমূহ পর্যায়ক্রমে ব্রডগেজ ডাবল লাইনে উন্নীত করা হবে।

পার্বতীপুর-সৈয়দপুর-চিলাহাটি

মংলা-খুলনা-যশোর-দর্শনা এবং আব্দুলপুর-পার্বতীপুর লাইনসমূহ পর্যায়ক্রমে ডাবল লাইনে উন্নীত করার পর পার্বতীপুর-সৈয়দপুর-চিলাহাটি পর্যন্ত ডাবল লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। বিদ্যমান সিঙ্গেল লাইন সেকশনটি পুনর্বাসন করে দ্রুতগতিতে আরো বেশী সংখ্যক ট্রেন চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর অংশ হিসেবে মেইন লাইনসমূহের পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় পার্বতীপুর-সৈয়দপুর সেকশনের পুনর্বাসন কাজ চলমান রয়েছে। তাছাড়া সৈয়দপুর-চিলাহাটি সেকশনের পুনর্বাসন কাজও চলমান রয়েছে।

চিলাহাটি-হলদিবাড়ী

১৯৬৫ সাল হতে চিলাহাটি-হলদিবাড়ী রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ আছে। চিলাহাটি-হলদিবাড়ি রেলরুটটি ব্যবহার করলে ব্রডগেজ ট্রেনযোগে বাংলাদেশের ব্রডগেজ সেকশনের মংলা পোর্ট বা অন্য কোথাও হতে আগত মালামাল সরাসরি ব্রডগেজে ভারত এবং ভুটানের বর্ডার স্টেশন হাশিমারা পর্যন্ত প্রেরণ করা যাবে। বাংলাদেশ অংশে চিলাহাটি হতে চিলাহাটি বর্ডার পর্যন্ত প্রায় ৭.৫ কিলোমিটার রেলপথ পুনর্বাসনের মাধ্যমে এ সেকশন পুনরায় চালু করা সম্ভব। ভারতীয় অংশে চিলাহাটি বর্ডার হতে হলদিবাড়ি পর্যন্ত রেলপথ চালুর লক্ষ্যে দু' দেশের মধ্যে অপারেটিং চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে এ রুটে আন্তঃদেশীয় রেলওয়ে সংযোগ পুনঃস্থাপিত হবে। পরবর্তীতে এ সেকশনে ডাবল লাইন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

যশোর থেকে বেনাপোল, আব্দুলপুর থেকে রোহনপুর এবং পার্বতীপুর থেকে রাধিকাপুর পর্যন্ত ডাবল লাইন নির্মাণ

যশোর থেকে বেনাপোল, আব্দুলপুর থেকে রোহনপুর এবং পার্বতীপুর থেকে রাধিকাপুর পর্যন্ত ডাবল লাইন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশ রেলওয়ের উক্ত সেকশনে অপারেশনাল ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিসহ অধিক সংখ্যক যাত্রী ও মালবাহী ট্রেন চালু করা সম্ভব হবে। তাছাড়া স্বল্প সময় ও নিরাপদে পাথর, কয়লা, বিভিন্ন খাদ্যশস্য, জ্বালানি তেল ইত্যাদি মালামাল সরবরাহ নিশ্চিতকরণসহ সাধারণ জনগণের নিরাপদ ও আরামদায়ক ভ্রমণ সহজতর হবে।

যশোর থেকে বেনাপোল

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রেল যোগাযোগ চালুর পরিকল্পনা হিসেবে যশোর থেকে বেনাপোল পর্যন্ত ডাবল লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

আব্দুলপুর থেকে রোহনপুর

আব্দুলপুর থেকে রোহনপুর সেকশনে পর্যায়ক্রমে ডাবল লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। বিদ্যমান রোহনপুর-রাজশাহী সিঙ্গেল লাইন সেকশনের ট্র্যাকের অবস্থা খারাপ হওয়ায় সেকশনটি পুনর্বাসনের লক্ষ্যে রাজশাহী-রোহনপুর বর্ডার এবং আমনুরা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সেকশনসমূহের পুনর্বাসন কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

পার্বতীপুর থেকে রাধিকাপুর

ভারতীয় অংশের রেললাইন রাধিকাপুর পর্যন্ত মিটারগেজ হতে ব্রডগেজ রূপান্তর করায় এবং বাংলাদেশ অংশের রেললাইন মিটারগেজ থাকায় ২০০৫ হতে এই রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। বিরল-রাধিকাপুর সেকশন পুনরায় চালুর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ অংশে পার্বতীপুর হতে বিরল পর্যন্ত মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েলগেজ এবং বিরল হতে বিরল বর্ডার সেকশনকে ব্রডগেজে রূপান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু সেতুর পার্শ্বে ডুয়েলগেজ বিশিষ্ট পৃথক রেলসেতু নির্মাণ

বঙ্গবন্ধু সেতু চালু হওয়ার পূর্বে বাংলাদেশ ভৌগলিকভাবে যমুনা নদী দ্বারা দুটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। সড়ক ও রেলওয়ের ফেরিই ছিল উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের পর দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। বর্তমানে এ সেতু দিয়ে দৈনিক গড়ে ২৬টি ট্রেন চলাচল করছে। সেতুর ওপর ট্রেনের গতি সর্বোচ্চ ২০ কিলোমিটার-এর কারণে সেতুর সমান্তরাল ডুয়েলগেজ বিশিষ্ট একটি পৃথক রেল সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। দেশের মধ্যে অবাধ মালামাল ও যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল ছাড়াও আন্তর্জাতিক/আঞ্চলিক/উপ-আঞ্চলিক রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে পৃথক রেল সেতুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। উল্লেখ্য, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন "টেকনিক্যাল এসিসটেন্স ফর সাবরিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের আওতায় "বিদ্যমান বঙ্গবন্ধু সেতুর সমান্তরাল যমুনা নদীর ওপর ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন সংস্থাপনসহ রেলসেতু নির্মাণ" এবং "জয়দেবপুর-ঈশ্বরদী সেকশনে ডাবল লাইন নির্মাণ" কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান আছে। এছাড়া, পৃথক রেলসেতু নির্মাণ প্রকল্পটি বৃহৎ হওয়ায় এবং স্থানীয় সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকায় প্রকল্পটি

পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপের (পিপিপি) মাধ্যমে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াধীন আছে। পাশাপাশি বিকল্প হিসেবে বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে অর্থায়নের উৎস সংগ্রহের কার্যক্রমও চলমান রয়েছে।

কালুরঘাটে কর্ণফুলী নদীর ওপর ২য় রেল-কাম-রোড সেতু নির্মাণ

চট্টগ্রামের কালুরঘাটে কর্ণফুলী নদীর ওপর বিদ্যমান ২৩৯ মিটার দীর্ঘ রেল-কাম-রোড সেতুটি ১৯৩০ সালে শুধু রেলসেতু হিসেবে নির্মিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে সেতুটিতে স্টীল ট্র্যাপ প্লেট স্থাপন করে সাময়িকভাবে সড়কযান চলাচলের উপযোগী করা হয়। বিগত ৫০ বছর ধরে উক্ত সেতুর ওপর দিয়ে সড়ক যান চলাচল করে আসছে। বাংলাদেশ Trans Asian Railway Network স্থাপনের অংশ হিসেবে মায়ানমারের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং পর্যটন কেন্দ্র কক্সবাজার পর্যন্ত রেল ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে গুনদুম পর্যন্ত মিটারগেজ সিঙ্গেল রেলওয়ে লাইন নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমটি চলমান থাকলেও চট্টগ্রাম এবং দোহাজারীর মধ্যে সেতু যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন করা না হলে পর্যটন কেন্দ্র কক্সবাজার-এর সাথে রেল যোগাযোগ আকর্ষণীয় করা সম্ভব হবেনা। তাই চট্টগ্রাম হতে দোহাজারী পর্যন্ত নিরাপদ ও দ্রুত ট্রেন চলাচল নিশ্চত করার লক্ষ্যে জরাজীর্ণ (ইকোনমি লাইফ অতিক্রান্ত) বিদ্যমান সেতুর পাশেই আরেকটি সেতু নির্মাণ করার জন্য কালুঘাটে কর্ণফুলী নদীর ওপর ২য় রেল-কাম-রোড সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সম্ভাব্যতা সমীক্ষার চূড়ান্ত খসড়া রিপোর্ট জমা দিয়েছে।

বগুড়া হতে জামতৈল পর্যন্ত নতুন রেলপথ নির্মাণ

রংপুর বিভাগ ও বৃহত্তর বগুড়া জেলাসহ ১০টি জেলার জনসাধারণকে বঙ্গবন্ধু সেতুর উপর দিয়ে ট্রেনযোগে ঢাকায় আসার জন্য ঈশ্বরদী হয়ে দীর্ঘপথ ঘুরে আসতে হয়। এতে সময় ও অর্থের অপচয় হয়। এই সময় ও অর্থ অপচয় রোধে উত্তরবঙ্গের সাথে ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো দ্রুতগামী করার লক্ষ্যে বগুড়া হতে সিরাজগঞ্জ রায়পুরা হয়ে সদানন্দপুর পর্যন্ত নতুন মিটারগেজ রেল লাইন নির্মাণ করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের সময় বগুড়া হতে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত প্রস্তাবিত রেল লাইন নির্মাণ প্রকল্পের জন্য সার্ভে করা হয়েছিল। কিন্তু অর্থায়নের অভাবে উক্ত কার্যক্রমটি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। উক্ত কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করা হলে রাজধানী ঢাকা হতে রেলপথে বগুড়ার প্রায় ১১২ কিলোমিটার পথ কমে যাবে। ফলে ঢাকা হতে লালমনিরহাট পর্যন্ত যাতায়াতে প্রায় ৩ ঘন্টা সময় সাশ্রয় হবে এবং সড়ক পরিবহনের ওপরে চাপ অনেকাংশে কমে যাবে। এছাড়াও শস্য, পাথর, কয়লা সার, তেল এবং ভারত হতে আমদানিকৃত বিভিন্ন মালামাল এ পথে উত্তরবঙ্গ হয়ে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবহন সহজতর ও সাশ্রয়ী হবে।

সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকায়ন

প্রস্তাবিত রেলপথ পুনর্বাসন ও নির্মাণ কাজে সিগন্যালিং ব্যবস্থার সংযোজন ও আধুনিকীকরণের কাজ অন্তর্ভূক্ত থাকবে। তাছাড়া 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা' ২০১৫-এর মধ্যে ১১৩টি স্টেশন ও ২০২১ সালের মধ্যে আরো ৩০টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার মানোন্নয়নের লক্ষমাত্রা নির্ধারিত আছে।

লেভেল ক্রসিং গেট-এর মানোন্নয়ন এবং গুরুত্বপূর্ণ রেল ক্রসিং-এর ওপর ফ্লাইওভার নির্মাণ

বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৮৭৭.১০ কিলোমিটার রেলপথে অনুমোদিত ১৪১২টি ও অননুমোদিত ১০৮৩টি অর্থাৎ মোট ২৪৯৫টি রেল ক্রসিং আছে। নিরাপদ যান চলাচলের স্বার্থে লেভেল ক্রসিংসমূহ আপগ্রেডেশন এবং প্রয়োজনীয় গেটম্যান নিয়োগ অতীব জরুরী। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের লেভেল ক্রসিং গেইটসমুহের মানোন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজধানী ঢাকা ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে গ্রেড সেপারেশনের প্রয়োজন রয়েছে। এ জন্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে রেলপথের ওপর দিয়ে ফ্লাইওভার / ওভারপাস নির্মাণ করা হবে।

পর্যটন কেন্দ্রসমূহে রেল সংযোগ স্থাপন

বাংলাদেশ রেলওয়ের যাত্রী সেবার পরিধি বৃদ্ধি করে দেশি-বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে দেশের পর্যটন কেন্দ্রসমূহের

সাথে পর্যায়ক্রমে রেল সংযোগ স্থাপনে পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে কক্সবাজার, কুয়াকাটা, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও শেরপুরকে রেল নেটওয়ার্ক-এর আওতায় আনা হবে।

জরাজীর্ণ ও মেয়াদ উত্তীর্ণ লোকোমোটিভ কোচ ও ওয়াগন মেরামত / প্রতিস্থাপন / সংগ্রহ

মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন রুটে লাইন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির জন্য ডাবল লাইন নির্মাণ, ডুয়েলগেজে রূপান্তর এবং নতুন রেলপথ সংযোগ করা হলে উক্ত সেকশনে নতুন নতুন ট্রেন পরিচালনার জন্য রোলিংস্টক যথা : লোকোমোটিভ, যাত্রীবাহী কোচ ও মালবাহী ওয়াগন মেরামত ও প্রতিস্থাপন এবং সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে 'রূপকল্প-২০২১' অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়েতে ২০২১ সালের মধ্যে ২৬১ টি (১৭৬টি এমজি ও ৮৫টি বিজি) নতুন লোকোমোটিভ, ৯০০টি (৬০০টি এমজি ও ৩০০টি বিজি) যাত্রীবাহী কোচ ও ৩৪০৩টি নতুন ওয়াগন সংগ্রহ এবং ২৬৩টি পুরাতন লোকোমোটিভ, ১১০৬টি পুরাতন যাত্রীবাহী কোচ ও ১৮৭৭টি পুরাতন ওয়াগন পুনর্বাসনের পরিকল্পনা রয়েছে।

ঘাটতি লোকবল পূরণ

বাংলাদেশ রেলওয়েতে বর্তমানে মঞ্জুরীকৃত ৪০,২৬৪ পদের মধ্যে ১৫,১৭২টি পদ শূন্য রয়েছে যা অবিলম্বে পূরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া রেলপথ সম্প্রসারণের সাথে সাথে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নতুন পদ সৃষ্টি করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

রেলওয়ে অপারেশন ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম আধুনিকীকরণ

বাংলাদেশ রেলওয়েকে একটি আধুনিক রেলওয়েতে রূপান্তরের জন্য বিদ্যমান অপারেশন ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। ট্রেন পরিচালনা গতিশীল করার লক্ষ্যে কম্পিউটার বেইজড অটোমেটিক ট্রেন অপারেশন ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং বিদ্যমান ৭টি কন্ট্রোল রুমের আধুনিকায়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের কার্গো পরিবহন ব্যবস্থা উন্নতকরণের লক্ষ্যে সেন্ট্রাল ওয়াগন কন্ট্রোল সিস্টেম আধুনিকীকরণের জন্য প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। বাণিজ্যিক কার্যক্রম অধিকতর সেবামুখী করার লক্ষ্যে বর্তমানে চলমান কম্পিউটারাইজড সীট রিজার্ভেশন ও টিকেটিং সিস্টেমকে সম্প্রসারণ পূর্বক আধুনিকীকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনসমূহে টিকেট পাঞ্চিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

সিগন্যালিং সিস্টেম আধুনিকায়ন

বাংলাদেশ রেলওয়ের ডিজিটাল কার্যক্রম

১. বাংলাদেশ রেলওয়ে রিফর্ম প্রকল্পের আওতায় রেলওয়ের সকল কার্যাদি ERP (Enterprise Resource Planning) সফটওয়্যার ব্যবহার করে কম্পিউটারাইজড্ করার কাজ চলমান আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৭টি মডিউল যথা: (1) Financial Accounting system (2) Fixed Asset Management system (3) Human Resource Management system (4) Payroll Management system (5) Procurement and Inventory system (6) Project Management system (7) Workshop Maintenance Management system-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল কার্যাদি Automated হবে এবং দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য আইপি বেইজড্ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা যথা রেলওয়ে পিএবিএক্স ফোন, স্টেশন টু স্টেশন ফোন, ট্রেন কন্ট্রোল ফোন প্রবর্তনের প্রক্রিয়া চলছে। ইতোমধ্যেই রেলওয়ের PABX টেলিফোন পদ্ধতি GSM based m-Centrex টেলিফোন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। IP based Trian Control phone (ITC), Station to station phone (STS) Ges Block Communication-এর কার্যক্রম বর্তমানে চলছে, যা আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তাছাড়া, ব্রাঞ্চলাইন সেকশন সমূহও IP based টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আওতাধীন আনার প্রক্রিয়া চলছে।

২. বাংলাদেশ রেলওয়ের চলমান ই-সেবা সমূহ ঃ

১. মোবাইল ফোনের মাধ্যমে রেলওয়ের টিকেট ক্রয় কার্যক্রম।
২। IVR (Interactive Voice Response) এর মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের যাত্রীসেবা।
৩। স্টেশনে অনলাইন যাত্রী সেবা সম্প্রসারণ ঢাকা বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী এবং খুলনা।
৪। ওয়েব সাইট ভিত্তিক ট্রেনের ভাড়া সংক্রান্ত তথ্যাবলী।
৫। ওয়েব সাইট ভিত্তিক ট্রেনের সময়সূচী সংক্রান্ত তথ্যাবলী।
৬। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চলাচলকারী আন্তঃদেশীয় "মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেনে" ভ্রমণ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি রেলওয়ের ওয়েবসাইট (www.railway.gov.bd) যাত্রী সাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।
৭। ওয়েব সাইটের মাধ্যমে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।
৮। অনলাইনে যাত্রী সেবার বিষয়ে মতামত / ফিডব্যাক প্রদানের ব্যবস্থা।
৯। ওয়েবসাইট ভিত্তিক সিটিজেন চার্টার দেখার সুযোগ।

৩. বাংলাদেশ রেলওয়ের বাস্তবায়নাধীন ই-সেবা সমূহ ঃ

ক। TTMS (Train Tracking & Monitoring system) প্রবর্তন করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে যাত্রী সাধারণ মোবাইল ফোনে এসএমএস দ্বারা ট্রেনের বিলম্ব, ট্রেন ছাড়ার সঠিক সময়সহ বিভিন্ন তথ্যাদি জানতে পারবেন।
খ। TIDS (Train Information Display system) স্থাপন করা হচ্ছে যার মাধ্যমে ঢাকা, ঢাকা বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী এবং খুলনা সহ ৬টি রেলওয়ে স্টেশনের যাত্রীগণ টিভি মনিটরে ট্রেন চলাচলের বিভিন্ন তথ্যাদি দেখতে পারবেন।

গ। বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েবসাইটে (www.railway.gov.bd) রেলওয়ে যাত্রী সাধারণের জন্য নিম্নবর্ণিত হালনাগাদ তথ্যাদি সন্নিবেশ করা হয়েছে।

- About BR
- Train Schedules
- Ticket Fares
- Tender Notice

- Document & Publication
- Acts/Rules/Regulations
- Important Link
- Important Information
- Citizen Charter
- Maitree Express Trian
- Contact Us
- e-Ticket Procedure
- Purchase e-Ticket
- All Cadre PMIS

ঘ। ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সাল হতে মন্ত্রণালয়সহ রেলওয়ের উর্ধ্বতন ৯৯ জন কর্মকর্তাকে ইন্টারনেট/ই-মেইল সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের ই-সেবা এবং ওয়েবসাইট ব্যবহার বান্ধব (User friendly) করা হয়েছে। যে কোন বাংলাদেশি নাগরিক তার সেল ফোন হতে খুব সহজেই প্রয়োজন মত রেলওয়ের ই-সেবা পেতে পারেন। নেট ব্যবহারকারীগণ সহজেই বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েবসাইট সার্চ করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পেতে পারেন।

ঙ। রেলওয়ের মাসিক অপারেশনাল রিভিউ মিটিং-এ ই-সেবা এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েবসাইট (www.railway.gov.bd) এর নিম্নলিখিত উপস্থাপন করা হয় :

(১) মাসওয়ারী প্রাপ্ত ফিডব্যাক-এর উত্তর প্রদানের সংখ্যা।

(২) মাসওয়ারী রেলওয়ের ওয়েবসাইটে টেন্ডার নোটিশ আপলোড-এর সংখ্যা।

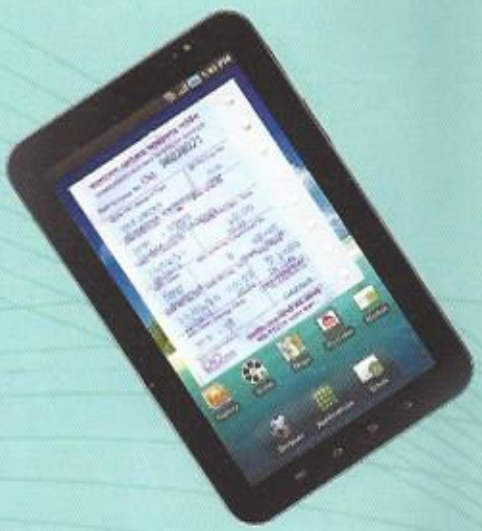

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে টিকেট ক্রয় সেবা উদ্বোধন করেন (০৪ মার্চ, ২০১০)

ঢাকা-কলকাতার মধ্যে চলাচলরত মৈত্রী এক্সপ্রেসের তথ্যাদি

১। ট্রেনের নাম ও নম্বর ঃ "মৈত্রী এক্সপ্রেস" বাংলাদেশী রেক ঢাকা - কলকাতা নং-৩১০৭, কলকাতা - ঢাকা নং ৩১০৮ ভারতীয় রেক কলকাতা - ঢাকা নং-৩১০৯, ঢাকা - কলকাতা নং-৩১১০।

২। দূরত্ব ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট হতে কলকাতার প্রকৃত দূরত্ব ৩৯৬ কিঃমিঃ এবং ভাড়া আদায়যোগ্য দূরত্ব ৫৩৮ কিঃমিঃ। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট-দর্শনার দূরত্ব ২৭৬ কিঃমিঃ। দর্শনা-কলকাতা ১২০ কিঃমিঃ। ঢাকা-দর্শনা দূরত্ব ২৮৮ কিঃমিঃ।

৩। চলাচলের দিন ঃ বাংলাদেশী রেক ঢাকা ছাড়ে - শুক্রবার, কলকাতা ছাড়ে - শনিবার। ভারতীয় রেক কলকাতা ছাড়ে- মঙ্গলবার, ঢাকা ছাড়ে - বুধবার। শুরুতে উভয় পথে (ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা ও কলকাতা-ঢাকা-কলকাতা) শনিবার ও রবিবার ট্রেন চলাচল করত।

যাত্রার পূর্বের দিন ১৭:০০ ঘটিকা পর্যন্ত বৈধ পাসপোর্ট ও ভিসা প্রদর্শন সাপেক্ষে ঢাকা স্টেশন থেকে ট্রেনের টিকেট নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করা যায়।

৪। শ্রেণী ও ভাড়া ঃ

শ্রেণী	ভাড়া		ভ্যাট	ভ্রমণ কর	সর্বমোট	অপ্রাপ্ত
	ডলার	(টাকা)	১৫%	৩০০/-		৫ (পাঁচ) বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা যে কোন শ্রেণীতে ৫০% ভাড়ায় ট্রেন ভ্রমণের সুযোগ পেয়ে থাকে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আসন	২০	১৪০০	২১০	৩০০	১৯১০.০০	
স্নিগ্ধা (এসি চেয়ার)	১২	৮৪০	১২৬	৩০০	১২৬৬.০০	
শোভন চেয়ার	০৮	৫৬০	-	৩০০	৮৬০.০০	

৫। যাত্রী ব্যাগেজের ওজন ও মাশুল ঃ যাত্রীগণ তাদের সংগে নিম্নবর্ণিত ওজনে বিনা মাশুলে এবং মাশুল প্রদান সাপেক্ষে ব্যাগেজ বহন করতে পারেন ঃ-

যাত্রী সংখ্যা	বিনা মাশুলে ব্যাগেজের ওজন	ফ্রি লাগেজের অতিরিক্ত ওজনের জন্য মাশুলের হার	
একজন প্রাপ্ত বয়স্কযাত্রী	২টি ব্যাগেজে বা ব্যাগে সর্বোচ্চ ৩৫ কেজি	৩৫ কেজির উর্ধ্বে ৫০ কেজি পর্যন্ত	২ ইউএস ডলার (কেজি প্রতি)
		৫০ কেজি পর্যন্ত	১০ ইউএস ডলার (কেজি প্রতি)
একজন অপ্রাপ্ত বয়স্কযাত্রী	২টি ব্যাগেজে বা ব্যাগে সর্বোচ্চ ২০ কেজি	২০ কেজির উর্ধ্বে ৩৫ কেজি পর্যন্ত	২ ইউএস ডলার (কেজি প্রতি)
		৩৫ কেজি পর্যন্ত	১০ ইউএস ডলার (কেজি প্রতি)

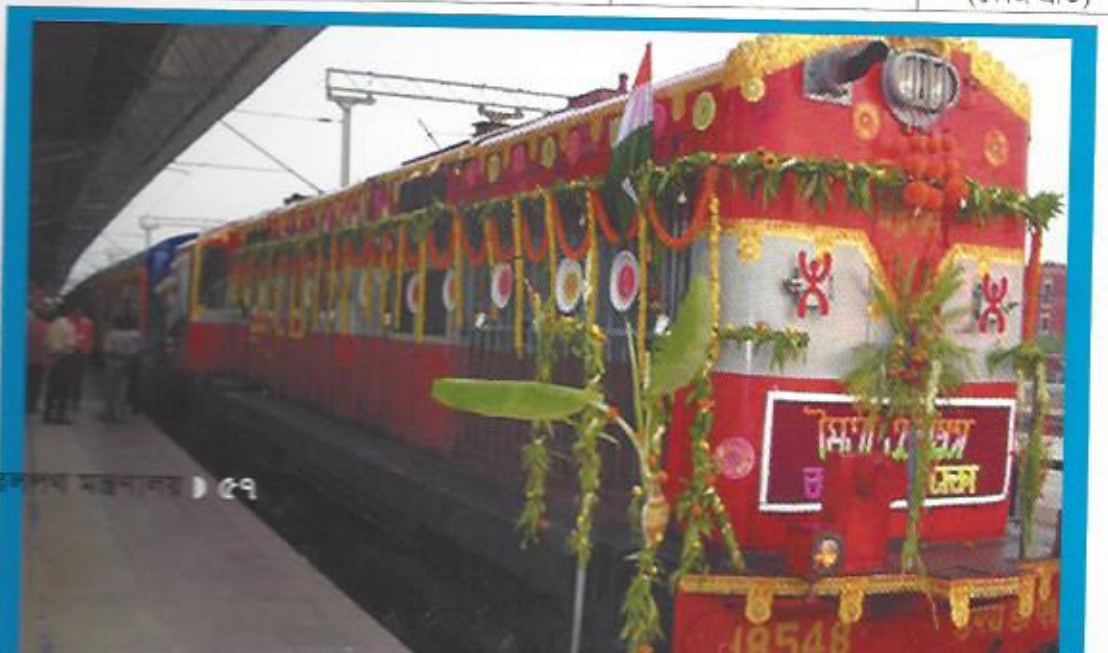

৬। ক্যাটারিং সার্ভিস ঃ উক্ত ট্রেনে সম্মানিত যাত্রীদের সুবিধার্থে সংযোজিত খাবার গাড়ীতে হালকা খাবার ও পানীয়ের ব্যবস্থা রয়েছে, যা যাত্রী কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে সংগ্রহ করা যায়।

৭। ট্রেনের সময়সূচী ঃ
ট্রেন ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ছাড়ে ৮-১০ (বিএসটি), কলকাতা পৌঁছে ১৮-১০ (আইএসটি)
কলকাতা ছাড়ে ঃ ০৭-১০ (আইএসটি), ঢাকা পৌঁছে ঃ ১৮০৫ (বিএসটি)
শুরুতে ট্রেনটির ভ্রমণ সময় ছিল ১৩ ঘন্টা যা বর্তমানে ১০ ঘন্টা ২৫ মিনিট।

৮। ট্রেনের বর্তমান কম্পোজিশন ও শ্রেণী ভিত্তিক আসন সংখ্যা ঃ

বাংলাদেশী রেক		ভারতীয় রেক	
কোচের ধরন ও সংখ্যা	আসন সংখ্যা	কোচের ধরন ও সংখ্যা	আসন সংখ্যা
এসি সীট (কেবিন-১)	৩৬ সীট	এসি সীট (কেবিন)-১	২৭ সীট
এসি চেয়ার (কেবিন)-১	৮০ সীট	এসি চেয়ার-১	৭৩ সীট
পাওয়ার কার-১	১৬ সীট	নন-এসি চেয়ার-১	১০৬ সীট
সিডিআর-২	৫১ x ২ = ১০২ সীট	এসএলআর-২	৯০ x ২ = ১৮০ সীট
নন-এসি চেয়ার	৯২ সীট	ডাইনিং কার-১	-
৬/১২ টি কোচ	মোট ঃ = ৩২৬ সীট	৬/১২ টি কোচ	মোট ঃ ৩৮৮ সীট

শুরুতে রেক কম্পোজিশন ও আসন সংখ্যা ঃ

বাংলাদেশী রেক		ভারতীয় রেক	
কোচের ধরন ও সংখ্যা	আসন সংখ্যা	কোচের ধরন ও সংখ্যা	আসন সংখ্যা
এসি সীট (কেবিন-১)	৩৬ সীট	এসি সীট (কেবিন)-১	২৭ সীট
এসি চেয়ার -১	৮০ সীট	এসি চেয়ার-১	৭৫ সীট
নন-এসি চেয়ার-২	৯১ x ২ = ১৮৪	নন-এসি চেয়ার-২	১০৮ x ২ = ২১৬ সীট
পাওয়ার কার-১	১৬ সীট	ডাইনিং কার-১	-
সিডিআর-২	৫১ x ২ = ১০২ সীট	এসএলআর-২	(২০+৬) x ২ = ৫২ সীট
৭/১৪ টি কোচ	মোট ঃ = ৪১৮ সীট	৭/১৪ টি কোচ	৩৮৮+১২ সীট

৯। ভ্রমণ সময় কমানোর জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের সর্বশেষ প্রস্তাব ঃ বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষ হতে ভ্রমণ সময় কমানো এবং সেবার মান উন্নত করার লক্ষ্যে যাত্রী ব্যাগেজ বিমানের ন্যায় রেলওয়ের ব্যবস্থাপনায় ট্রেন কম্পোজিশনের নির্দিষ্ট স্থানে বহন করার ব্যাপারে গত মে/২০১২ মাসে দিল্লীতে Empowered Joint Group-এর সভায় যাত্রী ব্যাগেজ বিমানের ন্যায় রেলওয়ের ব্যবস্থাপনায় ট্রেন কম্পোজিশনের নির্দিষ্ট স্থানে বহন করার ব্যাপারে নীতিগতভাবে একমত হয়। গত ১৪-১৬, জানুয়ারী/২০১৩ সময়ে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তঃদেশীয় সরকারী রেলওয়ে সভায় বিষয়টি পুনঃআলোচিত হয়। Air-line pattern of luggage booking in SLR পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে উভয় দেশের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। শীঘ্রই তাঁরা সরেজমিনে পরীক্ষা পূর্বক বিষয়টি বাস্তবায়িত করার নিমিত্ত সভা করবেন।

১০। গড় যাত্রীসংখ্যা ঃ

Month	DA-KOL	KOL-DA	TOTAL
July/12	1488	1498	2986
Aug/12	2024	1287	3311
Sep/12	1608	1749	3357
Oct/12	1709	1720	3429
Nov/12	1958	1758	3716
Dec/12	2191	2039	4230

১১। খুলনা-কলকাতা-খুলনা রুটে ২য় মৈত্রী চালুকরণ ঃ
খুলনা-কলকাতা-খুলনা রুটে একজোড়া মৈত্রী এক্সপ্রেস চালু করতে ভারত সরকারকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পত্র দেয়া হয়েছে। কিন্তু ভারতের পক্ষ হতে এখনও কোন জবাব পাওয়া যায়নি। তবে গত ১৪-১৬ জানুয়ারী, ২০১৩ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় Field Official সমন্বয়ে গঠিত কমিটি Viability পরীক্ষান্তে সিদ্ধান্ত দেয়া হবে বলে ভারতীয় পক্ষ জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ রেলওয়ের মাস্টার প্ল্যান

বাংলাদেশ রেলওয়েকে একটি আধুনিক যুগোপযোগী যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বর্তমান সরকার ২০ বছর মেয়াদী একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করেছে। মাস্টার প্ল্যানে ৪টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ২৩৩৯৪৪.২১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩৫টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। রেলওয়ে মাস্টার প্ল্যানটি ৩০ জুন ২০১৩ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে।

অনুমোদিত মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নে বিভিন্ন মেয়াদের কার্যক্রমসমূহ

রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে যে মাস্টার প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে তা ২০১০-১১ থেকে ২০২৯-৩০ পর্যন্ত ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে ৪টি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে।

১ম পর্যায়:

১ম পর্যায়ে প্রস্তাবিত ১১৩টি প্রকল্পের মধ্যে ৪৮টি প্রকল্প বর্তমানে চলমান, জিওবি অর্থায়নে ৩১টি নতুন প্রকল্প এবং বৈদেশিক অর্থায়নে অপর ৩৪টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। ৪৮টি চলমান প্রকল্পের জন্য ব্যয় ২৩৭৮২ কোটি টাকা, জিওবি অর্থায়নে ৩১টি নতুন প্রকল্পের জন্য ৯৯২৫ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক অর্থায়নে ৩৪টি প্রকল্পের জন্য ৯৪২৬৪ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

২য় পর্যায়:

২য় পর্যায়ে ৪৮টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। এর মধ্যে জিওবি অর্থায়নে ২৫টি এবং বৈদেশিক অর্থায়নে ২৩টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।

৩য় এবং ৪র্থ পর্যায়:

উভয় পর্যায়ে ৩৭টি করে সমসংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে এবং সব প্রকল্প জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হবে। ৩য় পর্যায়ে মোট প্রকল্প ব্যয় ৪৩৯৭০ কোটি টাকা এবং ৪র্থ পর্যায়ে মোট প্রকল্প ব্যয় ৩৩৮৭০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতি, গৃহীত নীতিমালা ও তহবিল যোগানের ভিত্তিতে প্রতিটি পর্যায়ে প্রকল্পের সংখ্যা এবং বিন্যাস পরিবর্তিত হতে পারে যার ফলে প্রকল্প ব্যয় হ্রাস বা বৃদ্ধি পেতে পারে। এ ছাড়াও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা আগ্রহ প্রকাশ করলে জিওবি অর্থায়নে যেকোন প্রকল্প তাদের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হতে পারে। অপর দিকে কোন প্রকল্পে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা আগ্রহ না দেখালে জরুরী প্রয়োজনে তা জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হবে।

সার্কের আওতায় Expert Group for Finalizing of Railways Agreement সভা আয়োজন ঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় গত ১৯-২০ জুন ২০১৩ ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় সার্কের আওতায় Expert Group for Finalizing of Railways Agreement-এর তৃতীয় বৈঠকের আয়োজন করে। উক্ত সভায় সার্ক সচিবালয়-এর প্রতিনিধিসহ বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা পাকিস্তান সার্কভুক্ত দেশসমূহের সর্বমোট ৩২জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় রেলপথ মন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এমপি এই সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ২০ বছরে যে সকল প্রকল্প পর্যায় ভিত্তিক (ফেজ ওয়াইজ) চিহ্নিত করা হয়েছে; তা নিম্নে দেখানো হলো ঃ

List of Phase-I Projects (2010-11 to 2014-15 i.e. July 2010 to June 2015): Ongoing:

Sl. No.	Project Name	Cost (Crore Taka)
01	Bangladesh railway sector improvement A. Construction of double line between Tongi & Bhairabbazar with Signalling System B. Reforms of Bangladesh Railway	2288.00
02	Procurement of 1 BG & MG Mixed Under- Floor wheel Lathe Machine	20.33
03	Rehabilitation of Fouzdarhat-CGPY-SRV-CTG Sections In East Zone of BR	87.23
04	Rehabilitation of Rajshahi-Rohanpur Border & Amnura-Chapain-awabganj Sections of BR	155.47
05	Rehabilitation of Lalmonirhat-Burimari Sections of BR	174.70
06	Remodelling of Khulna Railway Station & Yard and Development of Operational Facilities of Benapole Railway Station	40.10
07	Dhaka-Chittagong Railway Development Project : 1) Improvement of Pahartali Workshop. 2) Procurement of 11 Nos. MG Locomotives. 3) Consultancy Engineering services for Dhaka-Chittagong Railway Development Project & Skill Development Program. 4) Construction of Double Line Track between Laksam and Chinkiastana. 5) Chittagong Railway Station Yard Remodelling (1st Revised).	2540.73
08	Rehabilitation of Gouripur-Jariajhangail and Shamganj-Mohan-ganj Sections of BR	180.90
09	Rehabilitation of 200 MG & 60 BG Passenger Coaches for BR.	122.26
10	Export Infrastructure Development Project	1140.43
11	Balance Work of Rehabilitation of Main Line Section of BR (West Zone)	149.87
12	Rehabilitation of Saidpur-Chilahati sections of BR.	185.09
13	Rehabilitation & Modernization of signalling system of 13 stations at Joydebpur-MYN section.	107.49
14	Rehabilitaton & Construction of Pachuria-Faridpur-Bhanga Sections of BR.	267.47
15	Conversion of Parbatipur-Kanchan-Panchagarh & Kanchan-Birol Metre Gauge section Into Dual Gauge section and Birol-Birol Boarder Section	981.71

16	Rehabilitation of Mymensing-Jamalpur-Dewan-Ganj Bazar section of Bangladesh Railway.	212.98
17	Modernization of Saidpur Railway Workshop.	122.22
18	Procurment of 1 no. 60 Ton capacity MG and 1 no. 80 ton capacity BG cranes for accident relief train.	107.16
19	Construction of single line MG Railway Track from Dohazari to Cox's Bazar via Ramu and Ramu to Gundum near Myanmer	1852.35
20	Procurement of 180 Nos. BG Bogie Oil Tank Wagon & 6 nos. BG Bogie Brake Vans (Revised 165 Nos. BG Bogie Oil Tank Wagon & 6 nos. BG Bogie Brake Vans) for Bangladesh Railway.	195.41
21	Procurement of 125 Nos. BG Passenger Coaches.	353.25
22	Procurement of 10 Nos. BG Diesel Electirc Locomotives.	208.61
23	Procurement of 50 Nos. MG flat wagon (BFCT) & 5 Nos. MG brake van with air brake for carrying container.	31.38
24	Rehabilitation of Kalukhali-Bhatiapara section and construction of Kashiani- Gopalganj-Tungi Para new rail line	1101.13
25	Construction of a new railway line from Ishurdi to Dhalarchar via Pabna	982.87
26	Rehabilitation of Laksham-Chandpur section of Bangladesh Railway.	168.67
27	Construction of 2nd Bhairab & 2nd Titas Bridges with approach Rail Lines of BR.	959.21
28	Procurement of 150 Nos. MG Passenger Carriages .	556.31
29	Construction of Khulna - Monla Port rail Link including Feasibility Study	1721.39
30	Procurement of 170 MG Flat bogie wagon and 11 bogie brake van for carrying containers.	96.61
31	Procurement of 264 Nos. MG Passenger Coaches and 2 Nos. BG Inspection Cars.	983.25
32	Rehabilitation of Fateabad-Nazirhat & Sholashhor -Dohazari sections of BR..	203.50
33	Procurement of 30 Nos. BG DE Locomotives .	607.80
34	Procurement of 10 Nos. (3 Unit Set) Diesel Electric Mulliple Unit (DEMU) of Bangladesh Railway	331.32
35	Procurement of 100 Nos. MG Bogie Tank Wagon and 5 Nos. MG Brake Vans with air brake equipment for carrying aviation fuel.	77.08
36	Procurement of 20 sets (1 set consists of 3 units) Diesel Electric Multiple Unit (DEMU) for Bangladesh Railway (Revised).	654.43
37	Rehabilitation of Kulaura-Shahbazpur section of Bangladesh Railway	117.68

38	Survey/Feasibility Study for construction of Railway Line from Nazirhat to Panua.	1.98
39	Procurement of 70 MG DE Locomotives for BR.	1945.89
40	Feasibility Study for construction of Railway Line from Navaran	11.56
41	to Munsiganj Via Satkhira Sector Improvement of Bangladesh Railway Under 2nd PFR of ADB : 1) Rehabilitation of Different Station Yards & Extension of Loop Lines between Darshana-Ishurdi-Sirajganj. 2) Improvement of signaling system at 11 stations in Darsana-Ishurdi section. 3) Technical Assistance for supervision of consultancy service for sector improvement projects of BR under 2nd PFR of ADB.	280.79
42	Replacement and modernization of signaling & interlocking system at 11 stations in Chinki astana-Chittagong section of East Zone of BR.	224.68
43	Construction of 3rd & 4th Dual Gauge Railway track between Dhaka-Tongi sectio and doubling of dual gauge track between Tongi-Joydevpur section including signalling works.	848.60
44	Through Renewal of Worn out Rail and allied works in Chinki astana - Ashuganj Section of BR.	233.92
45	Technical Assistance for Institutional support of BR.	15.98
46	Technical Assistance for feasibility study,safeguard policy study, detailed engineering design & tendering services for project under World Bank funding.	13.82
47	Technical Assistance for Project Preparation towards implementation of "Export Infrastructure Development Project" under World Bank (WB) financing.	11.02
48	Technical Assistance for Sub Regional Rail Transport Project Preparatory Facility.	107.58
	Total on-going project costs	**23,782.21**

Phase I: Projects to be taken under GOB Fund only:

Sl. No.	Project Name	Cost (Crore Tk)
1	Rehabilitation of 58 Nos. (41 MG & 17 BG) Locomotives of BR	208
2	Rehabilitation and Up-gradation of Level Crossing Gates of East Zone of Bangladesh Railway.	551
3	Rehabilitation and Up-gradation of Level Crossing Gates of West Zone of Bangladesh Railway.	539
4	Rehabilitation of Important Railway Bridges in East Zone of BR.	136

5	Construction of Broad Gauge Rail Line Between Darsana-Mujibnagar (via Damurhuda) and upto Meherpur.	621
6	Expansion of existing Computer Based Interlocking Colour light Signalling System to the newly Construction 3rd Line four station of Ishurdi-Joydebpur Section in west Zone of Bangladesh Railway.	229
7	Rehabilitation of Sylhet-Chatak Bazar section of Bangladesh Railway.	105
8	Conversion of BG railway line into Dual Gauge from Rajshahi to Abdulpur.	428
9	Construction of overpass/fly over in important level crossing gates in Dhaka.	200
10	Rehabilitation of 200 Nos. MG Passenger Coaches for East Zone of BR.	93
11	Rehabilitation of 50 Nos. MG & 50 Nos. BG Passenger Coaches for West Zone of BR.	42
12	Conversion of Kadamtali, Chittagong bridge workshop into modern track machine & Maintenance shop in East Zone.	150
13	Construction of modern track machine & maintenance shop in West Zone.	345
14	Rehabilitation of Rail line from Jamtoil-Take- of-Point to Sirajgonj Bazar and Conversion of BG railway line into Dual Gauge.	40
15	Feasibility Study for construction of circular MG rail line around Dhaka city.	10
16	Extension and Modernization of Ishurdi and Khulna Loco Shed.	83
17	Extension and Modernization of Diesel Workshop and Carriage Depot of BR.	130
18	Construction of Amnura Bypass line consedering one main line (1.3 KM) & one loop line (0.70 K/M).	21
19	Construction of 2 (two) nos. 'B' Class Station at Kaliakoir & Elenga in between Mirzapur-Mouchak Station and Tangail-Bangabandhu Setu East Station.	42
20	Construction of Dual Gauge Standard MG Double Line from Joydebpur to Mymensingh section of BR.	522
21	Rehabilitaton of Bhairab Bazar-Mymensingh section of B. Railway.	179
22	Conversion of MG railway line into Dual Gauge from Parbatipur to Kaunia of BR.	490
23	Rehabilitation of existing goods section of Chittagong-SRV-CGPY-Dry Dock section and extension of the same upto Shah Amanat Airport, Chittagong for introduction of Circular Passenger Train Service around Chittagong-SRVCGPY-Saltgola-Dry Dock-Shah Amanat Airport-Dry Dock-Saltgola-CGPYFouzderhat-Chittagong (Phase-1).	209
24	Construction of rail link with Uttara EPZ.	132
25	Rehabilitation of Bonarpara-Kaunia section of BR.	111
26	Procurement of 26 Nos. BG luggage van & 4 nos. BG Shovon chair car with pantry & guard brake.	119
27	Enhancement of productivity of MG PC Sleeper plant at Chatak bazar.	200
28	Remodeling of Parbatipur and Phulbari railway stations of BR.	41

29	Feasibility study for constructing double track in Dhaka-Sylhet, Dhaka-Parbatipur, Dhaka-Rajshahi and Dhaka-Khulna railway corridors.	13
30	Construction of overpass on Gopibag Level Crossing Gate No. E/9 in Dhaka City.	36
31	Contingent projects	3900
	Total costs of GOB funded Projects	**9925**

Phase I: Projects need to be funded by Foreign Assistance

Sl. No.	Project Name	Cost (Crore Tk)
1	Construction of Railway Bridge at Moukuri-Dhalar Char point over River Padma to connect Pabna and Rajbari with the existing railway network	1600
2	Construction of Elevated Chord Line from Dhaka to Comilla.	15000
3	Construction of separate dual gauge double line railway Bridge over river Jamuna parallel to the existing Bangabandhu Bridge.	8000
4	Construction of a new Carriage Workshop inside Saidpur Workshop of BR.	415
5	Construction of Dual Gauge line in Dhaka-Narayanganj section.	416
6	Construction of Inland Container Depot (ICD) near Dhirasram Railway Station.	1200
7	Construction of 2nd Rail-Cum-Road Bridge over the river Karnafuli (near Kalurghat Bridge).	1050
8	Construction of Double Line from Laksam to Akhaura.	3250
9	Procurement of 70 BG Air Conditioned Passenger Coaches for BR.	605
10	Replacement and modernization of signaling & interlocking system at 20 stations between Ishurdi-Parbatipur and 5 stations between Rajshahi-Abdulpur.	300
11	Construction of Bangladesh portion of Akhaura-Agartala rail link.	500
12	Construction of connecting railway links from Tungipara to Faqirhat and via Rupsha to Mongla port.	1500
13	Procurement of 200 MG Passenger Coaches for BR.	1342
14	Construction of BGML Standard Double Line from Akhaura to Sylhet including Signalling.	7000
15	Construction of BGML Standard Double Line from Khulna to Parbatipur including Signalling	8600

16	Procurement of 3 Nos. MG Diesel Electric Locomotives connecting with 2 Nos. new AC Trains with 40 Nos. AC Passenger Coaches for Dhaka-Chittagong and Dhaka-Sylhet routes.	500
17	Construction of Rail Bridge Over the river Jamuna near Bahadurabad – Phulchari Ghat.	16000
18	Constractuon of of a Diesel Electric Multiple Unit (DEMU) Maintenance workshop in Chittagong/Dhaka and two different EEMU inspection Sheds in Dhaka and in Chittagong.	50
19	Replacement and modernization of signaling & interlocking system at 23 stations in Shantahar-Bonarpara-Lalmonirhat section of West Zone of BR.	375
20	Procurement of 100 MG & 50 BG Stainless Steel Passenger Coaches for BR.	1082
21	Expansion of Meter Gauge Concrete Sleeper Plant of Chatak Bazar into Broad Gauge and Dual Gauge Concrete Sleeper Plants.	101
22	Procurement of 5 sets (1 set consists of 6 units) of BG Diesel Electric Multiple Unit (DEMU) for introducing commuter trains in Broad Gauge sections.	375
23	Construction of railway line from Bhanga to Mawa including rail link over Padma Bridge.	3046
24	Construction of Railway Line from Dhaka to Mawa.	3046
25	Construction of new Meter Gauge Rail Link between Bogra and Sadanandapur via Sirajgonj Raipur.	1510
26	Introduction of Electric Traction in Dhaka-Chittagong Railway Corridor	8000
27	Replacement and modernization of signaling & interlocking system at 3 stations in Ashugonj-Akhaura section of BR.	40
28	Construction of Double Railway Line from Khulna to Darshana.	1702
29	Construction of Broad gauge line between Bhanga-Jessore.	2500
30	Construction of new broadgauge line between Bhanga-Barisal.	2858
31	Procurement of 400 MG Passenger Coaches for BR.	2080
32	Capacity enhancement of Railway Training academy (RTA) through improvement of training modules and facilitate other logistics.	172
33	Capacity enhancement for project management in BR.	39
34	Environmental Audit of Bangladesh Railway.	10
	Total costs of the possible foreign aided projects	**94264**

Phase II (July 2015- June 2020):

The second 5 year phase includes the projects listed in Table 9-2. These are expected to be implemented by the period from July 2015 to June 2020 (2015-16 to 2019-20).

PHASE II: RAILWAY PROJECTS TO BE TAKEN DURING JULY 2015 TO JULY 2020

Phase II: Projects to be taken by GOB Fund

Sl. No.	Project Name	Cost (Crore Tk)
1	Construction of Meter Gauge Double line in DG Standard from Mymensingh to Jamalpur of BR.	1200
2	Procurement of 100 Nos. BG Coaches for BR.	660
3	Procurement of 200 Nos. MG Coaches for BR.	1000
4	Modernization of Saidpur Bridge Workshop of West Zone of BR.	750
5	Procurement of 145 Nos. BG Bogie Oil Tank Wagon & 5 Nos. BG Bogie Brake Vans for BR.	180
6	Rehabilitation of Jamalpur-Tarakandi section of BR.	350
7	Construction of rail link with Ishurdi EPZ.	150
8	Repair & Rehabilitation of Locomotive Workshops, Carriage & Wagon Workshops, Loco sheds and Carriage & Wagon Depots of BR for capacity enhancement.	1600
9	Rehabilitation of Important Railway Bridges in West Zone of BR.	200
10	Feasibility Study for constructing Ashugonj-Noapara Chord line for BR.	30
11	Construction of overpass/flyover on all important Level Crossing of BR (Phase-I)	1000
12	Rehabilitation of 200 Nos. MG Passenger Coaches for East Zone of BR.	200
13	Rehabilitation of 150 Nos. BG Passenger Coaches for West Zone of BR.	250
14	Renovation of Central Railway Building in Chittagong as a Heritage Building including beautification of surrounding areas of CRB.	25
15	Construction of a new BG & DG Concrete sleeper Plant at Parbatipur.	300
16	Procurement of 100 Nos. MG Bogie Oil Tank Wagon & 5 Nos. MG Bogie Brake Vans for BR.	150

17	Repair & Rehabilitation of Wooden Sleeper Treatment Plant of BR.	10
18	Feasibility Study for constructing Railway line from Hathazari to Rangamati.	15
19	Feasibility Study for constructing Railway line from Hathazari to Khagrachori.	15
20	Re-opening of Lalmonirhat-Moghalhat section.	50
21	Development of Darshana Inter-change Yard.	50
22	Development of Rohonpur Inter-change Yard.	50
23	Construction of Railway Bypass for Abdulpur, Parbotipur & Kawnia.	250
24	Construction of Chilahati-Chilahati Boarder Railway line.	35
25	Re-opening of Rupsha-Bagherhat Railway line.	500
	Total costs of the GOB funded projects for Phase- II	**9020**

Phase II: Projects expected to be funded during phase-2 by Development Partners

Sl. No.	Project Name	Cost (Crore Tk)
1	Construction of Elevated Circular Rail Line around Dhaka City.	2500
2	Construction of Dual Gauge Double Track from Joydebpur to Bangabandhu Bridge East.	2600
3	Construction of Dual Gauge Double Track from Bangabandhu Bridge West to Ishurdi.	2600
4	Procurement of 100 Nos. Broad Gauge AC passenger carriages for BR.	800
5	Replacement and modernization of signaling & interlocking system at 20 stations between Ishurdi-Parbatipur and 5 stations between Rajshahi- Abdulpur.	600
6	Construction of connecting railway link from Tungipara to Fakirhat via Rupsha to Mongla port.	2500
7	Introducing Ticket Punching System in important stations of BR.	250
8	Rehabilitation of Shayestagonj-Balla section of BR.	300

9	Procurement of 100 Nos. Broad Gauge stainless steel passenger carriages for BR.	1200
10	Installation of 33/11 KVA 10 MVA Sub-Station and Power supply system in Dhaka.	100
11	Feasibility study for constructing connectivity with Sonadia deep sea port.	20
12	Human Resource Development of BR Officials and Personnel through skill development training.	100
13	Preparatory Technical Assistance in Investment Projects for Regional Railway Connectivity.	18
14	Conversion into Dual Gauge of Santahar-Bogra-Kawnia section.	3000
15	Strengthening/Reconstruction of Hardinge Bridge.	1500
16	Improvement of ICT Infrastructure of BR.	400
17	Enhancement of beautification & commercial use of station areas of Dhaka, Tejgaon, Cantonment, Airport, Narayangonj & Tongi station.	100
18	Enhancement of beautification & commercial use of station areas of Chittagong, Sylhet & other important stations of East Zone of BR.	150
19	Enhancement of beautification & commercial use of station areas of Rajshahi & other important stations of West Zone of BR.	200
20	Introducing Computer based Automatic Train Operation System in BR.	50
21	Feasibility study for constructing Railway line from Barisal to Kuakata.	25
22	Skill Development Program for use of LOB system and ERP Software.	50
23	Human Resource Development Program for BR (Phase-2).	50
	Total costs of expected Foreign Assistance Projects during Phase-II	**19113**

Phase-III (July 2020- June 2025):

The third 5 year phase starts from 2020-21 to 2024-25 and includes the projects listed in Table 10.3.

Phase III: Railway Projects To Be Taken During July 2020 To June 2025

Sl. No.	Project Name	Cost (Crore Tk)
1	Conversion into Dual Gauge Track of Dhaka-Khulna Corridor.	7500

2	Construction of Railway connectivity with Cox's Bazar Deep Sea Port.	1000
3	Construction of Railway connectivity in between Panchagor-Chilahati-Hatibandha of BR.	1500
4	Construction of Railway connectivity between Hathazari-Rangamati.	1800
5	Construction of Rail line from Barisal to Kuakata.	3000
6	Construction of circular rail line around Dhaka city.	4000
7	Construction of Rail line from Jamalpur to Tourism Spots of Sherpur.	3000
8	Rehabilitation of Main Line section of BR (East Zone) Phase -I	1000
9	Rehabilitation of Main Line section of BR (West Zone) Phase - I	1000
10	Rehabilitation and Reconstruction of station buildings of East and West Zones of BR (Phase - I)	500
11	Rehabilitation and Reconstruction of Recidential & Service buildings of East and West Zones of BR (Phase - I)	500
12	Rehabilitation of Major Bridges of East and West Zones of BR (Phase-1).	1000
13	Modernization of Railway Training Academy and construction of Railway Museum with enhancement of training facilities.	500
14	Introduction of Electric Traction in Khulna-Parbotipur section.	5000
15	Construction of flyovers over important Level Crossing Gates of East & West Zones of BR (Phase - I)	500
16	Strengthening of Track Maintenance Units of BR.	200
17	Modernization of Railway Hospitals & Construction of Medical Colleges in Dhaka & Chittagong of BR.	600
18	Rehabilitation & Modernization of Workshops of BR (Phase-1).	500
19	Rehabilitation & Modernization of Signalling System of Dhaka-Chittagong Section.	500
20	Rehabilitation & Modernization of Signalling System of Joydebpur-Jamtoil Section.	200
21	Rehabilitation & Modernization of Signalling System of Jamtoil-Ishurdi Section.	200
22	Modernization of Railway Train Control System of BR for the purpose of the development of Train Control System.	200
23	Procurement of Track Maintenance Instruments for BR.	100

24	Procurement of Track Tamping and Ballast Regulator Machines for BR.	200
25	Procurement of Track Laying Machine for BR.	100
26	Rehabilitation of 50 Nos. BG Diesel Electric Locomotive of BR.	300
27	Rehabilitation of 50 Nos. MG Diesel Electric Locomotive of BR.	250
28	Rehabilitation of 250 Nos. BG Passenger Coach of BR.	250
29	Rehabilitation of 250 Nos. MG Passenger Coach of BR.	200
30	Rehabilitation of 250 Nos. BG Wagon of BR.	150
31	Rehabilitation of 250 Nos. MG Wagon of BR.	120
32	Procurement of BG Locomotives for BR (Phase - I)	2000
33	Procurement of MG Locomotives for BR (Phase - I).	2000
34	Procurement of BG Coaches for BR (Phase - I).	1500
35	Procurement of MG Coaches for BR (Phase - I).	1000
36	Procurement of Flat Container Wagons including Brake Vans for BR (Phase -I).	800
37	Procurement of Oil Tank Wagons including Brake Vans for BR (Phase - I) .	800
	Total costs for the phase - III Proposed Projects	**43970**

Phase-IV (July 2025- June 2030):

Phase-IV is the last phase of the Railway Master Plan that starts from Financial Year 2025-2026 and ends in Financial Year 2029-30. The final phase includes the projects listed in Table 10.4 below:

Phase IV: Railway Projects To Be Taken During July 2025 To June 2030

Sl. No.	Project Name	Cost (Crore Tk)
1	Construction of Railway connectivity between Nagirhat-Khagrachori.	4000
2	Construction of Railway connectivity with Bandarban.	1000

3	Construction of Railway connectivity between Khulna-Barisal.	3000
4	Construction of Railway Line from Navaran to Munsiganj Via Satkhira.	3000
5	Rehabilitation of Main Line section of BR (East Zone) Phase - II	1000
6	Rehabilitation of Main Line section of BR (West Zone) Phase - II	1000
7	Rehabilitation and Reconstruction of station buildings of East and West Zones of BR (Phase - II)	500
8	Rehabilitation and Reconstruction of Residential & Service buildings of East and West Zones of BR (Phase - II)	500
9	Rehabilitation of Branch line of BR (East Zone)	500
10	Rehabilitation of Branch Line of BR (West Zone).	500
11	Rehabilitation of Minor Bridges of East and West Zones of BR (Phase-2).	500
12	Construction of Railway Training Institute in Dhaka and Rajshahi.	300
13	Introduction of Electric Traction with constructing Dual Gauge Double Track in Akhaura-Sylhet section.	2000
14	Construction of flyovers over important Level Crossing Gates of East & West Zones of BR (Phase - II)	1000
15	Introducing High Speed Train Communication in important corridors of BR.	2000
16	Modernization of Railway Hospitals & Construction of Medical Colleges in Khulna, Rajshahi & Saidpur of BR.	600
17	Rehabilitation & Modernization of Railway Hospitals in East & West Zones of BR.	500
18	Rehabilitation & Modernization of Workshops of BR (Phase-2).	500
19	Rehabilitation & Modernization of Signalling System of Akhaura-Sylhet Section.	300
20	Rehabilitation & Modernization of Signalling System of various stations of East Zone of BR.	300
21	Rehabilitation & Modernization of Signalling System of Khulna-Parbotipur Section.	500
22	Rehabilitation & Modernization of Signalling System of various stations of West Zone of BR.	300
23	Introducing Centralized Seat Reservation Ticketing System for BR.	200
24	Modernization of Central Wagon Control System of BR.	200

25	Procurement of Crane for the use in Relief Train.	300
26	Rehabilitation of 50 Nos. BG Diesel Electric Locomotive of BR.	300
27	Rehabilitation of 50 Nos. MG Diesel Electric Locomotive of BR.	250
28	Rehabilitation of 500 Nos. BG Passenger Coach of BR.	250
29	Rehabilitation of 250 Nos. MG Passenger Coach of BR.	200
30	Rehabilitation of 250 Nos. BG Wagon of BR.	150
31	Rehabilitation of 250 Nos. MG Wagon of BR.	120
32	Procurement of BG Locomotives for BR (Phase - II).	2000
33	Procurement of MG Locomotives for BR (Phase - II).	2000
34	Procurement of BG Coaches for BR (Phase - II).	1500
35	Procurement of MG Coaches for BR (Phase - II).	1000
36	Procurement of Flat Container Wagons including Brake Vans for BR (Phase - II).	800
37	Procurement of Oil Tank Wagons including Brake Vans for BR (Phase - II).	800
	Total project costs during the phase-IV	**33870**

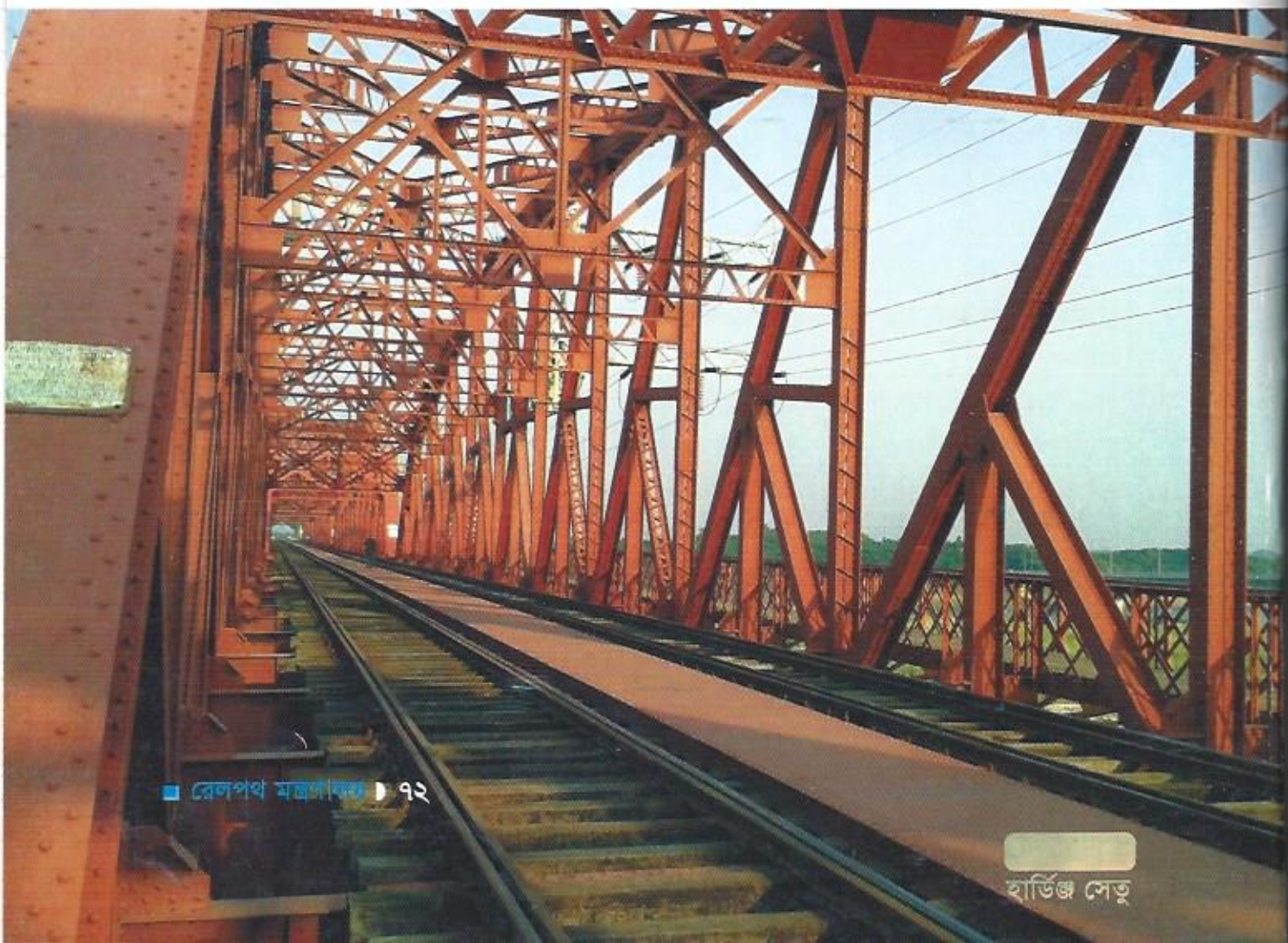

হার্ডিঞ্জ সেতু